৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২৫ ভাদ্র – ৩১ ভাদ্র, ১৪৩৩ ঃ ১২ সেপ্টেম্বর – ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 46, 12 September - 18 September 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা

৫ এর পাতায়

অধিক সপ্তমীতে কিভাবে হবে মায়ের আরাধনা

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ক্রমাগত বৃষ্টি ও জল বৃদ্ধিতে বিপন্ন মালদার ভুতনি চর।

একের পর এক বাঁধ ভেঙে ভাসছে বিস্তীর্ণ এলাকা। শুধু ভুতনি নয়, ভাসছে রতুয়া, মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা, সামসেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, সুতিও। ভাঙন রোধ করা না গেলে এ ছবি বদলাবে না।

রবিবার: রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক খাদ্যে ভেজাল রোধ

অভিযানে অভিযুক্ত হল কলকাতার স্ট্রিট ফুডের জনপ্রিয় ডেস্টিনেশন ডেকার্স লেন। সেখানকার দোকানের সন্দেশে মিলল ছত্রাক। কলকাতায় অখাদ্য ব্যবসার রমরমা বুঝিয়ে দিচ্ছে এ রাজ্যে আইনের শাসন উধাও।

সোমবার : দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসের কাছে দক্ষিণ–

পশ্চিম দিল্লির আরকে পুরমে সত্য নিকেতন এলাকায় একটি পুরানো ছ'তলা বাড়ি ভেঙে পড়ায় মৃত্যু হল ৫ জন পড়ুয়ার। ১১ জনকে ধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়িটিতে চলত ৭৫ বেডের পিজি।

মঙ্গলবার : মেয়ে পাচার, বাল্যবিবাহ ও নাবালিকা মাতৃত্ব

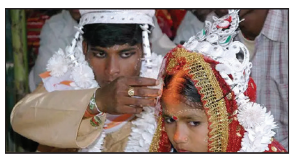

পশ্চিমবঙ্গের এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এবার এই রোগের দাওয়াই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলে দিলেন ১৮ বছরের নিচে কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে ও সে প্রসব করলে লাগু হবে পকসো আইন। বন্ধ হবে সুযোগ সুবিধা।

বুধবার : মুম্বাইতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুষ্ঠানের আগে

অনুষ্ঠানস্থল থেকে পিএমও–র ভুয়ো আই কার্ড ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরা পড়ল দুজন। অনেকদিন ধরেই নাকি ভুয়ো কার্ড নিয়ে আধিকারিকের কাজ করে চলেছে সে। ঘটনার পর নিরাপত্তা নিয়ে বিরাট প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার: বেশ কয়েক মাসের অপেক্ষার অবসান হল।

কলকাতা হাইকোর্টের ৫৪ তম স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নিলেন বিচারপতি রবীন্দ্র ভিঠলরাও ঘুগে। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আর এন রবি। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, স্পিকার সহ অনেক বিধায়ক।

শুক্রবার: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে পাস হয়ে গেল দ্য

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস সংশোধনী বিল ২০২৬। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি করতে পারবে রাজ্য সরকার।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অভিষেকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার সুমিত, এবার কে?

প্রিয় মিত্র

অনেক টালবাহানার পর অবশেষে শালবনিতে জমি দুর্নীতি মামলায় সিআইডির জালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত

রায়। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকেই তার আপ্তসহায়ককে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। জমি দুর্নীতি থেকে শুরু করে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা সহ সেবাশ্রয় প্রকল্পে অবৈধ কাজকর্ম, আমফানের টাকা গায়েব সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত এই সুমিত রায়। এছাড়াও তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। দীর্ঘদিন তিনি অধরা ছিলেন। তার বিরুদ্ধে পুলিশ লুকআউট নোটিশ জারি করেছিল। শেষে সুপ্রিম রক্ষা কবজ নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে এসেছিলেন। ভবানীভবনে দিনের পর দিন ম্যারাথন জেরাতেও উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু তাকে সি আই ডি গ্রেপ্তার করতে পারেনি সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচের জোড়ে।

এরপর দুয়ের পাতায়

শালবনি জমি তদন্তের ছলে

আড়াল করা হচ্ছে জমি মাফিয়াদের আসল ঠিকানা!

ওঙ্কার মিত্র

শোনা যাচ্ছে শালবনি জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত সুমিত রায়ের সঠিক ঠিকানা জানতে নাকি ফাঁদ পাততে হয়েছে সিআইডিকে। ১১৯ না ১২১? কালীঘাট রোডের কোন ঠিকানা থেকে মিলবে ঘোল খাওয়ানো এই অপরাধী? অবশেষে আদালত রক্ষাকবচ তুলতেই কৌশিকী অমাবস্যায় যেদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কালীঘাটে মা কালীর ভোগের মাছের মাথা চিবোচ্ছেন সেদিন দুর্নীতির 'মাথা' অভিষেক ব্যানার্জীর ১২১ কালীঘাট রোডের ঠিকানায় ধরা পড়ল মাথার 'কান' সুমিত রায়। অনেকের আশা এই কান ঠিক করে টানলে এবার নাকি মাথাও আসবে।

কালীঘাটের মা কালীর অবস্থানের ঠিকানা হল ২৭৮ কালীঘাট রোড। কিন্তু এই ঠিকানায় সতীপীঠের মাহাত্ম্য নয়, এখন বাংলার ঘরে ঘরে ব্রত কথার ছড়িয়ে পড়েছে ১২১–এর অভিষেক–সুমিত আখ্যান। সুমিতের মত কান না হলেও এমন 'কানের লতি' বহু ছড়িয়ে রয়েছে সারা বাংলা জুড়ে। সন্দেশখালীর শাজাহান, ফলতার জাহাঙ্গীর, ক্যানিং–ভাঙরের শওকাতের মত কিছু ধরা পড়লেও

> **এই সব ঠিকানায় বসেই নেতা, মন্ত্রী, প্রোমোটার, জমি মাফিয়াদের নিয়ে জমি কেলেঙ্কারি কাহিনীগুলোর সফল রূপ দান করেছে বিএলএলআরও–রা।**

এখনও বহু এদিক ওদিক করে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শালবনি নিয়ে বাংলার মানুষ মাথা ধরা পড়া গল্পের জাল বুনতে শুরু করেছে। তদন্ত, আইন–আদালত পেরিয়ে এই গল্প বাস্তবে কতটা রূপ পায় তা বলবে ভবিষ্যৎ।

তবে এই জমি মাফিয়া কাহিনীর আরও একটা অধ্যায় কিন্তু আছে, যার ঠিকানা হল ভূমি দপ্তরের ব্লক অফিসগুলো।

এরপর দুয়ের পাতায়

গেরুয়া হোক বিশ্বজয়ের পথ

প্রিয়ম গুহ

ত্যাগ ত্যাগ আর ত্যাগ, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মন্ত্রে সম্ভ্রান্ত দত্ত বাড়ির নরেন হয়ে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে তুলে ধরলেন ভারত তথা হিন্দু ধর্মকে। যখন তিনি চলেছেন শিকাগোর ধর্ম সম্মেলনে তখন তার কাছে ছিল না কিছুই, ভারতের রাজাকে তখন গেরুয়া পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষেত্রর মহারাজ। সেই গেরুয়া বসন পরিহিত রাজা তুলে ধরলেন হিন্দু ধর্মের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও উদারতার কথা। সেদিন থেকেই গেরুয়া রঙের এক আলাদা সম্মান সারা বিশ্বের কাছে ছড়িয়ে পড়ল।

তাঁর এই ত্যাগের আদর্শেই অসংখ্য মানুষ ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী যাঁর ইসকন কৃষ্ণ নামের মহামন্ত্রে এবং রথযাত্রার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে একই রসিতে বেঁধেছে। দেশ–বিদেশে গেরুয়া বসন এক সম্মানের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যা অবশ্যই ভারতবর্ষের সম্মান।

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ–এ ভর করেই আমাদের সনাতনী ভারত এগিয়ে চলেছে নিজ নিজ কর্মে। এসব সামনে রাখা মানে নিস্কাম কর্মের পথে এগিয়ে যাওয়া। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। /স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।। অর্থাৎ যিনি অগ্নিহত্রাদি কর্ম ত্যাগ করেছেন এবং দৈহিক চেষ্টা শূন্য, তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। যিনি কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে তাঁর কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই

হয়েছেন। ব্রতী হয়েছেন দেশ ও দশের সেবায়। তৈরি হয়েছে মঠ–মিশন। শুধু তাই নয়, তাঁর এই পথ উদ্বুদ্ধ করেছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও। সংগ্রামীদের পকেটে থাকতো গেরুয়া বসন পরিহিত এই সন্ন্যাসীর ছবি। এই আদর্শে বিনোদ হয়ে উঠলেন স্বামী প্রণবানন্দ। হিন্দু ধর্ম রক্ষার্থে এবং হিন্দু মিলন ঘটাতে স্বামী প্রণবানন্দ তৈরি করলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ। রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ বিশ্বের প্রতিটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন দেশে শিক্ষা বিস্তারে এবং সেবা কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন যা ভারতকে আধ্যাত্মিক বিশ্বগুরুতে পরিণত করেছে।

এখানে অবশ্যই বলতেই হয় শ্রীল ভক্তি বেদান্ত প্রভুপাদের কথা, যর্থাথ সন্ন্যাসী বা যোগী। এই উক্তি মাথায় রেখেই নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন যুগপুরুষেরা। তাঁদের সেই সময়কার ত্যাগ এবং তিতিক্ষা আজ বিশ্বের কাছে ভারতের পরিচয় প্রাপ্তির এক অন্যতম কারণ।

স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেই স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লড়াই করেছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে উঠেছেন স্বামীজীর মানসপুত্র। নেতাজি বহুবার গেরুয়া বসন পরেছেন। পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীনের উদ্দেশ্যে তিনি সব কিছু ছেড়ে শুধু একটাই লক্ষ্যে এগিয়েছেন অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা। পরবর্তীকালে অবশ্য সারদানন্দজি এবং ভগবানজি অধ্যায়তে তিনি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক মার্গে সন্ন্যাসী হয়ে গেরুয়া ধারণ করেছিলেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

আর্সেনিকমুক্ত জলপ্রকল্প থাকলেও

জল ব্যবসার রমরমা, গুণগত মান নিয়ে আশঙ্কা

কুনাল মালিক

বর্তমানে নতুন বিজেপি সরকার খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষা করার জন্য রাজ্য জুড়ে অভিযান চালাচ্ছে। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এই ভূমিকায় রাজ্যবাসী অত্যন্ত খুশি। এই প্রসঙ্গে অনেকেই আমাদের দপ্তরে ফোন করে জানিয়েছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ডোঙাড়িয়ায় এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও জেলার যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো সর্বত্র গজিয়ে উঠেছে বেসরকারি পানীয় জলের ব্যবসা। দেখা যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানীয় জল ওপরে তুলে ফিল্টার করে পরপর ট্যাপকলের মাধ্যমে মাত্র ১০ টাকার

বিনিময়ে ২০ লিটার জল সেখানে বিক্রি হচ্ছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন বাজারে যখন নামিদামি কোম্পানির এক লিটার জল কিনতে ২০ টাকা দিতে হচ্ছে, সেখানে মাত্র ১০ টাকায় ২০ লিটার জল কিভাবে দিতে পারছে বেসরকারি ব্যবসায়ীরা? এই জলের খাদ্যগুণ ঠিক আছে তো উঠছে প্রশ্ন। ভূগর্ভস্থ পানীয় জল যত্রতত্র এভাবে যদি তোলা হয় আগামীদিনে তো জলের তীব্র আকাল দেখা দেবে বলেও অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত বাম আমলে যখন আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্প হয়েছিল তখন জেলা জুড়ে একটা সমীক্ষা হয়েছিল।

ছবি : অরুণ লোধ

এরপর দুয়ের পাতায়

জরাজীর্ণ রাস্তার জেরে চরম দুর্ভোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি থেকে মধুখালি পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার দুরবস্থার কথা প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলেও স্থায়ীভাবে কোন প্রকার সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে অসংখ্য খানাখন্দ। বর্ষার সময়

রাস্তার বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে কোথাও কোথাও কার্যত পুকুর কিংবা নদীর চেহারা নিয়েছে। ফলে প্রতিদিন এই পথ দিয়ে যাতায়াতকারী হাজার মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাস্তাটির বিভিন্ন অংশ বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি। ক্যানিং–১ ব্লকের গোলাবাড়ি, মধুখালি, বুধাখালি সহ অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারাও প্রতিদিন এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই গর্তগুলিতে জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ফলে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যেমন কঠিন হয়ে পড়েছে, তেমনই বেড়েছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

ক্যানিং, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বহু মানুষের অন্যতম প্রধান যোগাযোগের পথ এটি। পাশাপাশি অসুস্থ রোগীদের ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই রাস্তার উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু রাস্তার বেহাল দশার কারণে জরুরি পরিস্থিতিতে রোগী নিয়ে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানো নিয়েও উদ্বেগে থাকেন পরিবারের সদস্যরা।

এরপর দুয়ের পাতায়

থানা ঘাটের পাশে পার্ক বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ পুরসভার অন্তর্গত ৪ নং ওয়ার্ডের হুগলি নদী তীরবর্তী বজবজ থানাঘাটের পাশে পুরসভা পরিচালিত যে পার্ক আছে তার বেহাল অবস্থা। নদীর লাগোয়া পার্কের যে কংক্রিটের বাঁধ আছে তাও দু'জায়গায় ভেঙে পড়েছে। পার্কটি দীর্ঘদিন সংস্কার করা হয়নি। বিকেলের পর প্রচুর মানুষ এই পার্কে আসেন। ঘাটের পাশেই আছে মা রাজরাজেশ্বরী কালী মন্দির। অনেকে পূজার সময় সন্ধ্যা আরতি দেখতে ভিড় জমান।

পার্কের সঙ্গে যে স্ট্রীট লাইটগুলো আছে এবং বজবজ

থানাঘাটের লাগোয়া যে রাস্তা চলে গেছে বজবজ নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের দিকে সেই রাস্তাতেও সন্ধ্যের পর কোন আলো জ্বলে না। স্থানীয় মানুষরা জানাচ্ছেন, অবিলম্বে পুরসভা এই পার্কটির সংস্কার করুক এবং নদীর পাড় বাঁধানো হোক। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রিট লাইটগুলোরও সংস্কার করা হোক। এই প্রসঙ্গে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, আমরা পার্কটির সংস্কার করার জন্য কেএমডিএ এবং সেচ দপ্তরকে জানিয়েছি। পুরসভা থেকে অনেকবার স্ট্রিট লাইট সংস্কার করা হয়েছে, কিন্তু বারবার তা ভেঙে দেওয়া হয়। তবে সমগ্র বিষয়টি আমরা খতিয়ে অবশ্যই দেখবো।

গঙ্গাসাগরের ভাঙন দেখতে এলেন সেচমন্ত্রী

সৌরভ নস্কর : ২০২৭ সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার তীব্র নদী ও সমুদ্র ভাঙন রোধ এবং পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ১১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ভাঙনপ্রবণ ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিদর্শনে যান রাজ্যের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮, কচুবেড়িয়া গঙ্গাসাগরের এসডিপিও সাগর থানা এবং গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। মেলা শুরুর আগে প্রশাসনিক প্রস্তুতি কতটা এগিয়েছে এবং নদী বাঁধের অবস্থা কেমন রয়েছে, তা দেখতেই এই অভিযান।

প্রতিনিধি দলটি শুক্রবার প্রথমে কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮ থেকে মুড়িগঙ্গা নদীতে ভেসেল চলাচলের পয়েন্টগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঘুরে দেখেন। পুণ্যার্থীদের মূল

এবং গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রম সহ একাধিক সংবেদনশীল অঞ্চল সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন সেচ মন্ত্রী অরূপ দাস ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শনে সেচ মন্ত্রী অরূপ দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ণ মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা, সেচ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রধান সচিব এবং সাগরের স্থানীয় বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল, সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, কাকদ্বীপ এবং প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত কচুবেড়িয়া ঘাট সংলগ্ন এলাকাতেও তারা দীর্ঘক্ষণ সময় কাটান এবং সেখানকার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। এরপর কচুবেড়িয়া থেকে সরাসরি গঙ্গাসাগরে এসে পৌঁছান প্রতিনিধিরা। সেখানে প্রথমে ১ নম্বর স্নানঘাট এবং পরবর্তীতে ১ নম্বর থেকে ২ নম্বর স্নানঘাট পর্যন্ত পুরো উপকূলবর্তী এলাকা পায়ে হেঁটে ও গাড়িতে ঘুরে দেখেন সেচ মন্ত্রী সহ অন্যরা।

এরপর দুয়ের পাতায়

পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে মৌসুনির পর্যটন

রবীন দাস

সমুদ্রের রূপ দেখতে যখন দীঘা, পুরী কিংবা বকখালিতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়, তখন কার্যত পর্যটকশূন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র মৌসুনি দ্বীপ। সমুদ্রের ঢেউ, বিস্তীর্ণ বেলাভূমি, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য এবং নিরিবিলি পরিবেশ। পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো কোনও কিছুরই অভাব নেই এখানে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা। বেহাল রাস্তার কারণে মৌসুনি থেকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন পর্যটকরা বলে অভিযোগ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বীপের সমুদ্র সংলগ্ন একাধিক হোটেল, ক্যাম্প ও রিসোর্টে যাওয়ার রাস্তার অবস্থা বর্তমানে

অত্যন্ত খারাপ। বর্ষার বৃষ্টিতে দ্বীপের অভ্যন্তরের একাধিক পাকা রাস্তা কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কোথাও তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, কোথাও রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে কাদামাটির চেহারা নিয়েছে। ফলে ছোট গাড়ি তো বটেই, সাইকেল বা অন্যান্য ছোট যানবাহন নিয়েও যাতায়াতে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকরা। বিশেষ করে বারোশোয়াল থেকে বিল্লোমোড় হয়ে বালিখাল পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত করুণ বলে অভিযোগ। একইসঙ্গে শাসমল বাঁধ থেকে দক্ষিণ দুর্গাপুর–বাগডাঙ্গা খেয়াঘাট এবং ১০ মাইল থেকে পাতিবুনিয়া খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের। এই রাস্তাগুলিই দ্বীপের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ফলে রাস্তার দুরবস্থার কারণে প্রতিদিনই সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বারবার জানানো হলেও দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী সমাধান হয়নি। পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বারোশোয়াল এলাকার এক রিসোর্ট মালিক মুখ্যমন্ত্রী ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

মৌসুনি টুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি অরুণ জানা বলেন, মৌসুনির প্রধান রাস্তা থেকে পর্যটনকেন্দ্রে যাওয়ার একাধিক শাখা রাস্তার অবস্থা বেহাল। পাশাপাশি শাসমল বাঁধ থেকে দক্ষিণ দুর্গাপুর–বাগডাঙ্গা খেয়াঘাট এবং ১০ মাইল থেকে পাতিবুনিয়া খেয়াঘাটের রাস্তাও দীর্ঘদিন ধরে সমস্যাজনক। তার দাবি, রাস্তার এই পরিস্থিতির কারণে পর্যটকরা ধীরে ধীরে মৌসুনি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

আমেরিকার টিকে থাকার লড়াই

সঞ্জয় দত্ত
অভিজ্ঞ শেয়ার বাজার ট্রেডার

ভারতের শেয়ার বাজারের অবস্থা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রত্যেকদিন সকালে আগে খবর নিতে হয় কাঁচা তেলের দাম কোথায় গেছে। যদি সেটা বেড়ে থাকে তবে নিশ্চিতভাবেই আমেরিকা কিছু মিউচুয়াল ফান্ডে প্রত্যেক মাসে নিয়ম করে যে টাকা আসছে, সেগুলোকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। আর যারা ট্রেডিং করছে নিতান্তই অন্য কোন অপশন তাদের কাছে নেই বা যাদের কাছে একটু আধটু অপশন আছে তারা ফরেক্স এবং ক্রিপ্টো মার্কেটে চলে যাচ্ছে।

একটা করেছে। আজ বুধবার যখন এই লেখা লিখছি তখনও সেটার কোন পরিবর্তন হয়নি। আমেরিকা নিজেই নিজেকে বাঁচাতে মধ্যপ্রাচ্যে আবার অশান্তির আগুণ তৈরি করছে। এই লেখা যখন লিখছি তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নীতি ২৩,৫০০-এর কাছাকাছি যা গত সপ্তাহে আমাদের দেওয়া লেভেল গতকাল শেষ হওয়া সূচক এক্সপায়ারীতে মান্যতা দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল এই পরিস্থিতি ভোলাটেলিটি ইনডেক্স যতটা বেশি হওয়া উচিত ততটা নেই তার কারণ ভারতীয় বাজার সম্পর্কে আর কারো কোন আগ্রহ নেই, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। দেশীয় বিনিয়োগকারীরা কেবলমাত্র

এই প্রেক্ষিতে ভারতীয় বাজার সত্যিই খুব আশঙ্কার। আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে এই আশা করছি সরকার থেকে কোন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার কোন নাম গন্ধ নেই। বিগত তিন দশকে এই পরিস্থিতি কখনো তৈরি হয়নি। জিডিপি ৭.৮ এর ডাটা নিয়ে আমরা যতই প্রকৃত হই না কেন, পার ক্যাপিটা ইনকাম যেখানে তলানিতে বাজার যখন ইঙ্গিত দিচ্ছে, আমি আর উপরে যাব না। তখন ওই ডেটা গুলো সত্যিই কতটা কার্যকরী তা প্রশ্নের অবকাশ তৈরি করে।

যাই হোক আগামী সপ্তাহে বাজার নিচের দিকে ২৩,২০০ এবং উপরের দিকে ২৩,৮০০ থেকে ২৪,০০০ এই রেঞ্জের মধ্যেই থাকার সম্ভবনা।

রেলের পণ্য পরিবহনে বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের গতিশীল নেতৃত্বে চলতি অর্থবর্ষে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত পণ্য পরিবহন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এই রেলওয়ে জোন। গুরুত্বপূর্ণ কর্মদক্ষতার বিভিন্ন সূচকে শক্তিশালী অগ্রগতি প্রদর্শন করে, ইস্টার্ন রেলের মোট পণ্য লোডিং পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের একই সময়ের ৩৯.৭৬ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ৪১.৬২ মিলিয়ন টন হয়েছে। অর্থাৎ ১.৮৫ মিলিয়ন টন বা ৪.৬৭% উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

একইসঙ্গে, পণ্য পরিবহন থেকে আয় ₹৩,৬৫১.৫৬ কোটি থেকে বেড়ে ₹৩,৯৫৬.৪০ কোটি হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত ₹৩০৪.৮৩ কোটি রাজস্ব অর্জিত হয়েছে, যা ৮.৩৪% (৮.৩৫%) উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। ইস্টার্ন রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার ড. উদয় শঙ্কর ঝার নির্দেশনায় পরিচালিত বাণিজ্যিক কৌশল এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্যোগের ফলে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কয়লা পরিবহন প্রধান ভিত্তি হিসেবে তার অবস্থান ধরে রেখেছে। কয়লা লোডিংয়ে ১০.৪৪% উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। গত বছরের একই সময়ের ২৫.৭৯ মিলিয়ন টন থেকে তা বেড়ে ২৮.৪৮ মিলিয়ন টন হয়েছে, অর্থাৎ বৃদ্ধি ২.৬৯ মিলিয়ন টন। কয়লা পরিবহন থেকে আয়ে আরও বেশি বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে ১৮.৪৭% বৃদ্ধি পেয়ে আয় ₹৪৩১.০১ কোটি বেড়েছে এবং ₹২,৭৬৪.৫৬ কোটি-তে পৌঁছেছে। গত বছরের একই সময়ে এই আয় ছিল ₹২,৩৩৩.৫৬ কোটি।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যও লোডিংয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন করেছে। এর মধ্যে লোহা আকরিক-এ ৪৫.৩১%, খাদ্যশস্যে ৪২.৯৯% এবং ক্লিঙ্কারে ১.৪০% বৃদ্ধি হয়েছে। পাশাপাশি লোহা আকরিক ও ক্লিঙ্কার পরিবহন থেকে রাজস্বেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। মোট পণ্য লোডিংয়ে বিভিন্ন পণ্যের অংশের হিসাব অনুযায়ী, কয়লার অংশ সর্বাধিক—৬৮.৪৩%। এরপর রয়েছে সিমেন্ট—৫.৬৩%, লোহা ও ইস্পাত—৪.৬৫%, সার—১.৭১% এবং অন্যান্য পণ্য—১৮.০৪%। এই পণ্য পরিবহনের কাঠামো থেকে স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারজুড়ে বিস্তৃত ইস্টার্ন রেলের কর্মক্ষেত্রে জ্বালানি, খনন, ইস্পাত, নির্মাণ, কৃষি এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের সরবরাহ শৃঙ্খল সচল রাখার ক্ষেত্রে এই রেলওয়ে জোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক এই বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে উন্নত ফ্রেট ম্যানেজমেন্ট, দক্ষ পরিচালনাগত পরিকল্পনা, রেলওয়ের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং আঞ্চলিক শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি বিশেষায়িত পরিষেবা।

গঙ্গাসাগরের ভাঙন

প্রথম পাতার পর

এই পুরো পথটিতে ভাঙনের তীব্রতা এবং বাঁধগুলির বর্তমান পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে রয়েছে, সে বিষয়ে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন মন্ত্রী।পরিদর্শনের শেষ পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী কপিল মুনির আশ্রমে গিয়ে পুজো দেন এবং মেলার সার্বিক সাফল্য কামনা করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সারা দেশ তথা বিদেশ থেকেও প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। মুড়িগঙ্গা নদীর পার ভাঙন এবং উপকূলের দুর্বল বেড়িবাঁধ দীর্ঘদিন ধরেই এক বড় সমস্যা। মেলা চলাকালীন যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় এবং পুণ্যার্থীদের যাতায়াত সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে, সেদিকেই এবার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমস্ত ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায় বৈঠক করেন সেচ মন্ত্রী অরূপ দাস বৈঠকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মেলা শুরুর ঢের আগেই সমস্ত প্রয়োজনীয় সেচ কাজ, নদী বাঁধ মেরামত এবং স্থায়ী ভাঙন রোধের কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। রাজ্য সরকারের এই আগাম ও কঠোর পদক্ষেপে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি যে ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে, তা বলাই বাহুল্য।

জল ব্যবসার রমরমা

প্রথম পাতার পর

সেই সমীক্ষায় উঠে এসেছিল ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি। সেই কারণে হুগলি নদীর জল পাইপ লাইনের মাধ্যমে প্রকল্পে এনে ফিল্টার করে এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলে পরিবর্তন করা হয়। তাহলে প্রশ্ন, যত্রতত্র বেসরকারি ব্যবসায়ীরা ভূগর্ভস্থ জল যে মানুষকে খাওয়াচ্ছেন তা আর্সেনিক মুক্ত তো? তাছাড়া এই সমস্ত বেসরকারি জল ব্যবসায়ীদের প্রজেক্ট করার জন্য কে বা কারা অনুমতি দেয়? মানুষের আরো প্রশ্ন, এই সমস্ত বেসরকারি জল ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ফ্যাসাই সার্টিফিকেট আছে তো? আবার অনেকে বলছেন যখন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল ৮০ শতাংশ জায়গায় সরবরাহ করা হচ্ছে তখন সাধারণ মানুষকে পানীয় জল কিনে খেতে হবে কেন? তাহলে কি সরকারি আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের উপরে মানুষ ভরসা রাখতে পারছেন না?

এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের বক্তব্য, জল সরবরাহ সর্বত্র ঠিকভাবে হচ্ছে না। মাঝেমধ্যেই জল বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া বর্ষার সময় জলের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে ডোঙারিয়া আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মোজাম্মেল হক মোল্লার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান, বেসরকারি ব্যক্তিগত জল ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কিছু বলার একতিয়ার আমার নেই। তবে ডোঙারিয়া আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের গুণগত মান নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। মোজাম্মেল বাবু অবশ্য বেশিক্ষণ প্রতিবেদক এর সঙ্গে কথা বলতে চান নি। বেশ কিছু বেসরকারি জল ব্যবসায়ীদের প্রজেক্ট ঘুরে দেখার পর অনেক জায়গায় অব্যবস্থা চোখে পড়েছে।

অনেকেই জানিয়েছেন তারা ৩-৪ মাস অন্তর ডোঙারিয়ায় যে ল্যাবরেটরি আছে জল পরীক্ষার সেখান থেকে নমুনা পাঠিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসেন। কিন্তু অনেকেই স্বীকার করেছেন তাদের ফ্যাসাই সার্টিফিকেট নেই। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জিত মৃধা এই প্রসঙ্গে বলেন, কিছুদিন হল আমি এখানে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি, বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না। তবে বেসরকারি জল ব্যবসায়ী বা প্রকল্পের কোন লাইসেন্স বা ফ্যাসাই সার্টিফিকেট আছে কিনা সে ব্যাপারে অবশ্যই তদন্ত করে দেখা উচিত। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা যে অভিযান চালাচ্ছেন তাকে আমরাও সাধুবাদ জানাচ্ছি, সেইসঙ্গে আমাদের অনুরোধ ব্যক্তিগত যে সমস্ত পানীয় জলের প্রকল্প চলছে রাজ্যের সর্বত্র সেগুলোতেও অভিযান চালানো হোক এবং জলের গুণগত মান সম্পর্কে মানুষকে আস্থা ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

ধুঁকছে মৌসুনির পর্যটন

প্রথম পাতার পর

ফলে ক্ষতির মুখে পড়ছেন হোটেল, রিসোর্ট এবং পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় মানুষজন। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন অরুণ জানা।

অন্যদিকে, রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল। তিনি জানান, শাসমল বাঁধ থেকে দক্ষিণ দুর্গাপুর-বাগডাঙ্গা এবং ১০ মাইল থেকে পাতিবুনিয়া খেয়াঘাটের রাস্তা সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি হুজ্জাইতে খেয়াঘাট এবং মণ্ডলবাজার খেয়াঘাট থেকে মৌসুনি পর্যটনকেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে সোলার আলোর ব্যবস্থা করার পরিকল্পনাও রয়েছে। অন্যান্য বেহাল রাস্তার ক্ষেত্রে বর্ষা শেষ হওয়ার পর পাকা রাস্তা নির্মাণের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। রাস্তার বেহাল দশার সরাসরি প্রভাব পড়ছে মৌসুনির পর্যটন ব্যবসায়। পর্যটকের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় হোটেল, রিসোর্ট, ক্যাম্প এবং ছোট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ। পর্যটনের উপর নির্ভরশীল দ্বীপের অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়ছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর মৌসুনি দ্বীপকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা যে অত্যন্ত জরুরি, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই স্থানীয়দের। তাই প্রতিশ্রুতি নয়, দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হোক। এখন এমনটাই দাবি দ্বীপবাসীর। প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপে বেহাল রাস্তার সমস্যা মিটবে এবং মৌসুনিতে ফের পর্যটকদের আনাগোনা বাড়বে, সেই আশাতেই দিন গুনছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা।

গ্রেপ্তার সুমিত, এবার কে?

প্রথম পাতার পর

এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এবং তার বেহালার বাসভবন সহ শ্রীরামপুরে শ্বশুরবাড়িতেও হানা দিয়েছিল পুলিশ। আড়ালে থেকে আগাম জামিনের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল সুমিত। জমি দুর্নীতি মামলায় পেয়েছিলেন অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচও। ১০ সেপ্টেম্বর সেই রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হতেই সিআইডি এবং এসটিএফ এর বিশাল বাহিনী পৌঁছে যায় অভিষেক ব্যানার্জির বাড়ির সামনে। ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার গ্রেপ্তারের পরেই রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়।

অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন লুকআউট জারি হওয়া একজন অভিযুক্তকে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে স্থান দিয়ে কি আইনসঙ্গত কাজ করেছেন? এদিনই পুলিশ তাকে ভবানীভবনে নিয়ে যায়। বর্তমানে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বিদেশে চিকিৎসা করাতে গেছেন বলেই জানা যাচ্ছে। সুমিত রায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর, রাজনীতি মহলে একটা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, সুমিত রায় হিমশৈলের চুড়া মাত্র। তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আছে তার নেপথ্যে যে বড় মাথা কাজ করেছে, সেটা কি অভিষেক ব্যানার্জি? এ প্রশ্নের উত্তর জলের মতোই সহজ সবাই বলছেন। কারণ সুমিত রায়কে জেরা করলে আসল সত্য সামনে এসে যাবে। তাই এখন সর্বত্র আলোচ্য বিষয় সুমিতের পর এবার কি গ্রেপ্তার হতে চলেছেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি? ১০ সেপ্টেম্বর রাতে ভবানীভবনের বিশেষ সেলে রাখা হয় সুমিত রায়কে এবং সিআইডির আধিকারিকরা একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদও করেন। ১১ সেপ্টেম্বর তাকে মেদিনীপুর আদালতে পেশ করলে তার ৮ দিনের সিআইডি হেফাজত হয়।

চরম দুর্ভোগ

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও স্থানীয় বেশ কয়েকটি স্কুলের হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াতরকরেন। স্থানীয় গাড়িচালকদেরও অভিযোগ, রাস্তার পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে প্রতিদিন যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে হয় ঝুঁকি নিয়ে। রাস্তার গর্ত এড়িয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে অনেক সময় দুর্ঘটনার ঘটে যায়।

তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা খারাপ থাকায় অনেক গাড়ি এই পথে চলাচল করতেও অনীহা প্রকাশ করছে। স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দ মন্ডল, বঙ্কিম সরদার, অনিল মিস্ত্রীরা বলেন, 'রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ঠিকমতো গাড়ি চলাচল করতে পারে না। অটো ও টোটোই এখন এলাকার মানুষের প্রধান ভরসা। কিন্তু রাস্তার এমন অবস্থা থাকায় তাদেরও ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।'

এলাকার বাসিন্দাদের আরো অভিযোগ, ভোটের সময় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কারের নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভোট মিটে গেলে সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখা যায় না। ফলে বছরের পর বছর ধরে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে স্থায়ীভাবে সংস্কারের ব্যবস্থা করা হোক। এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি দ্রুত সংস্কার করা হলে শুধু যাতায়াতের সমস্যাই কমবে না, এলাকার চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় এবং সহজ হবে।

গেরুয়া হোক বিশ্বজয়ের পথ

প্রথম পাতার পর

গেরুয়ার সম্মান যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রেরণা জোগাচ্ছে। এই ত্যাগই ভারতকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে।এই ত্যাগের রঙকে সম্মান করেই পশ্চিমবঙ্গে সনাতনী ধ্বজা উড়েছে রাজনৈতিক পালাবদলের মাধ্যমে। সবেতেই গেরুয়ার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গৈরিক এই পশ্চিমবঙ্গে আজ আপামর বাঙালি গেরুয়াকে সম্মান জানাতে চাইলেও কোথায় যেন চিন্তার ভাঁজ কপালে দেখা দিচ্ছে।

বহু মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে, যে গেরুয়া চেয়ারে বসে মঠ ও মিশনের ধর্ম বাণী শোনা হয়, সেই গৈরিক চেয়ারই দখল করে নিয়েছে রাস্তা-ফুটপাত! তার চেয়েও দুঃখের বিষয় সেই চেয়ারে বসেই চলছে বহু অনৈতিক কাজকর্ম। রাজনৈতিক পালাবদলে ক্ষমতার অলিন্দে পূর্বতন রাজনৈতিক চ্যালা-চামুন্ডাদের গৈরিক রং শুধুমাত্র ক্ষমতা প্রকাশের উপলক্ষ হয়ে উঠেছে, কারও মনেই লাগেনি গেরুয়া রং। বুঝতেই পারেনি গেরুয়ার তাৎপর্য।

এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জানা গেল, গেরুয়া চেয়ারের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। তাই কারখানায় গেরুয়া চেয়ার তৈরি হচ্ছে অঢেল। অন্যান্য রং অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে। শুধু চেয়ারে নয়, গেরুয়া উত্তরীয়র চাহিদাও বেড়েছে চোখে পড়ার মত। কিন্তু তাতে আবার বিপদ বেড়েছে অনেক। এই গেরুয়া গামছা বা উত্তরীয় গলায় ঝুলিয়ে বা মাথায় ফেট্টি বেঁধে হেলমেট ছাড়াই বাইক দাপট শুরু হয়েছে পূর্বতন সরকারের বাইক বাহিনীদের মতোই। তাতে দুঃস্বপ্ন দেখছে পরিবর্তনকামী নাগরিকরা। গেরুয়া উত্তরীয় গলায় ঝুলিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তোলাবাজি চলছে। এতে কি গেরুয়ার মান বাড়ছে, নাকি গেরুয়া লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হচ্ছে সকলের কাছে। পরিবর্তনকারী বাঙালী বারবার বিস্মিত হয়ে উঠছে এহেন পরিস্থিতি দেখে। পরিবর্তনের সম্মান দিতে ভুলে যাচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী নিচু তলার চ্যালা-চামুন্ডারা।

দিকে দিকে রাস্তা আটকে গেরুয়া প্যান্ডেল অসুবিধায় ফেলছে পথ চলতি মানুষকে। কিন্তু গেরুয়া তো অসুবিধায় ফেলার রং নয়। যে প্যান্ডেলের বাঁশ গেরুয়া রঙের কাপড়ে মোড়া হচ্ছে সেই গেরুয়া রঙেই বাঙালি হাত মুছে, পানের পিক ফেলছে এবং সারমেয়রা মুত্র ত্যাগ করছে। তাতে গেরুয়া রং অচিরেই ফিকে হয়ে যাবে না তো? গেরুয়া রঙের এই অসম্মানের প্রভাব সন্ন্যাসীদের জীবনে পড়বে না তো?

তাই গেরুয়া রং চেয়ারে-উত্তরীয়তে বা প্যান্ডেলে না লেগে যদি মনের মধ্যে লাগে তবেই হবে প্রকৃত পরিবর্তন। এই গেরুয়ার ত্যাগ যদি রাজনৈতিক নেতা ও তাদের চ্যালাচামুণ্ডাদের মধ্যে প্রবেশ করে তবেই আসবে প্রকৃত পরিবর্তন। সেই রঙের ছোঁয়ায় তারা বিরত থাকবেন অনৈতিক কাজকর্ম থেকে, বন্ধ হবে তোলাবাজি। তবে খুবই কঠিন। বাঙালি যে রাজনৈতিক ভাবধারাতে এত বছর ধরে নিজেদের তৈরি করেছে সেখানে গেরুয়া বলে কিছুই ছিল না। সেখানে ত্যাগ বলে কোনো শব্দই পাওয়া যায়নি। ছিল শুধু ক্ষমতা আর অনৈতিক উপার্জনের উপায়।

গেরুয়া কোনো সাধারণ রং নয়, এটি মানুষের মনকে জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত করে উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনা, অসীম সাহস এবং নিঃস্বার্থ সেবার দিকে পরিচালিত করার এক অনন্য প্রতীক। কালার সাইকোলজি বলছে, বারবার একটি রং দেখলে মনের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। গেরুয়া রং-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, গেরুয়া হল লাল ও হলুদের মিশ্রণ। লালের শক্তি এবং হলুদের আনন্দময় আভা মিলে গেরুয়া রঙে এক ধরণের তীব্র ইতিবাচক স্পৃহা তৈরি হয়। এটি বারবার দেখলে মনে একঘেয়েমি দূর হয় এবং এক ধরণের আত্মিক শান্তি অনুভূত হয়। মানসিকভাবে এই রংটি মনকে সজাগ ও সচেতন রাখতে সাহায্য করে। এটি অলসতা দূর করে মানুষের কর্মক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। হতাশা মুক্ত করে। কালার থেরাপি বা রঙের মনস্তত্ত্বে বিশ্বাস করা হয়, গেরুয়া বা কমলার কাছাকাছি এই আভা মানুষের মনের বিষণ্ণতা বা ডিপ্রেশন দূর করতে এবং মনে আশাবাদের সঞ্চার করতে অত্যন্ত কার্যকরী।

কাজেই যারা গেরুয়া ব্যবহার করছেন তাদের মাথায় রাখতে হবে এই রঙের মাধুর্য কি। এই রঙ ধারণ করলে অনৈতিক কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতে হবে নিজেদেরকে। তবেই এই রঙকে সম্মান দেওয়া যাবে। এখন দেখার বিষয় গেরুয়া রঙের সঙ্গে থাকতে থাকতে মানুষের মনস্তাত্তিক কোনও পরিবর্তন আসে কি না। মনস্তত্ত্বের কথা মত বারবার গেরুয়া দেখতে দেখতে রাজনৈতিক নেতা এবং প্রশাসনিক পদস্থদের মনের ভাব বদলায় কিনা। দুর্নীতিমুক্ত হয় কিনা পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গবাসীদের গেরুয়ার সম্মান দিতেই হবে। নয়তো স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ এবং শ্রীল প্রভুপাদ সহ অন্যান্য দিকপাল সন্ন্যাসীদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে যাবে। এই সনাতনী সরকারকে কঠোর হতে হবে গেরুয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রেও। অবিলম্বে রাশ টানতে হবে গেরুয়ার যথেচ্ছ ব্যবহারে। তবেই গেরুয়া সম্মান যাত্রার মান থাকবে। নয়তো গেরুয়ার এই অপমানের জবাব দিতে আবার প্রকৃত হিন্দুরা অন্য পরিবর্তনের কথা অচিরেই ভেবে নেবে।

জমি মাফিয়াদের আসল ঠিকানা!

প্রথম পাতার পর

এদের আমরা চিনি বিএলএলআরও অফিস বলে। এই সব ঠিকানায় বসেই নেতা, মন্ত্রী, প্রোমোটার, জমি মাফিয়াদের নিয়ে জমি কেলেঙ্কারি কাহিনীগুলোর সফল রূপ দান করেছে বিএলএলআরও-রা। এখানে বসেই একজনের জমি ভুয়ো দলিল করে অবৈধ ভাবে অন্যজনের নামে রেকর্ড হয়েছে, জলা জমি ভরাটের পরিকল্পনা হয়েছে, অবৈধ ভাবে জমির চরিত্র বদল হয়েছে, জমির মাটি পাচার হয়েছে, সরকারি জমি দখলের চক্রান্ত রচিত হয়েছে। বিএলএলআরও-রা এই বিপুল জমি দুর্নীতির মূল কারিগর হলেও কুকীর্তি জেনেও নীরব থেকে এদের মদত জুগিয়েছে এসডিএলআরও এবং ডিএলআরও-রা। এই মদত কি শুধু আনুগত্যে এসেছে নাকি সঙ্গে এসেছে অর্থের স্রোতও? বাংলার মানুষের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কেউ নেই।

এসব অভিযোগ ও প্রশ্ন কোনোটাই কল্পকাহিনী নয়, খোদ আলিপুর বার্তা ভবনের জন্য চিহ্নিত এবং সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর দ্বারা শিলান্যাস করা জমিও ভুয়ো অস্তিত্বহীন দলিলের মাধ্যমে অন্য জনের নামে রেকর্ড করে দেয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুর মহকুমার অধীন বিষ্ণুপুরের তৎকালীন বিএলএলআরও। পরে তা প্রমাণিত হওয়ার পর মহকুমা ও জেলায় সেই বিএলএলআরও-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানালেও সকলেই নির্বিকার থেকেছে। ফলে অপরাধ করেও সেই বিএলএলআরও বিষ্ণুপুর থেকে বদলি হলেও এখনও বহাল তবিয়তে চাকরি করে চলেছে। এখন আবার ওই জমির আর একটি দাগের দলিলের ভল্যুমটাই আলিপুরের রেজেস্ট্রি অফিসে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে রেকর্ড থাকলেও বৈধ কনভারশান হচ্ছে না।

অথচ জেলা থেকে বিএলএলআরও দপ্তরের এইসব জমি কেলেঙ্কারি ধরা অনেক সহজ অভিষেক-সুমিতের পিছনে ছোটার চেয়ে। জমির পুরানো তথ্য, নতুন রেকর্ড, জিপিআরএস পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা এবং বিএলএলআরও-দের সম্পত্তির হিসাব বের করলেই জলের মত ফাঁস হয়ে যাবে জমি মাফিয়া-ভূমি দপ্তরগুলোর যুগলবন্দীতে ঘটা জমি কেলেঙ্কারির প্রকৃত সত্য। কিন্তু কোনো তদন্ত সংস্থাই এ ব্যাপারে আগ্রহী নয়। বিরোধীরাও এই সোজা সত্য তুলে ধরতে নারাজ। সকলেই রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত। তাই চোর পুলিশ খেলা চলছে, সমস্যা মিটছে না সাধারণ মানুষের।

ভাবের ঘরে চুরির মত যত শত তদন্তই হোক না কেন সরকারি কুকীর্তিকে আড়ালে রেখে শুধু রাজনৈতিক কুকীর্তির তদন্ত করলে বাংলার জমি কেলেঙ্কারির মূলে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃত সত্য সামনে আনতে চাই প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সরকারি ভূমি দপ্তরের নোংরা বাসা বাঁচিয়ে রাখলে সেখানে অন্য রংয়ের পাখি এসে বাসা বাঁধবেই। তদন্তের গতি প্রকৃতি দেখে মানুষের প্রশ্ন, নতুন সরকারও কি সেটাই চাইছে?

পদবী পরিবর্তন

আমি SEKH RAHAMAT, S/O - SK MD ALI বয়স 61 বৎসর, ইসলাম ধর্মাবলম্বী, পেশায় দর্জি, সাং-চককৃষ্ণ নগর ধাড়া পাড়া, থানা-মহেশতলা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কল-১৪১. আমার আধার কার্ড, রেশন কার্ড ও অন্যান্য Documents- এ অসাবধান বশত SK RAHAMAT ALI হইয়াছে। গত ইং 12-08-2026 তাং Alipore Court এ 1st class J. M.- এর Affidavit বলে SEKH RAHAMAT S/O - SK MD Ali এবং SK RAHAMAT ALI S/O - SK MD Ali এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১২ সেপ্টেম্বর – ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

মেষ রাশি : কাজে কোনো রকম অবহেলা বা আলস্য পরিহার করুন। প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের অবনতি এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়িক কার্যকলাপ স্বাভাবিক থাকবে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করার জন্য এটি অনুকূল সময়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজ করবে। পরিচিতির পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করুন।

বৃষ রাশি : ধার্মিক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার বা কর্মজীবন-সম্পর্কিত পরীক্ষায় সফল হতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে অন্যদের হস্তক্ষেপ কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে। বিবাহিত জীবন সুখের হবে। নিয়মিত বিশ্রাম ও ব্যায়াম করতে ভুলবেন না।

মিথুন রাশি : শিক্ষার্থীদের অলসতা এবং বন্ধুদের সাথে ঘোরাঘুরি তাদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে যেকোনো নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য এটি একটি অনুকূল সময়। কঠোর পরিশ্রমের অনুরূপ ফল লাভ করবেন। পারিবারিক কোনো বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতি আপনার স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

কর্কট রাশি : রাগ এবং অহংকার নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার অনেক কাজ সম্পন্ন করতে সহায়ক হবে। অংশীদারী ব্যবসায় সঙ্গীর সাথে সম্পর্কের মধ্যে কোনো তিক্ততা এড়িয়ে চলুন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি মধুর হবে। অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। বর্তমান আবহাওয়ার কারণে আপনার স্বাস্থ্য কিছুটা দুর্বল থাকবে।

সিংহ রাশি : কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎও ফলপ্রসূ হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যেকোনো সমস্যা বা উদ্বেগের সমাধান হবে। আর্থিক লেনদেন নিয়ে কারও সাথে তর্ক ও ঝগড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। চাকরিজীবিরা নিজেদের যোগ্যতার কারণে কিছুটা সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন।

কন্যা রাশি : পরিবারের কোনো অবিবাহিত সদস্য বিয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। এই সপ্তাহে খরচ বেশি হবে। নতুন অর্ডার ও চুক্তি আসতে পারে। সরকারি চাকরিতে নিয়োজিতরা কাজের চাপে জর্জরিত থাকবেন। ব্যস্ততার কারণে আপনার জীবনসঙ্গী পরিবারের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত থাকবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

তুলা রাশি : শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু ভালো খবর পেতে পারে। অংশীদারি ব্যবসার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে। পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন এবং ছোটখাটো বিষয় উপেক্ষা করুন। অর্থহীন প্রেম-ভালোবাসার পেছনে সময় নষ্ট করবেন না। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যস্ততার মাঝেও আপনি পরিবারের সাথে কেনাকাটা ও ভ্রমণের জন্য কিছুটা সময় পাবেন। নেতিবাচক কথার জন্য আপনাকে অনুশোচনা করতে হতে পারে। চাকরিজীবিদের আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্প্রীতির মাধ্যমে একটি যথাযথ পারিবারিক ব্যবস্থা বজায় রাখবেন। স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে।

ধনু রাশি : আর্থিক লেনদেনের সময় সতর্ক থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্তগুলো চমৎকার প্রমাণিত হবে এবং সাফল্য বয়ে আনবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। তবে, প্রেমঘটিত বিষয়ে স্বচ্ছতা অপরিহার্য। আপনি মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে ক্লান্ত বোধ করবেন। অংশীদারি ব্যবসার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে।

মকর রাশি : অবিবাহিতরা বিয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। জীবনে কিছু অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটবে, যা সৌভাগ্য বয়ে আনবে। সন্তানের নেতিবাচক আচরণ বিচলিত করতে পারে। কাজ সম্পর্কে আরও বেশি চিন্তা ও বিবেচনার প্রয়োজন। অর্থহীন প্রেম-ভালোবাসার পেছনে সময় নষ্ট করবেন না। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক লেনদেনের সময় সতর্ক থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্তগুলো চমৎকার প্রমাণিত হবে এবং সাফল্য বয়ে আনবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। তবে, প্রেমঘটিত বিষয়ে স্বচ্ছতা অপরিহার্য। আপনি মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে ক্লান্ত বোধ করবেন।

মীন রাশি : শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু ভালো খবর পেতে পারে। অংশীদারি ব্যবসার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে। পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন এবং ছোটখাটো বিষয় উপেক্ষা করুন। অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে।

শব্দবার্তা ৪০৭

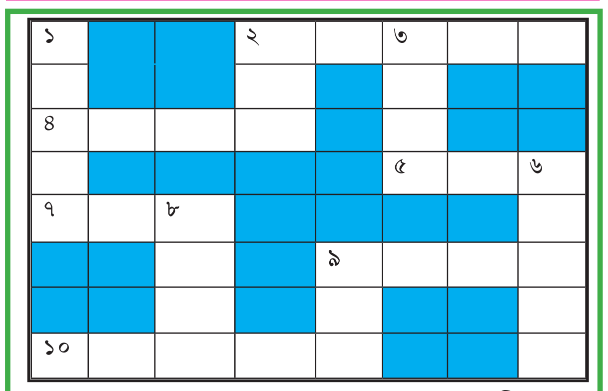

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২. সাধারণ মানুষজন ৪. জগৎ, পৃথিবী ৫. দৃষ্টি ৭. এর মার শেষ রাতে ৯. বোবা ও বোকা ১০. রক্তারক্তি, হত্যাকাণ্ড।

উপর-নীচ

১.তবুও ২. রোগ, অসুখ ৩. নারায়ণ ৬. জৌলুস, রঙের শোভা ৮. দলিল ৯. সাধারণের জন্য উষ্ণ জলের স্নানাগার।

সমাধান : ৪০৬

পাশাপাশি : ৩. ক্ষমা ৫. পরিবার ৭. তনিকা ৮. রসিকতা ১০. দাশরথ ১৩. রক্ষিত ১৪. জলপথ, ১৫. টপ্পা।

উপর-নীচ : ১. অপকার ২. ঘর ৪. মাতব্বর ৬. বাতিক ৯. সিন্ধুতট ১১. শকল ১২. থরথর ১৪. জমা।

ভগ্নপ্রায় অফিসেই চলছে ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাজ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত ক্যানিং শহরে অবস্থিত ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দান। ময়দানের পিছনেই রয়েছে ক্যানিং ১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অফিস। যেখানে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষজন জীবন উপেক্ষা করে হাজীর হচ্ছেন জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের সেখানেও চাঙড় খসে পড়ে। অফিসটা পুরোপুরি ভগ্নপ্রায় দশা। দীর্ঘ প্রায় দুদশকের বেশি সময় সংস্কার হয়নি। যে কোনো সময়ে ঘটে যেতে পারে বড় ধরণের দুর্ঘটনা। অফিসের যা অবস্থা তাতে করে সংস্কার করলে হবে না। বরং অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং পুরোপুরি সংস্কার জরুরী। নাহলে

জন্য। অফিসের সর্বত্র দেওয়াল থেকে চাঙড় খসে পড়ছে। অফিসের দোতলায় ওঠাও ঝুঁকিপূর্ণ। সিড়ির অবস্থাও জরাজীর্ণ সংকীর্ণ।

বেহাল দুর্দশা প্রসঙ্গে স্থানীয় মৌরী অনুপ বিশাল জানিয়েছেন, 'আমরা যেখানে বসে কাজ করি, যে কোন সময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে।'

অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণ অফিসের এমন ভয়াবহ অবস্থায় প্রতি দিনই কাজ করে চলেছেন আধিকারিকরা। তবে ঘটনা প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য না করে নিরবে থেকেছেন তারা।

সাগরে নতুন চাইল্ড স্পেশালিস্ট ইউনিট

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ও নদীবেষ্টিত দ্বীপ অঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক ঐতিহাসিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হল। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং যাতায়াতের নানা প্রতিকূলতাকে পেছনে ফেলে অবশেষে সাগরদ্বীপবাসীর দীর্ঘদিনের সেই প্রতীক্ষিত ও তীব্র দাবি বাস্তবায়িত হল। স্থানীয় সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সংক্রান্ত দুর্ভোগের স্থায়ী অবসান ঘটিয়ে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হল একটি বিশেষ চাইল্ড স্পেশালিস্ট ইউনিট বা শিশু চিকিৎসা বিভাগ।

দেশের অন্যতম বৃহত্তম ও জনবহুল দ্বীপ হল সাগরদ্বীপ। চারপাশ নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত দুর্গম। অতীতে সাগরদ্বীপের সাধারণ মানুষকে যেকোনো জটিল চিকিৎসার জন্য, বিশেষ করে শিশুদের জরুরি প্রয়োজনে নদী পার হয়ে মূল ভূখণ্ডের কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার কিংবা কলকাতা পর্যন্ত ছুটতে হত। বিশেষ করে নদী পার হয়ে রোগী নিয়ে যাওয়া দ্বীপবাসীদের জন্য এক বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার সমান ছিল। নদীপথের এই যাতায়াতের সমস্যায় শিশুদের নিয়ে বাইরে যাওয়া এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পৌঁছানো খুব সমস্যায় পড়তে হত দ্বীপবাসীকে। বর্ষার সময়ে উত্তাল নদী পারাপারের ঝুঁকি কিংবা রাতের বেলা আকস্মিক কোনো শারীরিক সংকটে দ্বীপবাসীকে চরম অনিশ্চয়তা ও হেনস্তার শিকার হতে হত। বহু ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পৌঁছাতে না পেরে শিশুদের জীবন বিপন্ন হওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছিল।

দ্বীপবাসীর এই দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা, বুকফাটা কান্না এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অসহনীয় সংকটের কথা গভীরভাবে অনুধাবন করে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অবশেষে এই বিশেষ ইউনিট চালু করা সম্ভব হল। নির্বাচনী জনসভায় সাধারণ মানুষকে দেওয়া কথা রক্ষা করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আপাতত সপ্তাহের ৪ দিন—সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার—এই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে শিশুদের বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। এর ফলে এলাকার প্রতিটি শিশু ঘরের কাছেই নামী চিকিৎসকদের পরামর্শ ও চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ পাবে এবং আর আগের মতো দূরদুরান্তে বা বাইরে ছোটার বিড়ম্বনা পোহাতে হবে না।

উদ্বোধনের পর সাগর গ্রামীণ হাসপাতালের ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ ডা. তন্ময় ঘোষ অত্যন্ত আশাবাদী সুরে জানান, সাগরদ্বীপবাসীর দীর্ঘদিনের এই স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত দাবি আজ সফলভাবে পূরণ হল। আমরা এখানেই থেমে থাকছি না, ভবিষ্যতে আরও একজন শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে এই হাসপাতালে যুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য হল মোট ২ জন ডাক্তারের মাধ্যমে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জীবনদায়ী পরিষেবা সাগরদ্বীপের প্রতিটি মানুষের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দেওয়া। বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল ও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এই যৌথ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপে আনন্দিত সাগরদ্বীপের সর্বস্তরের মানুষ। এলাকাবাসীদের মতে, ঘরের কাছেই এমন একটি উন্নত শিশু চিকিৎসালয় চালু হওয়ায় তাদের দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা, হয়রানি ও অর্থনৈতিক চাপ অনেকটাই কমল। সর্দি–কাশি, জ্বর কিংবা শিশুদের যেকোনো জরুরি শারীরিক সমস্যার জন্য আর নদী পার হয়ে বাইরে যাওয়ার দুশ্চিন্তা করতে হবে না। এই প্রকল্প আগামী দিনে সাগরদ্বীপবাসীর জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করবে এবং দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ইতিহাসকে এক নতুন আশার আলোয় পূর্ণ করবে।

আমতলায় পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমতলা চৌরাস্তায় ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করলো আমতলা নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি। অবরোধকারীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই পাশে আমতলায় ফুটপাত দখল করে অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছেন একদল ব্যবসায়ীরা। এর ফলে মানুষরা ফুটপাত ধরে হাঁটাচলা করতে পারছে না। এছাড়াও প্রতিদিন আমতলা চৌরাস্তায় যানজটে নাজেহাল হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। চৌরাস্তা থেকে সোজা চলে গেছে বারুইপুর রোড। সেই রোডের দু'দিকেই অবৈধভাবে ফুটপাত দখল হয়ে গেছে। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় একটু বৃষ্টিতেই বারুইপুর রোডে জল জমে যাচ্ছে। নিবারণ দত্ত রোডেও একই অবস্থা। যত্রতত্র অটো ও টোটো স্ট্যান্ড গজিয়ে উঠেছে। অবরোধকারীদের দাবি অবিলম্বে আমতলা থেকে অবৈধ ফুটপাত দখলকারীদের সরিয়ে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আমতলাকে যানজট মুক্ত করতে হবে অবিলম্বে। অটো ও টোটোর জন্য নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড করতে হবে। অবরোধ প্রায় এক ঘন্টা চলে। তারপর বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ প্রশাসন এলে আলোচনার পর অবরোধ ওঠে। এই অবরোধের নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি) এবং সুফল ঘাঁটু।

বেমানান : দক্ষিণ ২৪ পরগনার তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির পর্যটন কেন্দ্র হেনরিস্ আইল্যান্ডের সমুদ্র সৈকতে দীর্ঘ দিন ধরে ভেঙে পড়ে থাকা 'ওয়াচ টাওয়ার'–এর ধ্বংসাবশেষ কংক্রিট বর্জ্য রূপে নষ্ট করছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

ছবি : প্রীতম দাস

ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে গড়ে উঠছে কংক্রিটের নির্মাণ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন : বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য তথা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাসস্থান সুন্দরবন। যেখানে প্রতিনিয়ত জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের সাথে লড়াই করে বসবাস করেন সুন্দরবনের মানুষজন। সেই সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের কোস্টাল থানার সাতজেলিয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দয়াপুর ফেরিঘাট। পাশেই বয়ে চলেছেন সুন্দরবনের গোমর নদী। নদীর এক তীরে দয়াপুর আর অপর তীরে পাখিরালয়। প্রতিদিনই এই ফেরিঘাট থেকে হাজার হাজার নিত্যযাত্রীরা এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াত করেন। সুন্দরবনের নদীর দুই তীরে রয়েছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। যে ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অন্যতম রক্ষা কর্তা এবং সুন্দরবনের ৩৫০০ কিমি নদীবাঁধেরও রক্ষা কর্তা। এছাড়াও যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় রুখে সুন্দরবনকে বাঁচাতে সাহায্য করে এই ম্যানগ্রোভ। শুধুমাত্র সুন্দরবন নয় প্রায় ৫৫ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষাকর্তা সুন্দরবনের এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য। অভিযোগ সেই সুন্দরবনে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে ফেরিঘাট সংলগ্ন নদীবক্ষ এলাকায় গড়ে উঠছে কংক্রিটের নির্মাণ! সুন্দরবনকে বাঁচাতে যেখানে তৎপর সরকার, সেখানেই দিনের আলোতে চলছে ম্যানগ্রোভ নিধন করে কংক্রিটের নির্মাণ! অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় স্থানীয় প্রশাসন উদাস!

স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত সরদার জানিয়েছেন, 'আমি আন্দামানে রাজমিস্ত্রীর কাজ করি। ২৫ বছর আগে দয়াপুর খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকার নদী গহ্বরে আমার ঘর ছিল। সেটাই সংস্কার করছি। কংক্রিট নির্মাণের জন্য কারোর অনুমতি প্রয়োজন নেই এবং ম্যানগ্রোভ কাটা হয়নি।'

যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ নদী গহ্বরে কংক্রিটের নির্মাণ একেবারেই বেআইনি। এমনটাই চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে সুন্দরবনের উপর প্রভাব পড়বে নষ্ট হবে প্রাকৃতিক সম্পদ।

ছাউনিবিহীন ফুট ওভারব্রীজ সমস্যায় যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুবরাজপুরঃ : শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ছাউনিবিহীন ফুট ওভারব্রীজ ভরসা। এইকথাটাই যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে আসানসোল ডিভিশনের দুবরাজপুর স্টেশনের ক্ষেত্রে। অন্ডাল–সাঁইথিয়া রেলপথের অন্তর্গত দুবরাজপুর স্টেশন। অন্ডাল–সাইথিয়া মেমু প্যাসেঞ্জার, অন্ডাল–রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার

ছাড়াও দেওঘর–হাওড়া ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস, সিউড়ি–শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস এবং রাঁচি–ভাগলপুর বনাঞ্চল এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দুবরাজপুর স্টেশনে আছে। প্রতিদিন কয়েক হাজার যাত্রী যাতায়াত করে দুবরাজপুর স্টেশনের মাধ্যমে।

দুবরাজপুর পৌরসভা এলাকার বাসিন্দা ছাড়াও দুবরাজপুর ব্লকের লোবা, হেতমপুর, গোহালিয়াড়া, যশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তগর্ত গ্রামগুলো সহ বহু এলাকার বাসিন্দারাও এই স্টেশনের উপর নির্ভরশীল। দুবরাজপুর স্টেশনে নেমে বহু ভক্ত বক্রেশ্বর মন্দিরে যান। দুবরাজপুর স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ২ ও ৩ নং প্ল্যাটফর্ম এমনকি বাইরে যাওয়ার জন্য ভরসা একটিমাত্র ফুট ওভারব্রীজ। কিন্তু সেই ফুট ওভারব্রীজের মাথায় কোনো ছাউনি নেই। ফলে গরমে তীব্র রোদ, বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যেতে হয় ফুট ওভারব্রীজ দিয়ে। প্রচন্ড সমস্যায় পড়ে যাত্রীরা।

বিকল্প পথের ভাবনা প্রশাসনের

অভীক মিত্র, লোকপুর : দীর্ঘদিনের পুরনো ও দুর্বল সেতুতে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওই সেতুর উপর দিয়ে ভারী যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে প্রশাসন। ফলে খয়রাশোল থেকে রাজনগর যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা ও পণ্যবাহী গাড়ির চালকেরা। প্রশাসন সূত্রে খবর, আপাতত ভারী যানবাহন আটকাতে সেতুর দু'পাশে লোহার বিম দিয়ে উচ্চতা–নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিকল্প পথে যেতে হলে অনেকটাই ঘুরপথে যেতে হবে ফলে সময় ও খরচ দুটোই বাড়বে।

অন্যদিকে, বাসের পরিবর্তে ছোট গাড়ি ও মোটরবাইক সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করতে পারবে। যান চলাচলের ক্ষেত্রে যাত্রীবাহী গাড়ি ও ভারী পণ্যবাহী গাড়ির জন্য পৃথক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। পূর্ত (সড়ক) বিভাগের আধিকারিক মণিরুল মল্লিক জানান, 'সেতুটির বর্তমান অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। মেরামতির কাজ চলছে। মেরামতির পর বিশেষজ্ঞরা সেতুটি পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সেতুর উপর দিয়ে কী ধরনের যান চলাচল করতে পারবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যে ওই এলাকায় বিকল্প সেতু তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। ফলে আপাতত নিরাপত্তার স্বার্থে ভারী যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি রাখাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। খরচা সামান্য বাড়লেও কয়েক কিলোমিটার ঘুরে বাস চলাচল করতে হবে।

পুজো আসছে, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্যে সরকার বদলের পর প্রায় সমস্ত পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধানরা হয় পদত্যাগ করেছেন, নয়তো দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এমনকি পুর কাউন্সিলার ও পঞ্চায়েত সদস্যদের ক্ষেত্রেও একই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৪,৫০০ ছাড়িয়েছে। আক্রান্তের নিরিখে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেই সংক্রমণের দাপট বেশি। তালিকায় প্রথমে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা ও তৃতীয় স্থানে আছে উত্তর ২৪ পরগনা। সংক্রমণ

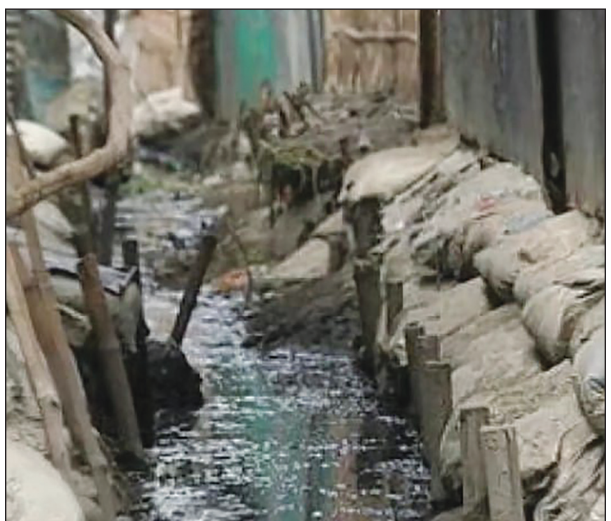

হাল। ফলে সর্বত্রই প্রশাসক বসিয়ে আপৎকালীন পরিষেবা চালানো হচ্ছে। বিগত তৃণমূল সরকারের আমল থেকেই রাস্তাঘাট সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন নজরদারির অভাব ছিল, তেমনই নিকাশি ব্যবস্থাও ছিল অবহেলিত। ফলে এবারের ভারী ও অতিভারী বর্ষণে যত্রতত্র জল জমে থাকায় রাজ্যজুড়ে বেড়েছে ডেঙ্গুর উপদ্রব। যা ক্রমশঃ ভয়াবহ আকার নিয়েছে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। এই প্রতিবেদন লেখার আগে পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, রাজ্যে ভিত্তিতে তালিকাটি হল মুর্শিদাবাদ–৮৭০, কলকাতা–৪০২, উত্তর ২৪ পরগনা–৩৪৬, মালদহ–৩৩১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা–৩২৪, নদিয়া–৩১৬, হুগলি–২৯৩, হাওড়া –২৭৬, পূর্ব বর্ধমান–২৩৩ এবং পশ্চিম বর্ধমান–১৪০ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে 'অজানা জ্বর' উল্লেখ না করে ডেঙ্গু থাকলে, তথ্য গোপন না করে রোগের সরাসরি নাম লেখারই নিদান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন জানান, ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ্রামস্তরেও সচেতনতা প্রচার চলছে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও তদন্ত করা হচ্ছে।

হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে যত্রতত্র বেআইনী ও অপরিকল্পিত নির্মাণের ফলে সমস্ত নিকাশি ব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়েছে। ড্রেনের মুখগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খাল, বিল ইত্যাদি ভরাট হয়ে গিয়েছে। ২০১৮ সালে উত্তর ২৪ পরগণায় বিশেষ করে হাবড়ায় ডেঙ্গু ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বহু মানুষ তখন প্রাণ হারিয়েছেন। বিগত তৃণমূল সরকারের চরম গাফিলতিই এর প্রধান কারণ।'

হাবড়ার হাসপাতালের সুপার বিবেকানন্দ বিশ্বাস বলেন, 'আমাদের এই হাবড়া, অশোকনগর চত্বরটা ডেঙ্গু প্রবণ এলাকা। তৎপরতার কারণে আমরা সেই প্রবণতা অনেকটা কমাতে পেরেছি। তবে সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ আবেদন, আপনারা সচেতনতা অবলম্বন করুন। গুগল সার্চ করে নিজেরা ডেঙ্গু হওয়া বা না হওয়া চিহ্নিতকরণ না করে সরাসরি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। তার কারণ ডেঙ্গুর পূর্ব পরিচিত লক্ষণগুলি এখন অনেক কমে গিয়েছে।'

উত্তর ২৪ পরগণার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা (সি এম ও এইচ)ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত বলেন, জেলার ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখন অনেক নিয়ন্ত্রণে। এক কথায়, পরিস্থিতি অনেক ভাল বলা যায়। চিন্তার কারণ নেই।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সুন্দরবনে চিনির চোরাকারবার চলছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সুন্দরবন অঞ্চলের ডিলাররা যাঁরা বসিরহাট ফুড কন্ট্রোলারের কাছে মাল নিয়ে থাকেন তাঁদের সকলকে মাসের মধ্যে এক সপ্তাহ চিনি সরবরাহ করা হয় না। ফুড কন্ট্রোলার জানালেন, সুন্দরবন অঞ্চলের লোকেরা বেশী চিনি খায় না। সেজন্য তাদের মাসে এক সপ্তাহ চিনি দেওয়া বন্ধ রাখা অভিযোগে প্রকাশ বসিরহাট হয়। ফুড কন্ট্রোলারের এক সপ্তাহ চিনি সরবরাহ বন্ধ রাখার সুযোগে সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্ণীতিপরায়ন ডিলারগন নানা অজুহাত দেখিয়ে মাসের মধ্যে আরও এক সপ্তাহ চিনি দেওয়া বন্ধ রাখেন। প্রকৃত পক্ষে প্রতি মাসে জনসাধারণ মাত্র দুসপ্তাহ চিনি রেশন দোকান থেকে পান। আরও জানা গেল চিনির কালোবাজারী প্রকাশ্যে চলছে। অভিযোগে প্রকাশ, সন্দেশখালি থানার ডিলার কানাই পাল হারাণ মণ্ডল প্রভৃতির দোকানে বহু ভূয়া রেশনকার্ড আছে। তদন্ত করলে অনেক মৃত ব্যক্তিরও কার্ড পাওয়া যাবে বলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জানালেন। তাঁদের বক্তব্যে আরও জানাগেল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেও কোন ফল হয়নি।

১০ম বর্ষ, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, শনিবার, ৪০ সংখ্যা

'প্লাস্টিক ট্রাক' অ্যাপ

সুমন আদক, হাওড়া : প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর ও দায়িত্বশীল করে তুলতে হাওড়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু করল 'প্লাস্টিক ট্রাক' অ্যাপ। ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়। প্লাস্টিক বর্জ্যকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে তা সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং নাগরিকদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে। 'ট্রাক, কালেক্ট, রি–সাইকেল, রিওয়ার্ড'—এই ভাবনাকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে 'প্লাস্টিক ট্রাক' অ্যাপ।

আয়োজকদের দাবি, প্লাস্টিক ব্যবহারের পর তা যাতে যত্রতত্র ফেলে না দেওয়া হয় এবং পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায়, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ। 'ডিজিটাল ইকোসিস্টেম (ইন্ডিয়া)'–এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, বিজেপির হাওড়া জেলা সদরের সহ–সভাপতি অজয় মান্না, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অল ইন্ডিয়া কো–কনভেনর ধনপত রাম

আগরওয়াল এবং 'গঙ্গা সংগ্রাম'–এর পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি ব্রিজ উপাধ্যায়–সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

আয়োজকদের বক্তব্য, প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে শুধুমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণও। সেই লক্ষ্যেই প্রযুক্তিনির্ভর এই প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি, নাগরিকদের অংশগ্রহণ যত বাড়বে, ততই প্লাস্টিক বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে পরিবেশ দূষণ কমিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ও টেকসই পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

ঝুলন্ত তার সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : পুজোর আগে হাওড়া শহরকে ঝুলন্ত ও অচল তারের জট থেকে মুক্ত করতে অভিযান শুরু করলো হাওড়া পুরসভা। বৃহস্পতিবার জিটি রোডের মল্লিক ফটক সংলগ্ন এলাকা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পুরনো টেলিফোন, কেবল ও ইন্টারনেটের অচল তার চিহ্নিত করে কেটে সরিয়ে দেওয়া হয়। সচল তারগুলিকে চিহ্নিত করে সুশৃঙ্খলভাবে রাখার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, সিইএসসি, ডব্লিউবিএসইডিসিএল, বিএসএনএল–সহ বিভিন্ন পরিষেবা সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে ধাপে ধাপে গোটা শহরেই এই অভিযান চলবে। লক্ষ্য, পুজোর আগেই 'তারবিহীন ও পরিচ্ছন্ন হাওড়া' শহর গড়ে তোলা।

বিধায়কের উদ্যোগে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেনারেটর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটি জেনারেটর বসানো হল। ৯ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সেই জেনারেটরের উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা সচল রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করছে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে রোগী ও তাদের পরিজনেরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঁচড়া গীতাভবনের স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ, দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা, খয়রাসোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ডঃ সৌমেন্দু গাঙ্গুলি, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সৈয়দ সঞ্জয় হোসেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, এতদিন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে চরম সমস্যায় পড়তে হত হাসপাতালের রোগী, তাদের পরিজন, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের। বিশেষ করে বর্ষাকালে ঝড়–বৃষ্টির সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি অন্ধকারে থাকতে হত সকলকে। গ্রীষ্মকালে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকলে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠত। পাশাপাশি কোল্ড চেইনের আওতায় থাকা ভ্যাকসিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সমস্যার আশঙ্কা থাকতো। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর স্থানীয় বিধায়ক অনুপকুমার সাহা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। সেইসময় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন সমস্যা

নিয়ে আলোচনা হয়। অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টিও উঠে আসে। এরপর বিধায়কের উদ্যোগে স্থানীয় গঙ্গারামপুর–ভাদুলিয়া এলাকার কয়লা উত্তোলনকারী সংস্থা গোকুয়েস্ট সোলিউশন প্রাইভেট লিমিটেডের সিএসআর ফান্ড থেকে একটি জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়। জেনারেটর উদ্বোধনের পর স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত সকলেই।

তাঁদের আশা, এবার থেকে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলেও হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা চালু রাখা সম্ভব হবে এবং দীর্ঘদিনের সমস্যা অনেকটাই মিটবে। বিধায়ক অনুপকুমার সাহা বলেন, 'সরকার পরিবর্তন হয়েছে, এবার সমস্তক্ষেত্রে উন্নয়ন হবে। একটি সংস্থার সিএসআর ফান্ড থেকে জেনারেটরটি পাওয়া গেছে। এছাড়াও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য আরো কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যা সরকারি সহায়তায় বাস্তবায়িত হবে।' ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সৈয়দ সঞ্জয় হোসেন বলেন, 'আমি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দেওয়ার পর থেকেই জেনারেটরের সমস্যা দেখে আসছি। এই নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বারবার আবেদনও করেছি। বিদ্যুৎ চলে গেলে রোগী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত সকলকেই সমস্যার মুখোমুখি হতে হত। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের পক্ষ থেকে পুরস্কার বাবদ পাওয়া অর্থ দিয়ে একটি ইনভার্টার কিনে কাজে লাগানো হয়েছিল। জেনারেটর পাওয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনেকটাই স্বস্তি ফিরে এসেছে।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ১২ সেপ্টেম্বর – ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

শুধু বদলি নয়, প্রকাশ্যে আসুক সমস্ত শিক্ষা দুর্নীতি

নতুন সরকারের নতুন বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলি সংক্রান্ত বিল পাশ হয়ে গেছে। আগামী দিনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বদলির ব্যবস্থা থাকবে। যদিও হাজার হাজার বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি নীতি বহুদিন থেকেই চলে আসছে। নতুন সরকারের এই নতুন বিল নিয়ে ইতিমধ্যে পক্ষে–বিপক্ষে চর্চা শুরু হয়েছে। বিপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রিসার্চ গাইড বদলি হলে গবেষণায় অসুবিধা হবে গবেষক ছাত্রদের এবং দ্বিতীয় যুক্তি দেখানো হয়েছে চাকরির শর্তে বদলির কথা ছিল না।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়স সীমা অজ্ঞাত কারণে ৬৫ বছর। সরকারের অন্যান্য চাকরি এমনকী স্কুল শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬০ বছর। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ গাইডদের স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় অবসরের পরেও রিসার্চ গাইড হিসাবে থাকতে কোনো আইনগতভাবে অসুবিধা হয় না। বদলির ক্ষেত্রেও এমন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বিদ্যালয় চাকুরি সহ অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও বদলির শর্ত না থাকলেও বদলি প্রথা চালু হয়েছে। এমনকী ভোটের সময় যাবতীয় কাজের দায়িত্বসহ জনসংখ্যার হিসাব নিকাশের কাজেও তাঁরাই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। বদলির ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য দূর করতে এই বিল অবশ্যই সঠিক ভূমিকা নিচ্ছে। চাকরির ক্ষেত্রে সবার ৬০ বছর হলে রাজ্যে নতুন চাকুরি প্রার্থীরা অবশ্যই উপকৃত হবেন। কিন্তু এত বছর বাদে হঠাৎ এই বদলির প্রশ্ন কেন উঠল তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলিতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক দুর্নীতি হয়েছে সে তথ্য নানা সময়ে সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। সেক্ষেত্রে বহু শিক্ষক নেতা, রাজনৈতিক নেতা কিংবা প্রভাবশালীরা যোগ্যদের বঞ্চিত করেছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক দেখা গেছে সময়মত হাজিরা না দিয়ে বাড়িতেই 'পাঠশালা' বানিয়ে দিব্যি পড়াচ্ছেন। স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ নিয়ে তারা ছাত্র–ছাত্রীদের ওপর ব্যক্তিগত কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ ও প্রভাব খাটান বলে অতীতে নানা অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে নানা বিতর্ক দানা বেঁধেছে বিশেষ করে নাগা সন্ন্যাসীরা সেদিন বিদ্যালয়ের গেটে কেন উপস্থিত ছিলেন তা নিয়ে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই একদা বিকৃত পোষাক পরে 'পোষাক স্বাধীনতা' নিয়ে অসভ্যতা অনেকের স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল। বহু শিক্ষক সেদিন এই উৎশৃঙ্খলতাকে সমর্থনও করেছিল। কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নয়, ছাত্র–শিক্ষক এবং সামগ্রিক শিক্ষার স্বার্থেই অবসরের বয়স ও বদলি নিয়ে বাস্তব ভাবনা চিন্তা এবং পদক্ষেপ নেওয়া হোক। প্রয়োজনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে 'অ্যাকাডেমিক অডিট' করা হোক। পূর্ববর্তী সরকার এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু কথা রাখেনি। বিগত সরকারগুলির সমস্ত শিক্ষা দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসুক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

একান্ত আত্মায় নিমগ্ন হয়ে তিনি বোধ করলেন, এই ভেদশূন্য অবস্থায় কিই বা আর গ্রহণ ক'রবেন, কোথায়ই বা যাবেন, করারই বা কি আছে! সমস্ত জগৎ তো আকাশের মত সর্বব্যাপক আত্মায় পরিপূর্ণ। আবার ওই আকাশও দিক্ ও কালের চেয়েও মহান এবং তাও আত্মময়। যত বাহ্যিক ও সূক্ষ্ম শরীর, ঊর্ধ্ব–অধো–উত্তর–দক্ষিণ সমস্ত দিক্, সমস্ত দ্রব্য–পদার্থ, সমস্ত কিছুই আত্মা বৈ আর তো কিছু নয়। এই আমিও আত্মায় সংস্থিত। অনন্ত আকাশ জুড়ে আমি রয়েছি। যা চেতন, যত জড় বা অচেতন সব কিছুতেই আমি বর্তমান। আমিই আনন্দ, আমিই অমৃত, আমিই সৎ, এই আকাশও আমি। কচ এই উপলব্ধিতে উপস্থিত হয়ে ওঙ্কার উচ্চারণ করতে লাগলেন, পরে ওঙ্কারের অউম এই দৃশ্য–ত্রিমাত্রার লয় ক'রে অর্ধমাত্রার মননে তুরীয়ভাবে লীন হলেন। হে রাম! এই ভাবেই কচ সঙ্কল্পের বীজ নির্মূল ক'রে নির্মল আত্মায়, পরমানন্দে সংস্থিত হয়েছিলেন। বশিষ্ঠ বললেন, মূর্খ মানুষেরা আহার–নিদ্রা–মৈথুনে সন্তুষ্ট থাকে। পরমপদে আরূঢ় মহাজনেরা এই বাসনার সঙ্গ ক'রবেন কেন? ঐ দেহভোগে কি এমন আর সুখ আছে? কেশ–ত্বক–রক্ত–মাংস–পিত্ত কফ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ কামিনীর শরীরে যে ব্যাক্তি দেহমাধুর্য্য খোঁজে, সে কি মনুষ্য পদবাচ্য? তারা ইতর পশু স্বভাববিশিষ্ট। বিচারশূন্যতার জন্যই নিকৃষ্ট বিষয়গুলিকে রমনীয় বোধ হয়। বস্তুতঃ সে সমস্ত মোহেরই শয্যাবিলাস। আগুনের পাশে কাজল–কালিমার মত সুখের আশায় দুঃখের মলিনতা অবশ্যম্ভাবী জেনেও যে ব্যাক্তি সেই আগুনে দগ্ধ হতে মোহিত হয়, তাকে মানুষ বলা যায় কি? তত্ত্বদর্শী মহাজনেরা জানেন জগতের তাবৎ সুখ–উপকরণ ক্ষণভঙ্গুর, তাই তাঁরা সেগুলিকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন। অজ্ঞজনেরা মিথ্যা এই জগতকে সত্য ও চিরস্থায়ী মনে করে। সুতরাং তুমি ভোগ–বাসনা ত্যাগ করে আত্মার একত্ব ধারণা কর। বিরিঞ্চিরূপী মন আমাদের বাসনা–কর্ম অনুযায়ী এই জগৎ কল্পনা করেছে, রাম বললেন,– হে ব্রহ্মন্! মন বিরিঞ্চিপদ লাভ করে কিভাবে এই জগৎ ঘনীভূত করেন তা আপনি আবার বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, গর্ভশয়ন থেকে জেগে পদ্মযোনি প্রথমে ব্রহ্মা শব্দ উচ্চারণ করায় তাঁর নাম হয় ব্রহ্মা। **উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

ফেসবুক বার্তা

পথটা কোথায়? শিক্ষার ভিত থেকে আত্মবিশ্বাসের সংকট

দীপককুমার বড় পণ্ডা

কলেজে পৌঁছেও কেন শিক্ষার্থীরা হারিয়ে ফেলছে প্রশ্ন করার সাহস, আর শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার পথই বা কোথায়?

'আমি প্রিন্সিপাল হতে পারলাম না।'

শিক্ষক দিবসের বিকেলে কথাটা বললেন কলেজের অধ্যক্ষ। সামনে তখনও টেবিলে সাজানো শিক্ষক দিবসের উপহার। নিজের অফিসে বসে ল্যাপটপে কাজ করছিলেন তিনি। ছাত্র–শিক্ষকের অবাধ যাতায়াত তাঁর ঘরে। কথাবার্তার শুরুটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আচমকাই যেন কথার মোড় ঘুরে গেল।

পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ দেবোত্তম রাহা বলছিলেন ছাত্রছাত্রীদের কথা। কলেজে পড়ছে প্রায় ১১০০ ছাত্র–ছাত্রী। তাদের জন্য শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা নয়, জীবিকার সঙ্গে যুক্ত নানা প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছেন তিনি—ড্রাইভিং, মোটরসাইকেল সারানো, প্লাম্বিংসহ নানা ধরনের কাজের প্রশিক্ষণ।

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়।

'ছাত্রছাত্রীরা আসছে না।'

কেন?

অধ্যক্ষের আশঙ্কা, কলেজে এমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাটাই হয়তো অনেকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। 'কারও মনে হতে পারে, প্রথাগত শিক্ষার বদলে এটা কেন করা হবে! প্রথাগত শিক্ষাটা কি যথেষ্ট নয়!' তবু তিনি চেষ্টা করছেন। কারণ তাঁর যুক্তি পরিষ্কার ছেলে–মেয়েরা কাজ শিখবে, নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে। কলেজে আসার একটা আগ্রহ তৈরি হবে। কিন্তু সাড়া মিলছে না তেমন। তারপরই সেই আক্ষেপ—

'আমি প্রিন্সিপাল হতে পারলাম না।'

কারণ? ছাত্রছাত্রীরা দরখাস্তে 'Principal' লিখতে গিয়ে বারবার বানান ভুল করছে। অধ্যক্ষের প্রশ্নটা তাই শুধু বানান নিয়ে নয়। 'দ্বিতীয় বানানটা তো সবাই শিখেই কলেজে পড়তে আসে। সেটা কেন ভুল লিখবে?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে পৌঁছে যেতে হয় আরও গভীরে—শিক্ষার ভিতের কাছে।

কলেজে ভর্তি হওয়া মানেই কি শিক্ষিত হওয়া?

সেদিনই, কয়েক ঘণ্টা আগে, পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের রাজনোয়াগড়ে পশ্চিমবঙ্গ খেড়িয়া শবর কল্যাণ সমিতির আদিবাসী হোস্টেলে বসে শিক্ষিকা শিল্পা মণ্ডলও বলছিলেন, একই রকম এক সংকটের কথা। এখানে সমিতির উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় ৫০ জন শবর ছাত্রী থাকে এবং পড়াশোনা করে।

তাঁর অভিজ্ঞতা আরও নির্মম। 'বড় হয়ে গিয়ে যে কলেজে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, সে সবার সামনে সহজ অনেক কিছু জানে না দেখে লজ্জা পাচ্ছে। তখন হয় কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে, নতুবা তার আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকছে।' অর্থাৎ শিক্ষার্থী কলেজে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে পৌঁছচ্ছে না শিক্ষার প্রয়োজনীয় ভিত।

শিল্পা মণ্ডলের কথায় আরও একটি বিষয় সামনে আসে— 'বেসিক এডুকেশনের মূল কথা যে প্রশ্ন করা, সেটাও শিখছে না।' প্রশ্ন করা–শিক্ষার সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ। অথচ সেই কাজটিই করতে ভয় পাচ্ছে অনেকে। হয়তো শিক্ষকেরাও প্রশ্ন শুনতে চান না অনেকে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মালা শবর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'তুমি প্রশ্ন করো না কেন?'

তার উত্তরটিই হয়তো সমস্যার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা— 'অন্যকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই। তাই কথা বলতে ভয় পাই। বা প্রশ্নও করি না।' এই ভয়টা কোথা থেকে আসে?

শুধু শ্রেণিকক্ষ থেকে নয়। সমাজ, পরিবার, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিক্ষার পরিবেশ—সব মিলিয়েই তৈরি হয় আত্মবিশ্বাসের কাঠামো। সেই কাঠামো দুর্বল হলে বই মুখস্থ করেও শিক্ষার্থী প্রশ্ন করতে শেখে না। যেখানে ফুটবল থামিয়ে নাটক শেখে ছাত্র তবে ছবিটা শুধু হতাশার নয়।

পুরুলিয়ার মানবাজার–১ ব্লকের ধাতকিগড়া বর্তিকা শিক্ষণ কেন্দ্রে অন্য এক দৃশ্য দেখা যায়। স্পেড সংস্থা সেখানে শুরু করেছে নাটকের কর্মশালা। ছেলে–মেয়েরা শিখছে নাচ, গান, সংলাপ বলা শিখছে। শরীরী ভাষা, কণ্ঠস্বর, মঞ্চে দাঁড়ানো—সব মিলিয়ে নিজেদের প্রকাশ করার একটা নতুন জায়গা তৈরি হচ্ছে। আর সেই জায়গাতেই বদলের ইঙ্গিত। যারা নিয়মিত ক্লাসে আসত না, তারাও নিয়ম করে আসছে।

এখানকার নাটকের শিক্ষক কৌশিক মণ্ডলের কাছে ওয়ার্কশপের দ্বিতীয় দিন (৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬) কয়েকজন ছাত্র এসে বলেছিল, 'আমরা তো ক্লাসে আসি না, এখানে ফুটবল খেলতে আসি। তবে, আজকে ফুটবল খেলতে যাব না। নাটক শিখব।'

কথাটা শুনতে যতটা সাধারণ, তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা শিক্ষার সূত্রটি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীকে শুধু শিক্ষার কাছে ডাকলেই হবে না, শিক্ষার জায়গাটাকেও তার কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। যে জায়গায় সে নিজের কথা বলতে পারবে, ভুল করতে পারবে, হাসতে পারবে, খেলতে পারবে, আবার শিখতেও পারবে—সেই জায়গাই হয়তো তার কাছে শিক্ষার জায়গা হয়ে উঠবে।

এই ভাবনা থেকেই পুরুলিয়া জেলায় চারটি বর্তিকা শিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে স্পেড। উদ্দেশ্য গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। সমস্যাটা শুধু স্কুল–কলেজের নয়। শিক্ষার সংকটকে শুধু শিক্ষক বা ছাত্রের সমস্যা হিসেবে দেখলে ভুল হবে।

এখনও এমন বাবা রয়েছেন, যিনি জানেন না তাঁর সন্তান কোন শ্রেণিতে পড়ে। বেশিরভাগ পরিবার পড়াশোনার অর্থ বোঝেন না। গ্রামে যাঁদের সামান্য কিছু ইচ্ছে এবং ক্ষমতা আছে তাঁরা ছেলে–মেয়েকে শিক্ষার জন্য দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেন। ঘরে থাকা ছেলে–মেয়ের খবর নেন না সে নিয়মিত স্কুলে যায় কিনা।

তাহলে দায়টা কার? ছাত্রের? শিক্ষকের? অভিভাবকের? নাকি সমাজের?

আসলে চারটি আলাদা বৃত্ত নয়—এরা একই বৃত্তের অংশ।

ছাত্র–শিক্ষক–অভিভাবক–সমাজ। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চারটি অংশকে একসঙ্গে না আনলে বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ দিয়ে স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব নয়। শুধু স্কুলে শিক্ষক ভালো পড়ালেন, কিন্তু বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ নেই—তাতে সমস্যা থেকে যায়। শুধু কলেজে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ চালু হল, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা সেখানে এল না—তাতেও সমস্যা থেকে যায়। শুধু সরকারি প্রকল্প হল, কিন্তু তার সঙ্গে স্থানীয় সংগঠন, শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজ যুক্ত হল না—তাতেও পথ সম্পূর্ণ হয় না।

নতুন করে ভাবতে হবে শিক্ষাকে। তাই প্রশ্নটা এখন শুধু 'কী পড়ানো হচ্ছে' নয়। প্রশ্ন হল—কেন পড়ানো হচ্ছে?

শিক্ষা কি শুধু পরীক্ষায় পাশ করার জন্য? নাকি শিক্ষা এমন একটা ক্ষমতা, যা একজন মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখাবে, নিজের কথা বলতে শেখাবে, ভুল থেকে শিখতে শেখাবে এবং প্রয়োজনে নিজের জীবিকার পথ নিজেকেই তৈরি করতে সাহায্য করবে?

পাঠক্রম নিয়েও তাই ভাবতে হবে। বইয়ের শিক্ষা এবং জীবনের শিক্ষার মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তা কমাতে হবে। স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোলকে গুরুত্ব দিতে হবে। চেনা থেকে অচেনায় যেতে হবে।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ একসঙ্গে কাজ করলে শিক্ষার এই প্রায়োগিক দিকটি আরও শক্তিশালী হতে পারে। ড্রাইভিং থেকে প্লাম্বিং, নাটকের মঞ্চ থেকে শ্রেণিকক্ষ—প্রতিটি জায়গাই হয়ে উঠতে পারে শেখার জায়গা। কারণ শিক্ষা কেবল একটি বিষয় নয়। শিক্ষা একটি অভ্যাস। একটি আত্মবিশ্বাস। একটি জীবনদক্ষতা। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা সেই একই।

শিক্ষক দিবসের বিকেল তখন গড়িয়ে যাচ্ছে। অধ্যক্ষ দেবোত্তম রাহার মুখের বিমর্ষতা কিছুটা কেটেছে। সমস্যা তিনি দেখেছেন। সমাধানের পথ এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু পথ খোঁজার ইচ্ছেটা আছে। স্পেডও পথ খুঁজছে। শিল্পা মণ্ডল জানেন, ভয় কাটাতে হবে। শবর সমিতি সেই চেষ্টাই করছে।

মালা শবর জানে, প্রশ্ন করতে গেলে আগে ভয়কে জয় করতে হবে। ধাদকিগড়ার ছেলেরা বুঝিয়ে দিয়েছে, ফুটবল থেকে নাটকে যাওয়ার পথও শিক্ষার পথ হতে পারে।

আর অধ্যক্ষের প্রশ্নটি থেকে যায়—

–'হবে বলুন?'

–হ্যাঁ, হতেই হবে।

কারণ হাজার হাজার ছেলে–মেয়ে কলেজে পৌঁছচ্ছে—কিন্তু তাদের সঙ্গে যেন শিক্ষার ভিতটাও পৌঁছয়। তারা যেন প্রশ্ন করতে ভয় না পায়। তারা যেন নিজের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার দক্ষতা অর্জন করে। পথটা হয়তো একটাই নয়। আরও অনেক পথ আছে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে আছে। তার প্রকাশ চাই। কেউ পথ খুঁজবে শ্রেণিকক্ষে, কেউ মঞ্চে, কেউ কারিগরি প্রশিক্ষণে, কেউ অভিভাবকের পাশে বসে। কিন্তু পথ খুঁজতে হবে একসঙ্গেই। শেষ পর্যন্ত শিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি হয়তো এটাই— পথটা কোথায়?

আর তার উত্তরও হয়তো আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে।

টিকাকরণের ঘাটতি বাংলাদেশে হাম আক্রান্তের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : একসময় হাম নির্মূলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু টিকাকরণ কর্মসূচিতে দীর্ঘদিনের ঘাটতি ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যাঘাতের জেরে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ হাম–প্রাদুর্ভাবের মুখে পড়েছে দেশটি। মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত হাম সন্দেহে ও নিশ্চিত সংক্রমণ মিলিয়ে ১ লক্ষ ৬৬ হাজারেরও বেশি আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে। একই সময়ে হাম–সম্পর্কিত মৃত্যু হয়েছে ৯৯৯ জনের, যার মধ্যে ১০০টি মৃত্যু পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচি ব্যাহত হওয়াই এই পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান কারণ। ওই সময় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ টিকাকরণ কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া বা বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় টিকা সংগ্রহের নীতিতেও পরিবর্তন আসে। ফলে বহু শিশু হাম প্রতিরোধী টিকা থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে ৯ মাসের কম বয়সি শিশুরা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী মার্চে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর ১ লক্ষ ৬৬ হাজারের বেশি সন্দেহভাজন হাম আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে ১৯,৮৩৫টি সংক্রমণ পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়েছে। ১ লক্ষ ৪৬ হাজারের বেশি সন্দেহভাজন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্তদের প্রায় ৮০ শতাংশই ছিল ৫ বছরের কম বয়সি শিশু।

বিশেষজ্ঞদের অভিযোগ, টিকাকরণ কর্মসূচির দুর্বল নজরদারি, পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের অভাব এবং টিকা সংগ্রহের ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কারণে এই 'ইমিউনিটি গ্যাপ' তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সারদার মো. সাখাওয়াত হুসেন সংসদে জানান, টিকা সংগ্রহের ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে টিকার ঘাটতি তৈরি হয়েছিল। ২০২৪ সালে একটি টিকাকরণ কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া হয় এবং পরের বছর দেশজুড়ে হাম–রুবেলা টিকাকরণ কর্মসূচি বাতিল করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ–সহ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাগুলিও বাংলাদেশের নিয়মিত টিকাকরণ কর্মসূচিতে বিঘ্নের বিষয়টি তুলে ধরেছে। অথচ গত এক দশকের অধিকাংশ সময়ে বাংলাদেশে হাম প্রতিরোধী টিকাকরণের হার ৯৫ শতাংশ বা তার বেশি ছিল—যে হারকে হাম নির্মূলের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে জরুরি হাম–রুবেলা টিকাকরণ অভিযান শুরু করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ শিশুকে এই কর্মসূচির আওতায়

আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। পরে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ১ কোটি ৯৭ লক্ষেরও বেশি শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু জরুরি কর্মসূচি যথেষ্ট নয়, নিয়মিত টিকাকরণ ব্যবস্থা পুনরায় শক্তিশালী করা এবং বাদ পড়া শিশুদের জন্য 'ক্যাচ–আপ' টিকাকরণ জরুরি।

হামের পাশাপাশি ডেঙ্গুর প্রকোপও বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করেছে। চলতি বছরে ইতিমধ্যেই ৪৫ হাজারেরও বেশি মানুষ ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ফলে একই সময়ে দুই সংক্রামক রোগের মোকাবিলা করতে গিয়ে হাসপাতালগুলিতে শয্যা ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট দেখা দিয়েছে। ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নির্ধারিত ১,৩৫০ জনের পরিবর্তে ২,৩৫০–এর বেশি রোগী চিকিৎসাধীন বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। হাম রোগীদের জন্য নির্ধারিত ৬০টি শয্যাও পর্যাপ্ত হচ্ছে না; অনেক রোগীকে মেঝেতে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে। শিশুদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেডিয়াট্রিক স্যালাইনের ঘাটতিও পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হাম অত্যন্ত সংক্রামক হলেও টিকার মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাই বর্তমান সংকট মোকাবিলায় টিকাকরণের ঘাটতি পূরণ, নিয়মিত টিকা কর্মসূচি পুনরুদ্ধার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোই বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে জরুরি কাজ।

পুস্তক সমালোচনা

গল্পের সংকলন

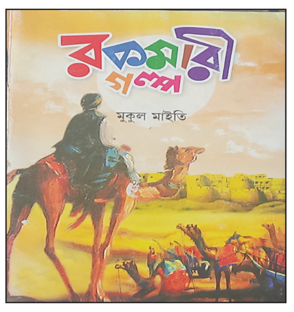

কিশোরদের জন্য লেখা মুকুল মাইতির ২০টি গল্পের সংকলন গ্রন্থ রকমারী গল্প। গ্রন্থের ভূমিকা পরিবেশিত হয়েছে আমার কিছু কথা শিরোনামে। এখানে লেখক বলেছেন, কিশোরদের জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলি নিয়ে গল্প সংকলনগুলি প্রকাশ করি।

গ্রন্থের প্রথম গল্প সহপাঠী পেড্রো। অ্যাডভেঞ্চারের ভূত চেপে থাকা পেড্রো চরিত্রটি গল্প কথকের সহপাঠী রূপে দেখা দিয়েছে। শিশু মনের গল্পটি সহজেই আমাদের সচকিত করে তোলে।

জয়সলমীরে উটের পিঠে গল্পটি খুবই ছোট। কিন্তু অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দর একটি গল্প হয়ে উঠেছে। নদীর বন্ধু নীলোৎপল গল্পটি আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

সরাসরি ভূত নিয়ে গণুকাকার আসল ভূত, ভূত বাবাজীর দেখা, ভূত চেনা বড় দায়– তিনটি গল্পের পরিবেশন দেখা যায়।

কুকুর নিয়ে চমৎকার গল্প রেশমি চলে গেছে ও বাপ্পার প্রমোশন। খরগোশ নিয়ে তাতাইয়ের খরগোশ গল্পটিও উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে।

বাউণ্ডুলে কমলেশ, শহরতলির পয়মন্ত বাড়িখানা, বিকল্প, পুনুর গল্প– সহজেই মন কেড়ে নেয়। ঘটনা নির্মাণ, গল্পের বক্তব্য, চরিত্র সৃষ্টি– সবক্ষেত্রেই দক্ষতার ছাপ রেখেছেন মুকুল মাইতি। ঝরঝরে ভাষায় লেখা গল্পগুলি মনকে আবিষ্ট করে রাখে।

প্রদীপ গোস্বামীর অলংকরণ গল্পগুলিকে মূর্ত করে তুলেছে। গ্রন্থের ছাপা ছবির মতো ঝকঝকে। গ্রন্থের বাঁধাই প্রশংসনীয়।

☐ রকমারী গল্প –মুকুল মাইতি। প্রকাশক; শেফালি মাইতি, ২২৫, শ্রীরামপুর (নর্থ) , কলকাতা – ৭০০০৮৪ , মূল্য –১৫০ টাকা।

সমালোচক: বিধান সাহা

আধুনিক গল্পে নীতি কথা ব্যবহারের অভিনবত্ব

২৫টি গল্প নিয়ে বিজন চন্দের সংকলন গ্রন্থ 'অন্বেষণ'। লেখকের পিতৃদেব পুলিন বিহারী চন্দকে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয়েছে। উৎসর্গ পত্রে চোদ্দ পংক্তির পদ্যও পরিবেশিত হয়েছে। শেষ দুই পংক্তিতে বলা হয়েছে, 'নয়ন জলে তাই তো খুঁজি পাহাড় মরু বন/ ভক্তি শ্রদ্ধা সহ উৎসর্গ করি গল্পগুচ্ছ অন্বেষণ।' পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাককথন অংশে লেখক ও গল্পগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, কখনো সমাজ, কখনো জঙ্গলে, কখনো এই বিশ্ব প্রকৃতি মন্থন করে তিনি সৃষ্টি করেছেন অন্বেষণ গ্রন্থটি। শুরুতেই পরিবেশিত হয়েছে একটি অণুগল্প 'পাপের সমাধিতলে'। অণুগল্প হলেও গল্পের চমকে পাঠক মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে। 'জামাইষষ্ঠী' গল্পটি ঘটনাবহুল। শেষ পর্যন্ত স্বামীর সাহিত্য চূড়ামণি পুরস্কার লাভ ও মৃত্যু এবং স্ত্রীর হাহাকারের মধ্য দিয়ে গল্পটি পাঠক হৃদয়কে আর্দ্র করে তোলে। স্নেহের প্রতিদান গল্পের শেষাংশটি পাঠকের নয়নকে সজল করে তোলে। হ্যাপী ফাদার্স ডে, শুভ দৃষ্টি, মধুর হাসি খুশি, চাকরি চাই, রাখী বন্ধন, বাল্যবন্ধু, বাগদত্তা–গল্পগুলি সহজেই মনে দাগ কাটে। গ্রন্থের শেষ গল্প অন্বেষণ। গল্পের শেষে বাঘরূপী গাইডের উন্মোচন কৌতুকের ছোঁয়া বয়ে আনে।

প্রায় প্রতিটি গল্পের তলাতে গল্প লেখার স্থান ও তারিখের উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য হল অধিকাংশ গল্পের শেষে নীতি কথা মোটা অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। কথামালার গল্পে নীতি কথার উল্লেখ আমরা সবাই জানি। বহুদিন পরে একটি আধুনিক গল্পের সংকলনে নীতি কথার ব্যবহার দেখা গেল। বিষয়টি অভিনব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নীতি কথার ব্যবহার, হয়তো গল্প গুলিকে উক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। লেখক ভাষার অলংকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। দৈনন্দিন কথ্য ভাষার প্রয়োগে প্রতিটি বর্ণনাকে সজীব করে তুলেছেন। আমাদের পরিচিত জীবন যাত্রার মধ্য থেকেই গল্পের চরিত্র ও ঘটনা চয়ন করেছেন। লেখকের এই গুণের তারিফ করতেই হয়। প্রচ্ছদে আলোকচিত্রের কোলাজ ব্যবহৃত হয়েছে লেখকের পরিকল্পনায়। গ্রন্থের ছাপা পরিচ্ছন্ন। বোর্ড বাঁধাই প্রশংসার যোগ্য।

☐ অন্বেষণ– বিজন চন্দ। প্রকাশক: ঋত্বিক চন্দ, রয়্যাল অ্যাকাডেমি, নতুন পল্লী, পূর্ব পুটিয়ারি, কলকাতা – ৭০০০৯৩, মূল্য – ১০০ টাকা।

পাঠকের কলমে

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র চাই

এক একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে আছে ৪–৮ হাজার বই। আছে শত শত পত্রপত্রিকা এছাড়াও প্রয়োজন মতো আলমারি ও আসবাবপত্র। এক একটি টাউন বা মহকুমা গ্রন্থাগারে আছে দশ থেকে কুড়ি পঁচিশ হাজার বই। আছে হাজার হাজার পত্রপত্রিকা। কোন কোন গ্রন্থাগারে আছে শতাধিক মূল্যবান বই, ও দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি। কোন কারণে গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা ঘটলে ক্ষতি হয়ে যাবে মূল্যবান সম্পদ। তাই সব গ্রামীণ ও টাউন বা মহকুমা গ্রন্থাগারে চাই অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র। পাশাপাশি গ্রন্থাগারে রাখা হোক পাঁচাধিক বালি ভর্তি বালতি।

মিরা ঘোষ, হাওড়া

ঢালাই রাস্তা মেরামত চাই

আমতার ধুনুরি পাড়া থেকে একটি ঢালাই রাস্তা চলে গিয়েছে মান্দারিয়া গৌড়ীয় মঠ হয়ে মান্দারিয়া স্কুলের দিকে। রাস্তাটি জনবহুল। প্রতিদিন আমতা, মিল্কিচক, বালিপোতা, জগন্নাথপুর, চাকপোতা, মান্দারিয়া সহ ৮–১০ টি গ্রামের মানুষ এই রাস্তাটি ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে রাস্তাটির বেশিরভাগ অংশ মাঝবরাবর ফেটে গিয়েছে। কোথাও কোথাও হয়েছে গর্ত। সন্ধ্যার পর তো বটেই দিনের বেলাতেও রাস্তা চলাচলে খুবই অসুবিধা দেখা দেয়। অবিলম্বে ঢালাই রাস্তাটির মেরামত প্রয়োজন। এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না, চাকপোতা

আপনার এলাকার নানা সমস্যার কথা আমাদের দপ্তরে ১০০ শব্দের মধ্যে ছবি সহ লিখে পাঠান। আমরা তুলে ধরবো পাঠকের কলমে আপনার নাম সহ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শ্যামপুর সেতনা রোডের একাংশের বেহাল অবস্থায় নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা। কার্টার হাইড্রোলিক কোম্পানি থেকে ১৪ নম্বর রেলস্টেশন পর্যন্ত বেহাল রোডে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বর্তমানে টানা বৃষ্টির জেরে সেই গর্তে জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। এই রাস্তা দিয়ে দুটি জুট মিলের প্রচুর শ্রমিক যাতায়াত করে প্রতিদিন। তাছাড়া স্কুল পড়ুয়া, ছাত্র–ছাত্রীরা সাইকেলে করে প্রতিদিন যাতায়াত করে। অনেক নিত্যযাত্রী এই পথে যাতায়াত করে বজবজ স্টেশন থেকে রেল ধরে। রাস্তার এমনই পরিস্থিতি যে কোন সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এলাকার মানুষদের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডকে বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অবিলম্বে এই রাস্তার সংস্কার করা হোক এমনই দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসীরা।

ভাঙলো চুল্লির চিমনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ আগস্ট দুপুর তিনটের পর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ এলাকায় প্রচন্ড ঝড়–বৃষ্টি সেইসঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। বজ্রপাতে হঠাৎই বজবজ পুরসভার যে বৈদ্যুতিক শবদাহ চুল্লি আছে তার ৩০ মিটার চিমনিটি ভেঙে পড়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পুরসভা থেকে ইঞ্জিনিয়ার এবং সিএসসি বিদ্যুৎ দপ্তরের লোকজন ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি করে বৈদ্যুতিক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়। তবে এই ঘটনায় কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা যাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রের খবর বজ্রপাতের তীব্রতায় এক মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, ঘটনাটি জানার পরেই সঙ্গে সঙ্গে পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার এবং সিএসসি দপ্তরের লোকেদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে যতদিন না বৈদ্যুতিক চুল্লির চিমনি সারানো হচ্ছে ততদিন বৈদ্যুতিক চুল্লি বন্ধ থাকবে। তবে শব দাহের জন্য কাঠের চুল্লি খোলা থাকবে।

ধর্ষনে গ্রেপ্তার সেখ লুৎফর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সেখ লুৎফর হোসেনকে ৯ সেপ্টেম্বর রাতে বজবজ থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হবার পর থেকেই জাহাঙ্গীর ঘনিষ্ঠ এই তৃণমূল কাউন্সিলার পলাতক ছিল। এই কাউন্সিলার এর বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগে সরব হয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা। তৃণমূলের আমলে এই কাউন্সিলার নানা অবৈধ কাজ কারবার করেছিল এবং তোলাবাজি করে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছে। এমনই অভিযোগ এলাকাবাসীদের। ১০ সেপ্টেম্বর বজবজ থানা থেকে তাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে আদালতের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। থানার বাইরে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা সেখ লুৎফর হোসেনকে লক্ষ্য করে চোর স্লোগান দিতে থাকে। বিজেপির ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার কার্যকরী কমিটির সদস্য বজবজের বাসিন্দা প্রদীপ কুমার মণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলেন, লুৎফর হোসেন জাহাঙ্গীর খানের আশ্রয়ে থেকে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি করতো। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে ছিল ধর্ষণের অভিযোগ। এতদিন পর পুলিশ প্রশাসন তাকে গ্রেপ্তার করায় এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, লুৎফর হোসেনের বিরুদ্ধে এক মহিলা ধর্ষণের কেস রুজু করেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতে তাকে তোলা হলে লুৎফর হোসেনের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত হয়েছে।

গা ঝাড়ার চেষ্টা পূর্ব বর্ধমান তৃণমূলে

দেবাশিস রায় : গত নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলাতে মোট ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ২টি আসনে। শুধুমাত্র বর্ধমান সদর এবং খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্র দু'টি এবারও নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছে ঘাসফুল। পরাজিত হয়েছেন রাজ্যের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার সহ দলের পূর্বতন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 'হেভিওয়েট' প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছে। এই মোক্ষম পরাজয়ের পরে গোটা জেলাজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা–কর্মী–সমর্থকরা কার্যত মুষড়ে পড়েছে। তাদের প্রকাশ্য কোনও কর্মসূচি

আর চোখে পড়ছে না। এমনকি, একুশে জুলাই 'শহীদ দিবস' নিয়ে কোথাও কর্মীদের প্রচারেও নামতে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র চার দেয়ালের মধ্যে কিছু কর্মী নিয়ে প্রস্তুতি সভা করতে দেখা গিয়েছিল দলের দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কীর্তি আজাদকে। তাছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সহ কোনও জনবিরোধী ইস্যুতে আন্দোলনেও নামেনি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা–কর্মীরা।

এমনতর উদ্ভুত পরিস্থিতিতে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আবার নাকি গা'ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইছেন জেলা তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দলের একসময়কার জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথকে 'মধ্যমণি' করে তৃণমূল কংগ্রেসকে ফের দাঁড় করানোর একটা প্রয়াস সম্প্রতি শুরু হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই বর্ধমান শহরে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে কর্মিসভারও আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু, প্রবীণ নেতা সুশান্ত ঘোষ, উজ্জ্বল প্রামাণিক সহ অনেকেই। ওই সভা থেকেই দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তাকে জেলার সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়। একইসঙ্গে সর্বত্র দলকে কীভাবে পুনরায় চাঙ্গা করা যায় সেবিষয়েও সকলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মহেশতলার নাগরিক পরিষেবা তলানিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পৌরসভায় বর্তমানে নাগরিক পরিষেবা তলানিতে ঠেকেছে। এই পৌরসভা তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত। অধিকাংশ ওয়ার্ডই বর্তমানে জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে মানুষরা কার্যত জলবন্দি হয়ে পড়েছেন। মানুষের ঘরে ঘরে নোংরা জল ঢুকে পড়েছে এবং পোকামাকড় সাপখোপের উপদ্রব বেড়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে আছে পানীয় জলের সমস্যা। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলনে সোমা ঘোষ বলেন, কিছুদিন আগে আমরা বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার সমাধানের জন্য ডেপুটেশন দিয়েছিলাম মহেশতলা পৌরসভায়। আমরা বলেছিলাম ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেই সময় পেরিয়ে গেছে। লিখিতভাবে আমাদের জানানো হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ দিনদিন বাড়ছে। দীর্ঘদিন এখানকার মিরপুর খাল সংস্কার না হওয়ায় বিভিন্ন ওয়ার্ডের জমা জল নিষ্কাশন হতে পারছে না। ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তার যা হাল যে কোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ প্রাপ্তি থেকে অনেক মহিলারা এখনো বঞ্চিত আছে পৌরসভার গাফিলতির কারণে। ঠিকমতো কম্পিউটারে নাম লোড করা হয়নি বা উপযুক্ত নথিও সংগ্রহ করা হয়নি। আমরা চাই সমস্ত নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক হোক, যদি না হয় আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রীকে শোকজ

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষকে ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ, শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি শোকজ করলো। এই ঘটনায় জেলা জুড়ে জোর রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির প্রমুখ প্রতাপ ব্যানার্জি সোমা ঘোষকে পত্র মারফত জানান, দলকে উপেক্ষা করে দলীয় সংবিধান বিরোধী কাজ করেছেন সোমা ঘোষ। এতে দল অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়েছে এবং ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সোমা ঘোষকে কেন দল থেকে বরখাস্ত করা হবে না তার কারণ জানিয়ে চিঠি পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে। জানা যাচ্ছে যে বিজেপি সভানেত্রী সোমা ঘোষ ফলতা বিধানসভার রামনগর ২২৭ নম্বর বুথের সভাপতি বিজয় দাস, ২২৪ নম্বর বুথের সভাপতি সঞ্জিত শাসমল, ২৩৭ নম্বর বুথের সভাপতি অমিত সরদার এবং ভাদুড়া অঞ্চলের শক্তি প্রমুখ অসিত কর্মকারকে দলবিরোধী কাজকর্মের কারণে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন। এই বিষয়টি নাকি রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয়নি বা অনুমতি নেওয়া হয়নি। সেই কারণে রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্যের নির্দেশেই বিজেপি সভানেত্রী সোমা ঘোষকে শোকজের চিঠি ধরানো হয়েছে।

এখন দেখার সোমা ঘোষ এই শোকজ এর কি জবাব দেন। এই প্রসঙ্গে তার মতামত নেবার জন্য ১১ সেপ্টেম্বর তাকে ফোন করেছিলাম কিন্তু তিনি ফোনটা ধরেননি। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ডায়মন্ডহারবারে শোকজের পক্ষে এবং বিপক্ষে সমাজ মাধ্যমে প্রচুর পোস্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক সূত্রে জানা যাচ্ছে রাজ্য বিজেপি গোটা রাজ্যেই দলকে নতুন করে বিশেষ করে সংগঠনকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে চাইছে। রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল বলে জানা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে পুরসভা নির্বাচনের অনেক আগেই নতুন রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হতে পারে। সেই দৌড়ে লকেট চ্যাটার্জি অনেকটাই এগিয়ে আছেন বলে জানা যাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বা সভানেত্রীদেরও পরিবর্তন করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিধানসভা নির্বাচনের পরে আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। বিজেপির যারা দুর্দিনের বা দুঃসময়ের কার্যকর্তারা তারা বারেবারেই অভিযোগ করছেন, যারা ১ বছর বা ২ বছর রাজনীতিতে এসেছেন তারাই এখন ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। পুরানোদের কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না। বাধ্য হয়ে তারা বিজেপির পুরানো কার্যকর্তা বা সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিজেপির ব্যানারে কোনো প্রোগ্রামে অংশ না পাওয়ায় অন্য ব্যানারে তাদের প্রোগ্রাম করতে হচ্ছে। এও দেখা যাচ্ছে বিজেপির দুই গোষ্ঠী ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে একই দিনে একই সময়ে কর্মসূচি করছে। যা নিয়ে জনমানসেও ব্যাপক অসন্তোষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়লাভের পর বিভিন্ন এলাকায় 'তৎকাল' যারা বিজেপি হয়েছেন তাদের দাপাদাপি এত বেড়ে গেছে সাধারণ মানুষ তাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বিজেপির অনেক কার্যকর্তাই যারা হিন্দু সনাতনী অন্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকেও গুরুত্ব দিতে চাইছে না। এই সমস্ত বিষয়গুলি বিভিন্ন এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে অত্যন্ত গোপনভাবে রাজ্য বিজেপি। জানা যাচ্ছে পুজোর আগেই রাজ্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার রদবদলের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে।

বিস্ফোরণ

পার্থ কুশারী : বারুইপুর পূর্বের উত্তরভাগ লাল পোলের কাছে তৃণমূল নেতা দ্বিজেন মণ্ডলের দোতলা বাড়িতে বিস্ফোরণে ঘরের কলম, জানালা দরজা উড়ে যায়। কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা, হতাহতের খবর নেই। বারুইপুর থানার পুলিশের দাবি, সিলিন্ডার থেকে এই বিস্ফোরণ, তদন্ত চলছে। যদিও বিজেপি নেতারা বলেন, বোমা মজুত ছিল ঐ বাড়িতে। ভোটের ফলের পর থেকেই এলাকা ছাড়া ছিল নেতা। ঘটনার সঠিক তদন্ত চাই।

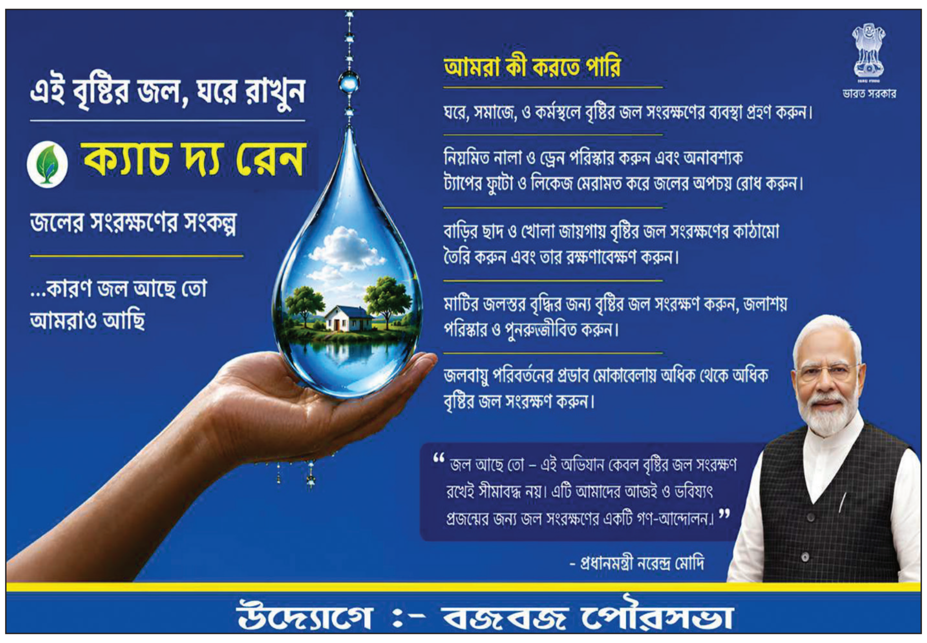

অন্য স্বাদের ধারাবাহিক

মৃত্যু যাদের রহস্যে ঘেরা

সুবীর পাল

'চিরদিনই তুমি যে আমার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়'

সেই দুঃস্বপ্নের তারিখটা ছিল ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ। দিবসের ক্লান্তি লিপ্ত আকাশ যেন গোধূলির আলিঙ্গনে খানিকটা ম্রিয়মাণ। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোল ঘেঁষে ছলাৎ ছলাৎ করে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী গঙ্গার শাখা 'হুগলি নদী'। নদীর দু'পাড়ে পারাপারে ব্যস্ত অগণিত মানুষ। কর্মচঞ্চল নদীর ঘাট। সেই ঘাটের সেইক্ষণে একপাশে চুপ করে একাকী দাঁড়িয়ে পরবর্তী লঞ্চের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন পুলকবাবু, মানে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। একসময় যাত্রীবাহী একটি লঞ্চে নিঃশব্দে উঠে পড়লেন তিনি। ডেকের পাশে একটি খালি বেঞ্চিতে চুপ করে বসে পড়লেন। গন্তব্য অভিমুখে ধীরে ধীরে ছোট লঞ্চ যাত্রা শুরু করলো যথারীতি।

লঞ্চ গমনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো পুলকবাবুর মনের মধ্যে হুহু উথাল–পাথাল অশান্ত ঢেউ। নিজের জীবনের প্রাপ্তি–অপ্রাপ্তির এলোমেলো হিসেব কষতে থাকেন মনে মনে। সময় হাতে খুব সীমিত, তাই হিসেব শেষ করতে হবে দ্রুত। ততক্ষণে লঞ্চ নদীর মাঝামাঝি চলে এসেছে। পুলকবাবুর জীবনের অন্তিম ডেবিট–ক্রেডিট কষাটাও তখন একেবারে শেষের দিকে। ফলাফলের বিচারে প্রাপ্তির চাইতে হারানোর বেদনা যেন বেশি অনুভব করলেন হয়তো পুলকবাবু। আর সেই দুঃসহ জীবন থেকে ছুটি পেতে চাইলেন এক বুক যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করে। আর তখনই কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই উপস্থিত সবাইকে চমকে দিয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাঝনদীতে। চারপাশ থেকে হইহই করে উঠলেন সহযাত্রীরা। তখনও হয়তো প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেরই জানা ছিল না, তাঁদেরই চোখের সামনে এক লহমায় গঙ্গোত্রীর শান্ত সুধায় চিরতরে শান্তিতে বিলীন হয়ে গেলেন বাংলা সঙ্গীত জগতের এক অনন্য শুকতারা, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সঙ্গীত জগতের কালজয়ী এক ভিন্ন ধারার উপাসক পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩১ সালের ২ মে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেব কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বহুল গুণের অধিকারী। ছবি আঁকতেন, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন, গান গাইতেন আর কবিতা লিখতেন। প্রত্যাশিতভাবেই খুব ছোটবেলা থেকে লেখালেখির হাতে খড়ি হয় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় বন্ধুদের অনুরোধে একটি ছড়া লিখে পাঠিয়ে দিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার দফতরে। ওই বছরের পূজাবার্ষিকীতে সেই ছড়া ছাপা হলো। সম্মানিক হিসেবে পেলেন পাঁচ টাকা। সেই থেকে লেখালেখিতে এক নয়া আত্মবিশ্বাস অনুভব করতে লাগলেন। দশম শ্রেণিতে পড়তে পড়তে 'অভিমান' ছবির জন্য প্রথম গান লেখেন। ছবির পরিচালক রামচন্দ্র পাল গানের লেখককে দেখে প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না গানগুলো এই অল্পবয়সি ছেলের লেখা কি করে হতে পারে। শেষমেষ পরিচালকের সামনে বসে গান লিখে প্রমাণ দিতে হল পুলকবাবুকে।

কলেজে পড়াশোনা চলাকালীন 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর রচিত প্রথম গল্প। কবিতা লেখার প্রতি প্রথম প্রথম অনুরাগ থাকলেও পরবর্তীতে গীতিকার হিসেবেই তিনি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। যে কোনও পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ও তাৎক্ষণিক পর্যায়ে নিখুঁত শব্দ ও মাত্রা চয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন অবিস্মরণীয় গান লিখে ফেলার অবাক করা সহজাত ক্ষমতা ছিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে।

একদা পুজোর গানের বিষয়ে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন পুলকবাবু। পুলকবাবুকে দেখে হেমন্তবাবু বললেন, পুলক, কতদিন পরে এলে, একটু বসো। আর সেই কথাটাই ভীষণরকম পুলকবাবুর মনের মধ্যে গেঁথে গেল। হেমন্তবাবু একটু চোখের আড়াল হতেই খাতা কলম নিয়ে তৎক্ষণাৎ লিখে ফেললেন জনপ্রিয় একটি গান, কতদিন পরে এলে...। যা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের এই গান আজও মুখর হয়ে রয়ে গেছে সঙ্গীত প্রেমীদের অন্তরে।

হেমন্তবাবুর কণ্ঠে উত্তম কুমারের লিপে কতো যে পুলকবাবুর সৃষ্ট গান জনপ্রিয় হয়েছে তা বলে শেষ করার নয়। তবে উত্তম কুমার অভিনীত ছবি 'শঙ্খবেলাতে' পরিচালক সরোজ দে ভেবেছিলেন নতুন কাউকে দিয়ে গান গাওয়ানোর কথা। সেই সময় পুলকবাবুর সঙ্গে বেশ নিবিড় সম্পর্ক ছিল মান্না দে–র। মূলত পুলকবাবুর বদান্যতায় সেই চলচ্চিত্রে প্রথমবারের মতো উত্তম কুমারের লিপে গান গেয়েছিলেন মান্না দে। গানটি হলো কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম ভালো বেসেছি। যে গান প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম কত শত প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়তন্ত্রীতে সুরের রূপকথা হয়ে ওঠে এখনও।

মান্না দে–র সঙ্গে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ছিল হরিহর আত্মার মতো। একবার এক অনুষ্ঠানে মান্না দে–কে উদ্দেশ্য করে ভূপেন হাজারিকা বললেন, মান্না, তুমি এত সুন্দর কি করে গান গাও বলো তো? উত্তরে মান্না দে বিনম্র হাসি হেসে বলেছিলেন এক ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি, 'আমার জীবনকালে যদি পুলকের জন্ম না হতো তবে কখনই গায়ক মান্না দে–র জন্মলাভ হতো না।'

আসলে এটাই বাস্তব, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ও মান্না দে–র কণ্ঠ, যেন বাংলার সঙ্গীত দুনিয়ায় পারস্পরিক পরিপূরকের 'মেড ফর ইচ আদার' হয়ে উঠেছিলেন। মান্না দে–র জন্য অসংখ্য জনপ্রিয় গান লিখেছিলেন পুলকবাবু। একদিন মান্না দে–র বাড়িতে গিয়ে পুলকবাবু দেখলেন তাঁর গায়ক বন্ধু রান্নায় ব্যস্ত। তখন তিনি বসার ঘরে এসে কাগজে কিছু লিখে ফেললেন। মান্না দে কাছে আসতেই পড়ে শোনালেন সেই নস্টালজিক লেখাটি। পরবর্তীতে 'প্রথম কদমফুল' ছবিতে সুধীন দাশগুপ্তের সুরে মান্না দে সেই লেখাটিই গেয়েছিলেন 'আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না'।

মান্না দে–র সঙ্গে বরাবর একটা আন্তরিক অভিন্ন হার্দিক বোঝাপড়া ছিল পুলকবাবুর। দুজনে একত্রে বসে যে কত অসাধারণ গান সৃষ্টি করেছেন তা বলে শেষ করা অনেকটাই অসম্ভব। মান্না দে আর পুলকবাবু গাড়িতে চেপে একদিন বাড়ি ফিরছিলেন। মান্না দে আপন মনে একটি ঠুংরি সুর গুনগুন করতে লাগলেন। পুলকবাবু সেই সুর কানে শুনেই লিখে ফেললেন, 'ললিতা গো, ওকে আজ চলে যেতে বল না'। একটি কাওয়ালি গান আবার আচমকা খুব ভালো লেগে গিয়েছিল পুলকবাবুর। পাশে থাকা মান্না দে–কে অনুরোধ করলেন কাওয়ালির কথাগুলোর মর্মার্থ ভাবটা বুঝিয়ে দিতে। মান্না দে বন্ধুকে বুঝিয়ে দিলেন সেই অর্থবহতা, কার এত বড় সাহস যে আমাকে পাগল বলবে? ও আচ্ছা বলেই পুলকবাবু তখনই লিখে ফেললেন তাঁর আরেক অমর সৃষ্টি গানের কলি, 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে'।

খেলার জগতেও তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট চর্চার বিষয়। কলকাতার ময়দানে পুলকবাবুর যাতায়াত ছিল সুবিদিত। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মোহনবাগানের একনিষ্ঠ সমর্থক। সময় ও সুযোগ পেলেই চলে যেতেন মহানগরের মাঠে প্রিয় ক্লাবের ফুটবল খেলা দেখতে। একদিন মাঠে বসে খেলা

দেখছেন। হঠাৎ মাথায় চলে এলো কয়েকটি হৃদয় মুগ্ধ লাইন। ব্যস তখনই লিখে ফেললেন, 'হৃদয়ের গান শিখে তো গায় সবাই'। যা বাংলা গানের খাসমহলে এক অনন্য প্রতীকের স্থান দখল করে নিয়েছে।

একবার এক রেস্টুরেন্টে বসে খাবারের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে খানিকটা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। হাতের কাছের ন্যাপকিনটা তুলে নিয়ে সেই মুহূর্তে লিখে ফেললেন, 'রঙ্গিলা পাখিরে কে ডাকে, ঘুম ঘুম নির্ঘুম রাতের মায়া'। লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে গাওয়া এই গানটি অল্প দিনের মধ্যেই অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে জনমানসে। সঙ্গীত মহলে কান পাতলে এও শোনা যায়, প্রবাদপ্রতিম সুরকার নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ পুলকবাবু বলে উঠলেন, 'ক'ফোটা চোখের জল ফেলেছ যে তুমি, ভালোবাসবে'। নচিকেতা ঘোষ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন স্টুডিওতে। আর তৈরি করলেন ভুবন ভোলানো সেই গান। এটাই ছিল স্বতন্ত্র পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাৎক্ষণিক ক্রিয়েটিভ সঙ্ ক্রিয়েশন সিগনেচার। আদতে তিনি ছিলেন সঙ্গীত রচনার মহাকাশে এক বিরল ঘরানার বিস্ময়কর প্রতিভাময় একক কালপুরুষ।

অসংখ্য মানে অসংখ্য গানের মনমাতাল গীতিকার হিসেবে হিমালয়সম জনপ্রিয়তায় উচ্চ এই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঠিক কোনও হিসেব না থাকলেও এটুকু নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, তিন হাজারেরও বেশি সংখ্যক গানের রচয়িতা এই পুলকবাবু। গানের জগতে অনেক বড় বড় শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছেন এ হেন গীতিকার। লতা মঙ্গেশকর, নাওসাদ আলী, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলী আকবর খান, আশা ভোঁসলে, কিশোর কুমার, তালাত মাহমুদ, মহম্মদ রফি, মুকেশ চন্দ্র মাথুর, গীতা দত্ত, আর ডি বর্মণ, যতীন ললিত, বাপ্পী লাহিড়ী, হৈমন্তী শুক্লা, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য কর্মযোগ ছিল সমকালীন গীতিকারদের কাছে ঈর্ষণীয়।

সঙ্গীত আঙ্গিকের অজস্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর জন্য নেপথ্যে নিভৃতে আপন সম্পর্কের মাধুর্যে অনেক কাজ করে গেছেন পুলকবাবু। কিন্তু কখনও কারও কাছে সে সবের বিনিময়ে কোনও প্রতিদান আশা করেননি। এমনই ছিলেন সদা নিঃস্বার্থ পুলকিত মনের পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। গান লেখার প্রতি যেমন ছিল প্রগাঢ় অকুণ্ঠ ভালবাসা, অর্থ–সম্পদের প্রতি ছিলেন তেমন একেবারে উদাসীন। কখনও কোনও লেখার জন্য কোনও অর্থ দাবি জানিয়ে জেদাজেদি করতেন না কারও সঙ্গে। পারিশ্রমিক হিসেবে যা পেতেন তাতেই খুশি থাকতেন বাউল মন বিভোর এই ক্ষণজন্মা গান রচনাকার। লেখালেখির পাশাপাশি লেখাপড়াতেও প্রবল আসক্তি ছিল তাঁর। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর আইন বিষয়েও সাফল্য সহকারে পড়াশোনা করেন। কিন্তু লেখার মাদকতা যখন তাঁকে একলব্যের মতো পেয়ে বসল, তখন বিচার বিভাগের চৌকাঠে পদচারণা প্রসঙ্গে উৎসাহটাই দেখাতে রাজি হননি জীবদ্দশায়।

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের কথা ব্যক্ত করে শেষ করা যায় না। অজস্র জনপ্রিয় সব গানের রচয়িতা তিনি। আধুনিক রোমান্টিসিজমের ভাবাবেগকে নিপুণ পর্যায়ে তুলে ধরেছেন তার কলম আঁচড়ের অসাধারণ চিত্রকল্পে। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে গীতিকার হিসেবে যেন মোটেও আত্মতৃপ্ত ছিলেন না। হতে চেয়েছিলেন কবি। লিখেছিলেনও গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা। কিন্তু সে সব লেখা কি করে যে কোন লহরীর যাদু স্পর্শে গানে রূপ নিয়ে নিল কে জানে। আমাদের পরিচিত সমাজ যে তাঁকে গীতিকার হিসেবেই আখ্যা দিয়ে দিল আকাঙ্খিত কবি স্বীকৃতির বৈপরীতে। আসলে এটাও এক করুণ বাস্তব, আধুনিক কবি সমাজের স্বঘোষিত বিজ্ঞ কবিদল বোদ্ধারা যেন গীতিকারদের কবি পরিচিতি দিতে গোঁসা বোধ করেন। তাই পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী 'কথায় কথায় রাত হয়ে যায়'তে এই স্বীয় আক্ষেপের কথা উল্লেখ করে গেছেন, আমি আধুনিক গানই লিখতাম। আধুনিক গানই লিখছি, আর যত দিন বাঁচব, তত দিন এই আধুনিক গানই লিখে যাব। আমি কবি ছিলাম কি না, জানি না, তবে কৈশোর থেকে বুঝে নিয়েছিলাম, গান লেখা কবিতা লেখারই অঙ্গ। এখনকার কবিরা আমাদের গীতিকার আখ্যা দিয়েছেন। যার ফলে আমরা গীতিকার হয়ে গেছি, কবি হতে পারিনি।'

আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগ যে সময়টিকে ধরা হয়, যে সময়টিতে বাংলার অসংখ্য এক সে বড়কর এক সংগীতশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে, যে সময়টিতে তৈরি হয়েছে কালজয়ী সমস্ত মর্মস্পর্শী গান, তেমনই এক সময়ে নিজস্ব স্বকীয়তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই প্রতিভাবান গীতিকার ও কবি পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা গানের জগতে তাঁর সৃষ্টির অবদান শুধুমাত্র সুদূরপ্রসারী ছিল না, সেগুলো অনায়াস প্রতিভার ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে একেকটি মহাকালের উত্তরণ সম। তবু, তবু, তবুও কোনও এক একান্ত না পাওয়ার বুক খিড়কির বিধ্বস্ত ক্রন্দন বারংবার বিরহে কাতর করে তুলেছে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাই হয়তো এক গভীর অপ্রাপ্তির অভিমানে স্বেচ্ছায় চির আলবিদা জানিয়েছিলেন সকলকে বড্ড অসময়ে, নিজেই নিজের আত্মহননের সমাপনে। হুগলি নদীর আপন সলিল আলিঙ্গনে।

কিন্তু এটাই তো এক অমীমাংসিত প্রশ্ন কেন যে মরিবার হল তার সাধ।... সে দেখিল কোন ভূত? আসলে তাঁর এমন অনাকাঙ্ক্ষিত চলে যাওয়াটা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি। এমন মর্মান্তিক ঘটনার দুই দিন আগে ৫ সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন, 'আমাকে একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসি'। তবে একেবারে শেষ দিকে আরও লিখেছিলেন, 'যখন এমন হয়, জীবনটা মনে হয় ব্যর্থ আবর্জনা, ভাবি গঙ্গায় ঝাঁপ দি, রেলের লাইনে মাথা রাখি'। কি জানি, হয়তো এই আক্ষেপেই বাংলা গানের সবুজ মনন পুলকবাবুকে বিষণ্ণতার রোগী বানানোর বীজ বপন হয়েছিল। প্রকৃতই কি কারণে আত্মহত্যা করেছিলেন, সে রহস্য আজও অজানা। তিনি কি কারও ব্যবহারে আঘাত পেয়েছিলেন, নাকি পারিবারিক অশান্তি ছিল? কেউ তা জানতে পারেননি আজও। সে সময় অনেকে এমনটাও জানিয়েছেন, শেষ দিনগুলোতে নাকি ঘাটে বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

বাংলার এই অবিসংবাদিত গীতিকারের আত্মহনন প্রসঙ্গে ২০১৬ সালের ১৫ এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে বর্ণনা করা হয়েছিল, জীবনের জলসাঘরে পুলক কি একা হয়ে গিয়েছিলেন? খুব কাছ থেকে যাঁরা দেখেছেন গীতিকারকে তাঁদের মনে হয়েছে, শেষ দিকে পুলকের বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল। কোনও কিছুতেই যেন আর মন বসছিল না তাঁর! কোনও গানই যেন আর স্বর্ণযুগের গান হয়ে উঠছিল না! মনে হচ্ছিল 'সব–ই মেকানিক্যাল'! কেউ কেউ বলেন, মানুষটা হতাশা আর অবসাদে ভুগছিলেন। শেষের দিকের গানগুলোও যেন কেমন কেমন ঠেকছিল তাঁর বন্ধু–শিল্পীদেরও।

পুলক চলে যাওয়ার পর শোকে কাতর হয়ে পড়েন মান্না। শোক জানাতে গিয়ে লিখেওছিলেন, 'পুলকের মতো জীবনরসিক লোক আত্মহত্যা করবে এটা আমার জীবনের সবচেয়ে অকল্পনীয় অনুভূতিগুলোর মধ্যে একটা। এখন শুধু মনে হচ্ছে, বন্ধু, এত বড় ফাঁকি দিলে— আমার সঙ্গে ভাগ করে নিলে না তোমার যন্ত্রণা!... ওর বাড়ির লোকের কাছে জানতে চাইব, কী এমন ঘটল যে, এত বড় জীবনরসিক মানুষটাকে নৌকো থেকে ঝাঁপ দিতে হল!'

কী এমন ঘটল, সে উত্তর আজও স্বচ্ছ নয়! নিশুতি রাতের গঙ্গার ঘূর্ণি হাওয়া কি জানে?

শারদোৎসবের আগে শহরের রাস্তা সংস্কার হবে কবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ৭৬টি রাস্তা খানাখন্দে ভরা। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে কলকাতা পৌরসংস্থাকে এই তথ্য জানানো হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর প্রশাসক তথা মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, 'কলকাতার ব্যস্ততম ৩১টি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। সড়ক সারাইয়ের কাঁচামাল তৈরি রয়েছে, তার কর্মীরাও তৈরি রয়েছে। আবওহাওয়া ঠিক হলে বৃষ্টি কমলেই কাজ শুরু হবে। এখন এই বৃষ্টির মধ্যে কাজ শুরু হলে টাকা নষ্ট হবে। ৮ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ শ্যামবাজারের ভূপেন বোস অ্যাভিনিউয়ে ভাঙাচোড়া রাস্তা সারাইয়ের কাজ শুরু হয়। মিলিং মেশিন দিয়ে রাস্তার পুরনো পিচ কাটার কাজ শুরু হয়। উত্তর কলকাতার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের বিপরীতেই রাস্তা সারাই হচ্ছে।'

কলকাতার পৌর প্রশাসক জানিয়েছেন, '১০ অক্টোবর মহালয়ার দিনের মধ্যে আরও ৪০টি রাস্তা সারাই হবে। দুর্গোৎসবের মহালয়ার আগে কলকাতা পৌর এলাকার সমস্ত ভাঙাচোরা রাস্তা সারাই হয়ে যাবে। নিয়মিত এই বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ হবে। যখনই ড্রাই স্পেল পাওয়া যাচ্ছে কাজ হচ্ছে।'

খানাখন্দে ভরা রাস্তার তালিকায় ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস, দমদম রেল স্টেশন থেকে চিড়িয়ামোড়, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা পশ্চিমের বীরেন রায় রোড(পশ্চিম), সরসুনা মেন রোড, মতিলাল গুপ্ত সরণি, বেহালার রাজা রাজা রামমোহন রায় রোড, লেনিন সরণিসহ কলকাতা শহরের একাধিক ব্যস্ত রাস্তার নাম রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখন কলকাতায় কোনও নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধি নেই। তাই কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তা সংক্রান্ত সমস্যার কথা এ মুহূর্তে পৌরবাসীরা কোথায় জানাবেন। এবিষয়ে পৌর প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বলেন, কলকাতার ১৬টি বরো অফিসের সড়ক দপ্তর বা স্থানীয় বিধায়কের অফিসে রাস্তা, আলোকায়ন–বিদ্যুতায়ন, নিকাশি, বৃক্ষ ছাঁটাই ইত্যাদি পৌর সমস্যার কথা জানাবেন। কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনের কন্ট্রোল রুমে সমস্যা কথা জানাবেন।

বদলালো পরীক্ষাসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিকের চলতি বছরের তৃতীয় সেমিস্টারে পরীক্ষা ২১ সেপ্টেম্বর শুরুর ১১ দিন আগে জানানো হল ২৫ জুনে দেওয়া পরীক্ষাসূচির ১৭টি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার দিন বদলের কথা। ১০ সেপ্টেম্বর বিকেলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, রাজ্যের ২টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন ও ফল প্রকাশের জেরে এই রুটিন বদল হচ্ছে।

সংসদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ৫ অক্টোবরের অঙ্ক, বিজনেস ম্যাথামেটিকস্ অ্যান্ড বিজনেস স্টাটিসটিকস্, বেসিক ম্যাথামেটিকস্ ফর সোস্যাল সাইয়েন্সেস, এগ্রিকালচার(এজিআরআই), স্যান্সক্রিট, পার্সিয়ান, অ্যারাবিক এই ৮টি বিষয়ের পরীক্ষা হবে ১২ অক্টোবর সোমবার। ৬ অক্টোবরের সাইবার সিকিউরিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডাটা সায়েন্স, সোসিয়োলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডাটা সাইয়েন্স, ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার এই ৬টি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা হবে ১৩ অক্টোবর মঙ্গলবার। আর ৭ অক্টোবরের বায়োলজিক্যাল সাইয়েন্স, পলিটিক্যাল সাইয়েন্স, কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন এই তিনটি বিষয়ের পরীক্ষা হবে ১৪ অক্টোবর বুধবার। যদিও অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও নির্ঘন্ট অপরিবর্তিত থাকবে। ফলে চলতি বছরের দুর্গাপুজোর চতুর্থীতে তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হচ্ছে।

ভোটাধিকারের দাবিতে আলিপুরে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে(জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ডেপুটেশন দিলেন 'ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি'র কলকাতা দক্ষিণ শাখার সদস্য–সদস্যারা। ৮ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় থেকে মিছিল করে সার্ভে বিল্ডিংয়ের সামনে আসেন বাদ পরা ৩০০–বেশি বৈধ ভোটার। তাদের দাবি আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কলকাতার সব বৈধ ভোটারের নাম নতুন ভোটার তালিকা তুলতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌর এলাকার ১৬টি বিধানসভার কমবেশি ১.৩ লক্ষ কলকাতাবাসীর নাম জোকার এই 'অ্যাপিলেট ট্রাইবিউন্যালে বিচারাধীন। কোনও বিধানসভাকেন্দ্র থেকে ৬ হাজারের বেশি, কলকাতা দক্ষিণের কোনও বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৪ হাজার আবার কোনও বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৫ হাজার 'বৈধ ভোটারের নাম এই ট্রাইবিউন্যালে বিচারাধীন রয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই ট্রাইবিউন্যালে আবেদন খারিজের সংখ্যা অতি নগণ্য। কিন্তু এই ট্রাইবিউন্যাল চলার গতি এতোই মন্থর যে আসন্ন কেএমসি নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক কলকাতাবাসীর ফের ভোট না পারার সম্ভাবনা অতিপ্রবল।

সামাজিক প্রকল্প পাওয়ার আশায় জনগণনায় ভুয়া তথ্য

বরুণ মণ্ডল : অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা, যুবশক্তি – র মতো নানান সামাজিক প্রকল্প ও ভাতা থেকে বাদ পরতে পারেন, এমন আশঙ্কায় দেশের স্বাধীনতার পরবর্তী অষ্টম জনগণনায় প্রকৃত তথ্য বহু পরিবার গোপন করছে। উল্টো দিকে আবার এবারের জনগণনা পুরোপুরি ডিজিটাল মাধ্যমে হওয়ায় বেশ কিছু জনগণনাকর্মী(এনুমারেটর) আধুনিক ডিজিটালি ব্যবস্থাপনায় বা এই মাধ্যম চালনায় ততটায় পারদর্শী না হওয়ায়, বহু সফল স্ব–গণনাকারীর(সেলফ্ এনুমারেটর) কাছ থেকে 'এইচ দিয়ে শুরু 'স্ব–গণনা আইডি নম্বরসহ আবার হাতে–কলমে ৩৪টি প্রশ্নের ৮–১০ প্রশ্ন করে, তার উত্তর খাতায় লিখে নিচ্ছেন। বাকি প্রশ্নের উত্তর গণনাকারী নিজের মতো লিখে নিচ্ছেন। 'রেসিডেন্সিয়াল কাম আদার ইউজ্ বাড়িকে 'রেসিডেন্সিয়াল লিখে দিচ্ছেন। পরিবারের প্রধান কর্তা তফসিলি জাতিভুক্ত অথচ জনগণনাকারী 'আদার লিখে নিচ্ছেন। বাড়িটি কী অবস্থায় রয়েছে? ভালো বা বাসযোগ্য বা জীর্ণ–ভগ্নপ্রায়। তাও জানতে চাওয়া হচ্ছে না। ৮–১০ প্রশ্নের উত্তর শুনে সরাসরি জনগণনার নির্দিষ্ট(আইআইএলও) মোবাইল অ্যাপে ডাটা এন্ট্রি করে নিচ্ছেন না। নিজস্ব খাতায় লিখে নিচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ 'স্ব–গণনা প্রক্রিয়া'য় দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। স্ব–গণনায় অংশ নেওয়া ৯৩.৮৩ শতাংশ নাগরিক সফল ভাবে অনলাইনে নিজেদের তথ্য নথিভুক্ত করেছেন। রাজ্যের ৫৩,১৩,৫৮৯টি পরিবার স্ব–গণনায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ৪৯,৮৬,০১৭টি পরিবারের স্ব–গণনা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আর বাকি ৩,২৭,৫৭২টি পরিবারের স্ব–গণনায় কিছু ত্রুটি হওয়ায় বাড়িতে আসা গণনাকারী সংশোধন করে দেন।

এদিকে অনেকেই যৌথ পরিবার হওয়া সত্ত্বেও বাবা–মা আলাদা থাকেন, দাদারা আলাদা সংসারে থাকেন। এমন তথ্য দিয়ে বহু রাজ্যবাসী পরিবারের মাসিক আয় গণনাকারীর কাছে সামান্য দেখাচ্ছেন। গ্রামের বহু পরিবারের নিজস্ব চাষের ট্রাক্টর, ধানঝাড়াই মেশিন, মোটরসাইকেল, চার

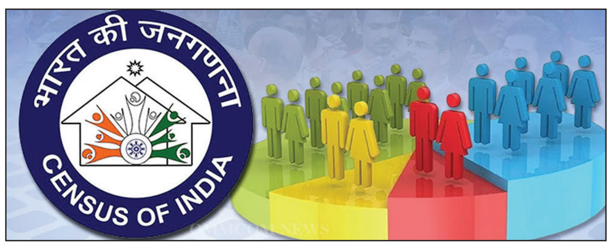

চাকা গাড়ি, বাড়িতে দুটি বেশি শোবার ঘর, ড্রয়িং রুম বা বসার ঘর বা খাবার ঘর বা ছেলে–মেয়ের পড়ার ঘর বা সর্বক্ষণের কাজের লোকের থাকার ঘর থাকা সত্ত্বেও তা গৃহকর্তারা আত্মীয়ের বলে গণনাকারীকে ত্রুটিপূর্ণ তথ্য লিখতে বাধ্য করাছেন। এদিকে, সল্টলেকের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটস্থিত রাজ্যের জনগণনা দপ্তরে খবর এসেছে, সামাজিক প্রকল্পে এই তথ্য কার্যকর নয় বলে গণনাকারীরা সবাইকে আশ্বস্ত করলেও, অন্নপূর্ণা যোজনায় মহিলাদের একাংশ অযোগ্য হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই এমন ভুয়া তথ্য দিচ্ছেন।

জনগণনা ২০২৭–এর প্রথম পর্যায় 'গৃহতালিকা প্রস্তুতিকরণ এবং বাড়ি বাড়ি গৃহগণনার কাজ ১৪ সেপ্টেম্বর সোমবার শেষ হবে। রাজ্যের ২৩ জেলাতেই গৃহতালিকা প্রস্তুতিকরণের কাজ ইতিমধ্যে কমবেশি ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। যাঁদের বাড়িতে দু–তিনবার গিয়ে লোক পাওয়া যায়নি, সেই সমস্ত বাড়ির বন্ধ দরজায় গণনাকারী নিজের নাম ও ফোন নম্বর লেখা স্টিকার সেঁটে দিয়েছেন। আশেপাশের বাড়ির লোকের থেকে বন্ধ বাড়ির মোবাইল ফোন নম্বর জোগার করার চেষ্টা করেছেন। অনেক বাড়িতে রবিবার দিন ছাড়া অন্য দিন লোকজন থাকেন না। তাদের জন্য গণনাকারীরা রবিবার যাচ্ছেন। তবে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, তারা অনেকে জনগণনার তথ্য দিতে চাইছেন না। তবে গণনাকারীরা বলেন, মোবাইল ফোন নম্বর সহ ৩৪টি প্রশ্নের বাইরে কোনও তথ্যের উত্তর চাওয়া হয়নি। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জনগণনার প্রথম পর্যায়ের কাজ চলবে।

জনগণনা ২০২৭–এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আগামী বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪০টি প্রশ্নের উত্তর রাজ্যের প্রতি জনগণের কাছ থেকে চাওয়া হবে। চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এটাও অনলাইনে হবে। আগামী বছরের ১ মার্চ অষ্টম জনগণনার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ পাবে। ২০১১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা সপ্তম জনগণনায় কলকাতা পৌর এলাকার জনসংখ্যা ছিল ৪৪,৯৬,৬৯৪ জন। তার মধ্যে বস্তিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৪,০৯,৭২১ জন। যা কলকাতার তৎকালীন মোট জনসংখ্যার ৩১.৩৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৯,১৩,৪৭,৭৩৬ জন। সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। মোট ৮৯,৩০,২৯৫ জন। যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৯.৭৮ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক জনগণনার তথ্য রাজ্যসহ দেশের প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ। মহিলা সংরক্ষণের বাস্তবায়নে সহায়তা। জনসংখ্যার প্রকৃত চিত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আবাসন, পরিকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের বরাদ্দ নির্ধারণে এই তথ্য ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি সংসদীয় ও বিধানসভা কেন্দ্র বা আসন পুনর্বিন্যাস, উন্নয়ন পরিকল্পনা দুর্যোগ মোকাবিলা এবং সরকারি পরিষেবা কার্যকর করতে জনগণনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ ১৫ বছরের অধিক সময় পর নতুন করে তথ্যভাণ্ডার তৈরি হওয়ায় নীতিনির্ধারণ আরও বাস্তবভিত্তিক ও কার্যকর হবে বলেই প্রশাসনিক মহলের আশা। সুতরাং তথ্যকে হতে হবে সম্পূর্ণ রূপে ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভুল।

গবেষণাগার থেকে বাজারে পৌঁছনোর যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় ষষ্ঠ রাইস কনক্লেভ–এর উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ভূ–বিজ্ঞান মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, কর্মীবর্গ, জন–অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী, পরমাণু শক্তি দফতর এবং মহাকাশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, টিয়ার–২ ও টিয়ার–৩ শহরগুলির উদ্ভাবনী সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন ক্রমশ বাড়ছে। তিনি উল্লেখ করেন, ভারতের

৫০ থেকে ৬০ শতাংশেরও বেশি স্টার্টআপ মহানগরগুলির বাইরে রয়েছে। ছোট শহরের তরুণ উদ্ভাবকেরা ক্রমশ বড় শহরের সমকক্ষদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের ছাপিয়েও যাচ্ছেন। তাই প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলিতে তাঁদের আসার অপেক্ষা না করে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও উদ্ভাবনী ব্যবস্থাকে তাঁদের কাছে পৌঁছতে হবে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী বলেন, রাইস কনক্লেভ ঠিক এই ধরনের একটি মঞ্চ তৈরি করেছে। এখানে স্টার্টআপ, শিল্পের প্রতিনিধি, সম্ভাব্য মেন্টর, গবেষক ও সরকারি প্রতিনিধিরা এক ছাদের নীচে আসছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাতে শুধু গবেষণাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং উদ্যোগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, বাণিজ্যিকীকরণ ও বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োগের দিকে এগিয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে এই সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি জানান।

ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, রাইস কনক্লেভ–এর স্থান হিসাবে কলকাতাকে বেছে নেওয়ার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ভারতের বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এই শহরের ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। বাংলার দীর্ঘদিনের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, কলকাতা এমন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছে, যাঁরা ভারতের বৌদ্ধিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

ড. বিধানচন্দ্র রায়, অধ্যাপক ইউ. এন. ব্রহ্মচারী, স্যার সি. ভি. রমন এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই অসাধারণ ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষা করা এবং কলকাতাকে ফের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে বর্তমান প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। শহরের বৌদ্ধিক শক্তি ও শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষতা তার ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের অগ্রণী প্রযুক্তি ও উদ্যোগকে যুক্ত করার শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে বলেও তিনি জানান।

সিএসআইআর–এর গবেষণাগারগুলির সঙ্গে আইআইটি খড়গপুর, আইআইএসইআর কলকাতা, নিট দুর্গাপুর ও অটল থিংকিং ল্যাব–এর মতো প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি, বায়োটেকনোলজি দফতর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর, পরমাণু শক্তি দফতর এবং ভূ–বিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীন নেটওয়ার্কগুলির সমন্বয় পূর্ব ভারতে একটি শক্তিশালী জ্ঞান করিডর তৈরি করতে পারে বলে তিনি জানান।

উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সিএসআইআর–এর মহানির্দেশক ড. এন. কালাইসেলভি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. শরদ্বত মুখোপাধ্যায় ছিলেন সম্মানিত অতিথি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএসআইআর–আইআইসিবি–এর অধিকর্তা অধ্যাপক বিভা ট্যান্ডন, সিএসআইআর–আইএমএমটি–এর অধিকর্তা ড. রামানুজ নারায়ণ, সিএসআইআর–সিজিসিআরআই–এর অধিকর্তা অধ্যাপক বিক্রমজিৎ বসু, সিএসআইআর–সিএমইআরআই–এর অধিকর্তা ড. নরেশচন্দ্র মুর্মু, পদস্থ বিজ্ঞানী, গবেষক, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা, শিল্পের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজন।

সম্মেলনে প্রায় ১৫০টি স্টার্টআপ অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০০ জন স্টার্টআপ প্রতিনিধি এবং ইনকিউবেশন ও উদ্ভাবন কেন্দ্রের আরও ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি ও বৈদ্যোতিন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যানপালন দফতরের মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

জলমগ্ন : মহেশতলা পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে বাটার চৌরাস্তায় এখন জমে জল, ঘটছে দুর্ঘটনা। ছবি : অরুণ লোধ

মাথায় রাখতে হবে : হেলমেট সবার, দুর্ঘটনা পুলিশ হোক বা সধারণ মানুষ যে কোনো সময় সবার সঙ্গেই ঘটে যেতে পারে, ভবানি ভবনের সামনে, পর পর, হেলমেট ছাড়া বাইকে পুলিশ। ছবি : নিজস্ব

জোর কদমে : পালা বদল হলেও, দুরন্ত গতিতে চলছে সব বড়ো পুজোগুলির প্যান্ডেল তৈরির কাজ, এ বছরের পুজো কেমন হবে, সে দিকেই তাকিয়ে আপামর বাঙালি। ছবি : অভিজিৎ কর

আরাধনা : কৌশিকী আমাবস্যায় কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, তাপস রায় প্রমুখরা। পুজো দেওয়ার পরে মায়ের আমিষ ভোগ গ্রহণ করেন তাঁরা। বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য যে বাঙালির জন্য প্রযোজ্য নয়, তারই প্রমাণ দিলেন মন্ত্রীরা। ছবি : নিজস্ব

দুগ্গা দুগ্গা

ভূপালের লক্ষীনারায়ণের মন্দির এবার বজবজে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবার তাদের ৭৮ তম বর্ষে নিবেদন করছে অভিনব ভূপালের লক্ষীনারায়ণের মন্দির। পরিচালনায় উদয় সংঘ, সুভাষ উদ্যান। এই দুর্গোৎসব কমিটি প্রতি বছরই অভিনব সমস্ত ভাবনা পরিবেশন করে। পূর্বে ইসকন মন্দির এবং জামশেদপুরের রাম মন্দির করে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। পূজা কমিটির সম্পাদক দিব্যেন্দু হাজরা জানালেন, আমাদের মন্দিরটি এবারে অভিনবভাবে গড়ে তোলা হবে, যার নির্মাণের দায়িত্বে আছে শিল্পা ডেকোরেটার্স। মৃৎশিল্পী হলেন অসিত রঞ্জন জোয়ারদার। সাবেকি ঘরানার প্রতিমা এখানে তৈরি হচ্ছে, পরনে থাকবে বেনারসি শাড়ি এবং মাটির গহনা।

অন্যান্য বছরের মতো সুভাষ উদ্যান মাঠ জুড়ে বসবে মেলা। পুজোয় ক'দিন ধরে চলবে সেই মেলা। প্রচুর দর্শনার্থীদের সমাগম হয়। আমাদের সুভাষ উদ্যান মাঠে আশা করছি এবারও দর্শনার্থীরা নিরাশ হবেন না। পূজা উপলক্ষে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি।

অধিক সপ্তমীতে কিভাবে হবে মায়ের আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাঁদের অবস্থানের জন্যই তিথি পরিবর্তন হয়। তাই জন্য সূর্য মাসের সঙ্গে চন্দ্র মাসের মিল থাকে না। চন্দ্রের তিথি ধরেই হয় বেশিরভাগ পুজো। দুর্গাপুজো সহ বিভিন্ন পুজোর দিন তাই বদল হয়। বাসন্তী কালে বাসন্তী পুজো বা বাসন্তী দুর্গা পুজো হল নির্ধারিত দুর্গা পুজো। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের অকালে দুর্গাপূজার আখ্যান তুলে ধরেন। যেহেতু রামচন্দ্র শরৎকালের আশ্বিন মাসের শুক্লাপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে মাকে অকালে জাগিয়ে তোলেন এবং আশীর্বাদ নিয়ে দশমীর দিন বধ করেন অশুভ শক্তিধর রাবণকে। সেই থেকেই এখনকার প্রচলিত অকাল বোধনের দুর্গা পুজোর সূচনা।

কেন অকাল বলা হয়? তার কারণ হল দক্ষিণায়ন যা শুরু হয় আষাঢ় মাস থেকে। সেই সময় দেবতারা নিদ্রায় রত থাকেন আর ঠিক তার ৬ মাস পরে উত্তরায়ন শুরু হয়। পৌষ সংক্রান্তির পর থেকে সেই সময় দেবতারা জাগ্রত থাকেন। এই নিদ্রা ভঙ্গন করা হয়েছিল অকালে। তাই এই শারদীয় দুর্গাপুজো অকালের পুজো।

কেউ কেউ দুর্গা পুজো ১ মাস, ১৫ দিন, ৯ দিন বা ১ সপ্তাহ ধরে করলেও বহুল প্রচলিত ভাবে ষষ্ঠীর দিনকেই মায়ের বোধন করে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সপ্তমীতে প্রকৃতির পুজো অর্থাৎ নবপত্রিকা স্নানের মাধ্যমে ঘট স্থাপনে শুরু হয় দেবি আরাধনা।

এই তিথির হেরফেরে দুর্গাপুজোর সময় নির্ঘণ্ট তৈরি করেন পন্ডিতরা। কোন কোন বার দেখা গিয়েছে অষ্টমী–নবমী একই দিনে পড়েছে বা নবমী–দশমী একই দিনে পড়েছে। কিন্তু এই বছর বাঙালি একটু হলেও বেশি আনন্দিত। কারণ এবার সপ্তমী দুদিন। পুজো একদিন বেশি তাই আনন্দও অনেক বেশি। কিভাবে হবে ওই অধিক দিনের পুজো সেই ব্যাখ্যায় করলেন সর্বভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ ড. জয়ন্ত কুশারী। তিনি বলেন, 'শাস্ত্রে বলা আছে শুক্লাপক্ষের যে তিথিতে সূর্যোদয় হয়, সেই তিথিটিই গ্রাহ্য হয়। আবার সূর্যোদয়ের পর তিথিটি অন্তত ১ মূহুর্ত অথাৎ ৪৮ মিনিট স্থায়ী হতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন গোটা একটা মুহুর্ত পায়নি তবে যেহুতু সপ্তমী তিথিতেই সূর্যোদয় হচ্ছে তাই সেই দিনটিকে সপ্তমী বা

অধিক সপ্তমী হিসেবে ধরা হবে, অষ্টমী ধরা যাবে না। স্বাভাবিকভাবে প্রথম যে সপ্তমীতে সূর্যোদয় হয়েছে মূল পুজো সেই দিনই হবে। এবং দ্বিতীয় দিন সূর্যোদয়ের পর যেটুকু সময় পাওয়া যাবে সেই সময়ের মধ্যে যেটুকু করা সম্ভব হবে ততটাই করা হবে। সপ্তমী তিথি শেষ হলে আর পুজো করা যাবে না। ঠিক যেমন পরীক্ষার সময় শেষ হলে শিক্ষক বা শিক্ষিকা খাতা কেড়ে নেন সেইরকম ভাবেই তিথি শেষেই মা খাতা কেড়ে নেবেন। অর্থাৎ কোনো ষোড়োশপ্রচার বা দশপ্রচার করা যাবে না, পঞ্চপ্রচারে পুজো করতে হবে। তবে ন্যাসগুলি করতেই হবে। অধিক সপ্তমীতে পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে মাকে ভোগ রাগের সম্ভব হবে না তাই ওই অল্প সময়ের মধ্যে এক বাটি পায়েস দিয়েই পূজা সারতে হবে। আসলে এই দূর্গা মহাপুজো হল তিথিকৃত্ত অর্থাৎ সবকিছুই তিথির মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। আর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনটি তিথি ধরেই মহাস্নান, দান এবং যজ্ঞ সম্পন্ন হয় অতিভক্তি সহকারে। কিন্তু মানবিক দিক থেকে যদিও শাস্ত্র পুরোটাই মানবিক তাও যে যার নিজের মানবিকতার খাতিরে পরে মাকে ভোগ উৎসর্গ করতেই পারেন। যদিও শাস্ত্র এটা বলছে না। শাস্ত্র বলছে তিথির মধ্যেই একটু পায়েস করে দিলেই চলবে।

দুর্গাপুজো সঠিকভাবে এবং শাস্ত্রীয় মত অনুযায়ী পৌরহিত্যের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই চলছে শোভাবাজার রাজবাড়ির ঠাকুর দালানে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাচ্য বিদ্যা অ্যাকাডেমির উদ্যোগে বহু পুরোহিত অংশগ্রহণ করেছেন।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

বিদ্যানগর মাল্টিপারপাস স্কুলে পুস্তক প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যানগর মাল্টিপারপাস স্কুলের গ্রন্থাগারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের জীবনী নিয়ে এক বিশেষ গ্রন্থ প্রদর্শনী হয়ে গেল ২৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রদর্শনীতে মোট ১০০টি মূল্যবান বই স্থান পেয়েছে। বইগুলি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার বিভাগের সহযোগিতায় আনা হয়েছে।

প্রতিদিন টিফিন পিরিয়ড অর্থাৎ দুপুর দেড়টা থেকে ২টো ১৫ মিনিট পর্যন্ত প্রদর্শনীটি ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য খোলা ছিল। প্রদর্শনীকে ঘিরে ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। তারা নিজের হাতে বই তুলে নিয়ে দেখছে এবং গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট স্থানে বসে মনোযোগ সহকারে পড়ছে।

প্রদর্শনীতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী সংক্রান্ত বইগুলি ছাত্র–ছাত্রীদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। এছাড়াও ভগৎ সিং, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু প্রমুখ বিপ্লবীদের জীবনী সংক্রান্ত বইগুলিও সকলের নজর কেড়েছে। বিশেষ করে

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্ররা ছবি–সহ বইগুলো বেশি আগ্রহ নিয়ে পড়ছে।

প্রদর্শনীতে উপস্থিত এক ছাত্র জানায়, 'এই প্রদর্শনী অসাধারণ। না দেখলে বোঝা যায় না। এত বই, এত বিপ্লবীকে আমরা একসঙ্গে পাবো ভাবিনি। বইগুলো পড়ে আমরা খুব আনন্দ পাচ্ছি।' অন্য আর এক ছাত্রের আবেদন, 'শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কাছে অনুরোধ, যাতে আরও বেশি করে এই ধরনের প্রদর্শনী হয়।'

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাননীয় অনিন্দ্য নস্কর মহাশয়। তিনি বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে বিপ্লবীদের সম্পর্কে সচেতনতা ও দেশপ্রেমের চেতনা আরও বাড়িয়ে তুলবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রদর্শনীর আরও আয়োজন করা হবে বলে তিনি জানান। এই সহযোগিতার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বাঁকুড়া এমডিবিডিএভি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির সিবিএসসি বোর্ড পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ওলটিওরা–২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সুব্রত গুপ্ত (আইএস), পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত (আইএস)। অন্যান্য অতিথিবৃন্দ হিসেবে ছিলেন বাঁকুড়া ডিআইজি অভিষেক মোদি, জেলা পুলিশ সুপার সতীশ পশুমার্থী, অতিরিক্ত জেলাশাসক চিরন্তন প্রামাণিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন মাইতি, এবং পাপিয়া মুখার্জি, আর.ও., পশ্চিমবঙ্গ জোন,ডিএভিআই। অনুষ্ঠানে আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণু বাজোরিয়া, ডোনার ফ্যামিলির প্রতিনিধি, বিনয় বাজোরিয়া, এলএমসি সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ডিএভি বিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যক্ষগণ। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল সিবিএসসি বোর্ড পরীক্ষায় দশম শ্রেণির ৫১ জন ও দ্বাদশ শ্রেণির

১৯ জন কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার ও তাদের অভিভাবকদের সম্মাননা প্রদান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য আইভি রায়, যে পশ্চিমবঙ্গে সিবিএসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। তার এই অসাধারণ সাফল্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা গর্বিত ও আনন্দিত হন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ১২ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ২,৭৪,২৪১/– টাকার বিশেষ স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের আরও ভালো ফলাফল করার জন্য উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বর্তমান সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত প্রসারের ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করেন। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতিকে ভয়ের কারণ হিসেবে না দেখে এর সঙ্গে নিজেদের দক্ষ করে তুলতে হবে। এআই সম্পর্কে জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের পরিবর্তিত কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হয়ে উঠতে পারবে এবং নিজেদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করতে পারবে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির সঠিক ও ইতিবাচক ব্যবহার করে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তারা শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা কৃতী শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জনের জন্য শুভেচ্ছা জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও আনন্দমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। কৃতী শিক্ষার্থীদের সাফল্যকে সম্মান জানানো এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় উদ্যোগ হিসেবে সকলের মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছে।

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস

সোমনাথ পাল : বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে কলকাতা হার্ট লাং সেন্টারের উদ্যোগে সার্ভে পার্কের ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন ক্লাবে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের মূল বিষয় ছিল হৃদরোগ ও স্ট্রোক প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং রিহ্যাবিলিটেশন।

অনুষ্ঠানে চিকিৎসকেরা বলেন, হৃদরোগ, স্ট্রোক, সিওপিডি, অ্যাজমা, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে রিহ্যাবিলিটেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম, সঠিক চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং রোগীকে দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে। স্ট্রোকের পর রোগীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতেও নিউরো রিহ্যাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ডাঃ পি কে হাজরা বলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পেশি ও অঙ্গগুলির ক্ষমতা কমতে পারে। তাই প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শে নিয়মিত ব্যায়াম করা দরকার। অনেক রোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন রিহ্যাবিলিটেশন চালিয়ে যেতে হয়। ডাঃ সত্যজিৎ বেহেরা বলেন, রিহ্যাবিলিটেশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও সচেতনতার অভাব রয়েছে। হৃদরোগ ও ফুসফুসের সমস্যার চিকিৎসার পাশাপাশি শরীরের শক্তি ও কাজের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে রিহ্যাব খুব জরুরি। অনুষ্ঠানে রোগীরা তাঁদের সুস্থ হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতাও জানান। গান, নাচ ও কেক কাটার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

প্রাক্তন আইপিএসকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ সেপ্টেম্বর এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রাক্তন পুলিশ আধিকারীক ভারতী ঘোষকে সম্মানিত করলো প্রত্যন্ত সুন্দরবনের জীবনতলা থানার অন্তর্গত আঠারোবাঁকি পঞ্চায়েতের 'সুন্দরবন আল–হিকমাহ মিশন'। এদিন মিশনের তরফে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রাক্তন আইপিএস। মিশনের ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র সহ বই, খাতা, কেক তুলে দেন তিনি। তিনি বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্র রাজনীতি, ধর্ম না থাকাই ভালো। কারণ এই তিন জিনিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে রাখলে সমস্ত দিক থেকেই অগ্রগতির পথে পা রাখবে ভবিষ্যত প্রজন্ম।

অন্যদিকে, এদিন অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়ার সময় অনেকেই ভুলে যায়। সে প্রসঙ্গে সাফাই দিয়ে ভারতী ঘোষ বলেন, 'এক সাথে অনেকেই গাইতে গিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। তার উপর প্রস্তুতিও ছিল না। ফলে ব্যাঘাত ঘটেছে মাত্র।'

দমদমে শিক্ষক দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার দমদম বিধানসভার অন্তর্গত বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার পক্ষ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর, দমদম ক্যান্টনমেন্টের মন্দির রোডে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট অমিতাভ রায়, ড. আনন্দ বাগচী প্রমুখ।

এই অনুষ্ঠানে ২২ জন শিক্ষককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি ৪০ জন কৃতী ছাত্র–ছাত্রীকে সম্বর্ধিত করা হয়। একই সঙ্গে ছিল গুণীজন সম্বর্ধনা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সহ সভাপতি পার্থ ভদ্র।

নারীদের স্বনির্ভরতায় 'অনন্যা'র উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, স্বনির্ভরতা এবং উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নিল জীবিকা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি। সংস্থার উদ্যোগে কলকাতার ডায়মন্ড হারবার রোডের মিনার্ভা গার্ডেনে গড়ে উঠেছে 'অনন্যা' নামে একটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে 'অনন্যা'র উদ্বোধন করেন নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সুচীরানী দাস, অভিনেতা অনীমেশ ভাদুড়ি এবং জীবিকা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির নির্দেশক ডালিয়া রায়। অনুষ্ঠানে দক্ষতা উন্নয়ন ও মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মহিলা ও তরুণ–তরুণীদের কর্মমুখী দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করে তাঁদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি করাই 'অনন্যা'র অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রাথমিকভাবে এখানে প্রফেশনাল বিউটিশিয়ান, বেকারি ও কনফেকশনারি, জুয়েলারি মেকিং, হস্তশিল্প এবং নার্সারি প্ল্যান্টেশনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বিউটিশিয়ান প্রশিক্ষণের মেয়াদ দুই মাস এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের মেয়াদ এক মাস।

জীবিকা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির নির্দেশক ডালিয়া রায় বলেন, 'অনন্যা তৈরির মূল উদ্দেশ্য হল বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মহিলা ও তরুণ–তরুণীদের এমন ব্যবহারিক দক্ষতা শেখানো, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের এলাকাতেই কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারেন। বাড়ি থেকেই বিউটিশিয়ান পরিষেবা, গয়না তৈরি, বেকারি বা হস্তশিল্পের ছোট উদ্যোগ শুরু করে তারা আয় করতে পারবেন।' তিনি আরও জানান, 'অনন্যা'কে শুধুমাত্র একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে ভবিষ্যতে শেখা, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং নতুন উদ্যোগের পরিকল্পনার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য রয়েছে। পাশাপাশি এখানে লাইব্রেরি ও লার্নিং রিসোর্স সেন্টার তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে মিনার্ভা গার্ডেনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হবে।

সেবাকার্যে স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির 'আজমি কেয়ারস ফাউন্ডেশন'–এর প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা ড. সাকিব খান সমাজসেবার ক্ষেত্রে এক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। তিনি মূলত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁর এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি নয়াদিল্লিতে 'রাইজিং স্টার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৬' ও 'ইয়াং সোশ্যাল ওয়ার্কার ইন হেলথকেয়ার

অ্যাওয়ার্ড ২০২৪' এবং কলকাতায় মর্যাদাপূর্ণ 'পশ্চিমবঙ্গ গৌরব সম্মান ২০২৪' অর্জন করেছেন।

'আজমি কেয়ারস ফাউন্ডেশন'–এর মাধ্যমে ড. খান ও তাঁর দল স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্প আয়োজন, অস্ত্রোপচারে সহায়তা প্রদান, শিক্ষার্থীদের সহায়তা, রক্তদান বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মতো নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন। অর্থবহ সমাজসেবার ব্রত নিয়ে ড. খান একটি সুস্থ সমাজ গঠন, যুবসমাজের ক্ষমতায়ন এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। 'মানবতা ও দেশের সেবা করা কেবল একটি দায়িত্বই নয়—এটি একটি সম্মান।'

প্রকাশিত হল 'ইটারনাল সংস্'

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৫০টি নির্বাচিত গানের সৌম্য ভট্টাচার্য–কৃত ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'ইটারনাল সংস্'। প্রকাশক হাওয়াকল পাবলিশার্স। সৌম্যের ব্যতিক্রমী অনুবাদের বিশেষত্ব হল শুধু গানের ভাব বা বক্তব্য নয়, মূল রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ, অন্ত্যমিল এবং কাব্যিক সৌন্দর্যকেও তিনি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন।

৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের সন্ধ্যায় কলকাতার মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স হলে ঋক প্রকাশনী ও হাওয়াকল পাবলিশার্সের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষক প্রমিতা মল্লিক বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

পেশায় চিকিৎসক নেশায় সাহিত্যিক ড. সৌম্য ভট্টাচার্য বলেন, কোনও গান বা কবিতার মুক্ত অনুবাদে ভাব তথা ব্যঞ্জনা প্রাধান্য পেলেও তাতে অনেক সময় মূল রচনার ছন্দ ও অন্ত্যমিল হারিয়ে যায়। ফলে গানের বাণীর বিন্যাস ও ধ্বনিময়তার যে বিশেষ সৌন্দর্য, তা অনুবাদে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা গানের ছন্দ, অন্ত্যমিল এবং গীতিময়তাকে মাথায় রেখে তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রায় দু হাজার গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে মাত্র ৫০টি নির্বাচিত গান এই বইয়ে অনূদিত হয়েছে। কিন্তু এই সামান্য অংশের মাধ্যমেও যদি অ–বাংলাভাষী পাঠক রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের একটি আভাস পান, তবে তা–ই হবে এই উদ্যোগের সার্থকতা।

এদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম নিয়ে দৃশ্য–শ্রাব্য উপস্থাপনা করেন বিশিষ্ট গ্রাফিক ডিজাইনার অধ্যাপক পিনাকী দে। অনুবাদচর্চার পরম্পরার দিক থেকে সৌম্যবাবুর অনুবাদের উৎকর্ষ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অসীম মণ্ডল।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল অনুবাদকের স্বকণ্ঠে (তাঁর অনূদিত গানগুলির মূল বাংলা রূপের) গায়ন। প্রতিটি গানের আগে ইটারনাল সংস্ থেকে সেই গানটির সৌম্য–কৃত ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেনসিয়াল কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র ঋক ভট্টাচার্য।

শিক্ষক দিবস উদযাপন ও কৃতি সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অমিত সামন্তর পৌরহিত্যে এবং ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ৫ সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে উদযাপিত হল শিক্ষক দিবস।

জয়পুর পঞ্চানন রায় কলেজের বর্ষীয়ান অধ্যক্ষ সৌমিত্র সরকার বিধায়ক অমিত সামন্ত এবং বিশিষ্ট কবি স্বপন নাথ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্পাদক বিকাশ পাত্র, চিত্তরঞ্জন মান্না ও সংগঠনের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগণের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে আমতা–২ নং পঞ্চায়েত সমিতির (জয়পুর) ভিডিওর কনফারেন্স হলে ২৫ টি হাইস্কুল সহ ২৫০ জন কৃতী ও অতিথি অভ্যাগত মিলিয়ে ৩০০ জনের হাতে সার্টিফিকেট, মোমেন্টো ও অর্ঘ্য হিসেবে সাজিয়ে সম্মানিত করেন সংগঠনটি।

নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও জাতীয় স্তোত্র পাঠের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষিকা গণ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। দেবী সরস্বতী, ভারত মাতা, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ও ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের নন্দন তথ্যের ব্যাখ্যা করেন অধ্যক্ষ সৌমিত্র সরকার। বিধায়ক অমিত সামন্ত বন্যা দুর্গত উদয়নারায়ণপুরবাসীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে, সর্বক্ষণ তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকারের মাধ্যমে শিক্ষক রূপকার বৃন্দদের স্মারক সম্মানে ভূষিত করেন এবং শিক্ষার্থী শিক্ষক সম্পর্কের উন্নতি বিধানে আশীর্বাদ ধন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র–র পক্ষ থেকে বিধায়ক অমিত সামন্তকে মানপত্র প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়।

সভাপতি স্বপন নাথ এবং সম্পাদক বিকাশ পাত্র উভয়ের বক্তব্যেই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বিকাশ ও তার পরিবর্ধনের মাধ্যমে অমিতের পথচলা কে সুগম করার অঙ্গীকার উঠে আসে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির রূপ কল্পনায় দীপু দত্ত, তড়িৎ আশ, রিমা আশ, রানু আশ, রিয়া ঘোষ, কৈলাশ মান্নার নাম তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলোকিত হয়। মৌমিতা ধাড়া ও মৌনিশা ব্যানার্জীর সুষ্ঠু সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও বর্ণময় হয়ে ওঠে।

পুলিশের চাকরি করেও অগাধ সাহিত্য চর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাঁর মূল্যবান কবিতা পড়লে মনের মধ্যে আকাশ জুড়ে এক অনন্য নিদর্শন তৈরি হয়। শিশুদের জন্য অফুরন্ত কবিতা ও স্মৃতিকথা সহ একাধিক বিষয়ে কবিতা তরুণ লিখছেন তরুণ কবি সাহিত্যিক সজল সাঁতরা। শিশুদের সাহিত্য সেবায় তাঁর অনন্য প্রয়াস বাংলাকে নতুন আলোকে আলোকিত করেছেন। তবু তিনি জনমানসে প্রচারের আড়ালে রয়ে গেছেন। মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেন যে কবি, সেই কবি যদি উপেক্ষিত হন তবে কার না দুঃখ হয়। শিশুদের এবং বড়দেরকে নতুন সাহিত্য সাধনায় এগিয়ে আসতে সাহস যোগান সজলের মতো কবি সাহিত্যিকরা। বলাই বাহুল্য পুলিশ–কবি এই সমন্বয় প্রায় বিরল বললেই চলে।

হুগলীর ধনিয়াখালি বোসো প্রিয়নাথ হাই স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় ওই স্কুলের ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম চাপার অক্ষরে কবিতা প্রকাশ পায়। নিজের লেখা কবিতা স্কুলের পত্রিকায় বেরানোর পর থেকেই লেখালেখির প্রতি ঝোঁক বাড়ে। প্রচন্ড আর্থিক সংকটের জন্য উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনায় ছেদ টানতে হয়। তবে সাহিত্যচর্চায় সেটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। অদম্য জেদ আর অধ্যবসায় সে চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি বিশ্ব সাহিত্য সম্মেলনের মঞ্চে দেশ বিদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে সে স্মারক পদক অর্জন করেন। ওই সময় থেকেই সাহিত্য সাধনায় নিজেকে উজাড় করে দিয়ে বিকশিত হতে থাকেন। তবুও তিনি সাদামাটা। সজলের বাড়ি হুগলির ধনিয়াখালির শিবাইচন্ডী গ্রামে।

সজলের কাব্যখ্যাতি গ্রামাঞ্চলের গণ্ডী থেকে শহরের সীমা ছাড়িয়েছে। রসিক পাঠকদের চোখে তাঁর কবিতা মনমুগ্ধ। আর্থিক সঙ্কটে পুঁথিগত বিদ্যায় বেশি দূর এগোতে না পারলেও, প্রতিবন্ধকতায় হার না মেনে জীবনে লেখক প্রতিভায় সাফল্য পায়।

প্রসঙ্গত, মাত্র আড়াই বছর বয়সে বাবা অজয় সাঁতরা মারা যান।

তিনি চাষবাস করতেন। মা রেবা সাঁতরা অনেক কষ্ট করে সজলকে বড় করে তুলেছেন। তখন পেট চালানোর জন্য আনাজ বিক্রি, সেই সঙ্গে ১০০ দিনের কাজে মাটি ফেলা, কখনও আবার বিজ্ঞাপন সংস্থার হয়ে পোস্টার লাগানোর কাজও করেছেন। এমনকী ট্রেলারের কাজে হেলপার ছিলেন। ২০১৩ সালে সিভিক ভলেন্টিয়ার পদে হুগলি গ্রামীণ পুলিশে ধনেখালি থানায় যোগ দেন। তাঁর স্ত্রী চুমকি তাঁকে সর্বদা প্রেরণা জোগান। তাঁর এক ছেলে সামন্তন ও মেয়ে সম্পূর্ণা রয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ার সজলের সাহিত্য চর্চার প্রশংসায় পঞ্চমুখ পুলিশের কর্তারা। ২০২৪ সালের ৩ নভেম্বর আসামে সাহিত্য পুরস্কারে তাকে ভূষিত করা হয়। সদ্য ৩০ আগস্ট কলকাতা বিদ্যাসাগর মেট্রেপলিটান কলেজের সভাঘরে কাব্যতীর্থ সম্মাননা দেওয়া হয়। এর আগে ২০২৫ সালে কলকাতায় আয়োজিত রবীন্দ্র সদনে রাজ্য সরকারের তরফে সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' প্রকাশিত হয়। আরও দুটি বই 'জীবনের জলছবি' ও 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' খুব শীঘ্রই প্রকাশ পাবে। উল্লেখ্য, তাঁর লেখা গান বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। বাংলা আমার মাতৃভূমি, বাংলা নারীর টান গানটি গেয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী স্বদেশ চ্যাটার্জী ও সাগরিকা চ্যাটার্জী। মূলত তাঁর লেখা দায়িত্বশীল সমাজ জাগরণের বার্তা, প্রতিবাদী আন্দোলনের নিয়ত নিরলস প্রচেষ্টা। সজল বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতা পছন্দ করেন, তবে পুলিশের মতো দায়িত্বশীল পেশায় থেকে সজল যেভাবে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছেন তাহাতে পুলিশ মহলের মুখ উজ্জ্বল করেছেন সে জন্য তাঁকে স্যালুট জানাই।

শিশুদের মোবাইল আসক্তি দূরীকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চেতলা আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ সেপ্টেম্বর সবপেয়েছির আসরের শাখা চেতলা আসরের ৭০ তম বার্ষিক শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হল যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমি মঞ্চে। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সংগঠনের সম্পাদক গৌতম নন্দী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী, তিনি সোনার কাঠি ভাই বোনেদের নেতাজির ছোটবেলার কথা বলে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সবপেয়েছির আসরের সাধারণ সম্পাদক জয়দেব বারুই, উপস্থিত ছিলেন চেতলা আসরের সভাপতি অরুণ কুমার দত্ত।

উদ্বোধনী সংগীত আগুনের পরশমনির সাথে সাথে সকলের হাতে জ্বলে ওঠে প্রদীপ। এই গানের পরিচালনায় ও অংশগ্রহণে ছিল দেবারঘ্য দত্ত সঙ্গে ছিল প্রতিম কোলে, গীতশ্রী চট্টোপাধ্যায়, শুভশ্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্কা পাত্র, আবির প্রসাদ, সুমি রজক, অনুরিমা গাঙ্গুলী ও আজরা ইসরাত। তবলায় সঙ্গত করে সত্যজিৎ দাস, বেহালা বাজান বাপ্পা মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ বাদ্যযন্ত্রে ছিলেন বিপ্লব কুমার দাস।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অমিত নন্দীর রচনা ও সুরে, শঙ্কর কর্মকারের সঙ্গীত পরিচালনায়, সোহিনী সরকারের নৃত্য পরিচালনায় পরিবেশিতে হয় 'পরীর মায়া'। কণ্ঠ ও সংগীতে ছিলেন শংকর কর্মকার, আত্রেয়ী ভট্টাচার্য, রাখি চ্যাটার্জি, সারোদা চ্যাটার্জী, শুক্লা দাস, রমা কর্মকার ও সঞ্জয় সিংহ রায়। নৃত্যে অংশগ্রহণ করে শ্রীনিকা দত্ত, অনুরিমা গাঙ্গুলী, সূর্য দাস, সংযুক্তা রায়, উদিতা মান্না, শুভাঙ্গী সরকার, সোহিনী সরকার, শ্রেষ্ঠা দত্ত, মধুমিতা মান্না, প্রিয়াঙ্কা গিরি, সৃষ্টি ঠাকুর, অবন্তিকা পাসওয়ান, পিয়াসা কর্মকার, অবনী সাউ, রুহি রায়, সঞ্চিতা দাস সহ অন্যান্যরা।

এছাড়াও খুদেদের নাটক 'আজব দেশের পালা' দর্শকদের মন জয় করেছে। নাটক রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন সমর রায়চৌধুরী, আলো গৌরব মুখার্জি, আবহও স্বরূপ কর্মকার, রূপসজ্জা ও পোশাক সঞ্জয় রায়। অয়ন সরদার, সুমনা সাহা, প্রিন্স দুবে, রোহন সাও, সারফরাজ আনোয়ার, সংযুক্তা রায়, সহ অন্যান্যরা অভিনয় করে।

ছোটরা যাতে নাচ–গান খেলাধুলা করতে করতে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে চোখের সামনে থেকে মোবাইল সরিয়ে রেখে এমনই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে চেতলা আসর।

আতশ কাচে

বাংলা রানার্স

অনূর্ধ্ব–১৬ ডি বি রায় ট্রফির ফাইনালে মণিপুরের কাছে ১–৩ গোলে হারল বাংলা। বেঙ্গালুরু ফুটবল স্টেডিয়ামে শুক্রবার সকালে একতরফা দাপট দেখিয়ে ম্যাচ জিতে জাতীয় জুনিয়র ফুটবলের শিরোপা তুলে নিল মণিপুর। বিরতিতেই ২–০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল তারা। দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন দেবরাজ দাস। ব্যবধান কমালেও ম্যাচে আর ফিরতে পারেনি বাংলা। শেষ পর্যন্ত আরও একটি গোল করে জয় নিশ্চিত করে মণিপুর।

৫ পদক

আহমেদাবাদে ওয়ার্ল্ড আর্চারি প্যারা সিরিজের স্টেজ থ্রিতে পাঁচটি পদক পেল ভারত। দু'টি সোনা, দু'টি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ এসেছে। কম্পাউন্ডে তোমান কুমার–শ্যাম সুন্দর স্বামী এবং রিকার্ভে হরবিন্দর সিং–বিজয় সুন্দি সোনা জেতেন। রিকার্ভে ভাবনা–পূজা ও মিক্সড ডব্লিউ১–এ স্বাতী–আদিল রুপো পান। ব্যক্তিগত ডব্লিউ১–এ ব্রোঞ্জ জেতেন স্বাতী।

ডার্বিতে ড্র

কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ও ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ ১–১ গোলে ড্র। বারাসাতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে ৩৮ মিনিটে মণবীর সিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ৬৩ মিনিটে মহম্মদ বিলালের গোলে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। দুই দলই আগেই সুপার সিক্সে জায়গা নিশ্চিত করায় ম্যাচটি ছিল নিয়মরক্ষার।

কলকাতায় কাফু

৩ অক্টোবর যুবভারতীতে ভারত–ব্রাজিল আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়ে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করলেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি কাফু। বৈঠকে ছিলেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবেও। ম্যাচ ঘিরে নিরাপত্তা, দর্শক নিয়ন্ত্রণ, ট্র্যাফিক ব্যবস্থা ও প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক মানের আয়োজন নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের তরফে সব ধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নতুন স্টেডিয়াম

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে দু'টি নতুন স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুরনিগম ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে বলে জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। আসানসোল বিদ্যাসাগর ময়দানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বীরাঙ্গনাবাহিনীর আয়োজিত একদিনের মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে এসে তিনি বলেন, সুযোগ ও পরিকাঠামো পেলে দেশের মেয়েরাও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পেতে পারেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় আটটি দল।

চ্যাম্পিয়ন ভারত

চিনা মাস্টার্সে প্রথম বার চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। ফাইনালে চীনের হে জি তিং ও রেন জিয়াং ইউকে ১১–২১, ২১–১৩, ২১–১৭ গেমে হারিয়ে খেতাব জেতেন ভারতীয় জুটি। এর আগে ২০২৩ ও ২০২৫ সালে চিনা মাস্টার্সের ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল তাঁদের। চলতি মরশুমে এটি সাত্ত্বিক–চিরাগের দ্বিতীয় খেতাব। এর আগে সিঙ্গাপুর ওপেন জিতেছিলেন তাঁরা।

ফিরছে নীল

এশিয়ান গেমসে ফের ঐতিহ্যবাহী নীল জার্সিতে দেখা যাবে ভারতীয় হকি দলকে। আসন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম পছন্দের কিট হিসেবে নীল রং বেছে নিয়েছে হকি ইন্ডিয়া। বিকল্প গেরুয়া জার্সি। সম্প্রতি হকি বিশ্বকাপের আগে গেরুয়া জার্সি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। নীল জার্সিতে ফিরছে ভারত। অতীতে জার্সির রং বদল নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও এশিয়ান গেমসে ঐতিহ্যই ফিরছে।

নামেই ভারত–পাক মহারণ
মাঠে একতরফা ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : নামেই ভারত–পাক মহারণ! মাঠে যেন একেবারেই আলাদা দুই মেরু। এশিয়া কাপে ভারতের মহিলা দলের সামনে দাঁড়াতেই পারল না পাকিস্তান। ব্যাট হাতে চূড়ান্ত ব্যর্থতা, বোলিংয়েও ভারতের উপর কোনও চাপ তৈরি করতে না পারা—সব মিলিয়ে ২০০তম টি–টোয়েন্টি ম্যাচে পাকিস্তানের এমন ভরাডুবি, যা তাদের ক্রিকেটের বর্তমান ছবিটাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। মাত্র ৫৫ রানে গুটিয়ে গিয়ে ভারতের কাছে সাত উইকেটে হারল পাকিস্তান।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ফতিমা সানা। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে ফিরল। শুরু থেকেই নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে পাকিস্তান। ভারতের স্পিনারদের সামনে রান করার মতো ন্যূনতম পরিকল্পনাও দেখা গেল না। শ্রী চরণী ও প্রেমা রাওয়াত তিনটি করে এবং দীপ্তি শর্মা দু'টি উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের ব্যাটিংকে কার্যত ছিন্নভিন্ন করে দেন। অধিনায়ক ফতিমা সানাও খাতা খুলতে পারেননি।

পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের হাল এতটাই বেহাল ছিল যে ২০ ওভার খেলার আগেই ইনিংস শেষ হয়ে যায়। মুনিবা আলি ১৩, শাওয়াল জুলফিকার ১৪ রান করে কিছুটা চেষ্টা করলেও বাকিরা ভারতের স্পিনের সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করেন। রান–আউটের মতো হাস্যকর ভুলও দেখা যায় পাকিস্তানের ইনিংসে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং তো দূরের কথা, উইকেটে টিকে থাকার মৌলিক লড়াইটুকুও করতে পারেনি তারা। ৫৬ রানের সহজ লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারতও তিন উইকেট হারায়। শেফালি ভার্মা ১২, স্মৃতি মান্ধানা ৯ এবং প্রতীকা রাওয়াল ৪ রান করে ফেরেন। কিন্তু তাতে ম্যাচে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা ফেরেনি। হরমনপ্রীত কৌর ১৮ এবং দীপ্তি শর্মা ১২ রানে অপরাজিত থেকে মাত্র ৬৮ বল বাকি থাকতেই দলকে জিতিয়ে দেন।

আন্তর্জাতিক যোগা মঞ্চে উজ্জ্বল অন্ডালের চার কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ৪ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ইউওয়াইএসএফ এশিয়া প্যাসিফিক ২০২৬ আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে নজর কাড়ল অন্ডালের চার কন্যা। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজেদের বিভাগে শীর্ষস্থান দখল করে পদক জয় করেছে উখরার বাসিন্দা মন বাদ্যকর, সঞ্জিতা খাতুন, বহুলার অনুষ্কা পাল ও খান্দরা গ্রামের বাসিন্দা ভাস্বতী বটব্যাল। বাড়ি ফেরে চার কৃতী যোগা প্রতিযোগী। উখড়া রেলস্টেশনে পৌঁছতেই তাঁদের ঘিরে শুরু হয় উচ্ছ্বাস। সেখান থেকে উখড়া গ্রাম পর্যন্ত শোভাযাত্রা করে তাঁদের সংবর্ধনা জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই চার কন্যার সাফল্যে গর্বিত গোটা খনি অঞ্চল । তাঁদের এই সাফল্য আগামী প্রজন্মকে যোগাসনের প্রতি আরও উৎসাহিত করবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

মুর্শিদাবাদে বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় দাপট বঙ্গসন্তানদের

মলয় সুর : ৭ সেপ্টেম্বর দিনভর টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ভাগীরথীর বুকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাঁতার প্রতিযোগিতা ৮১ কিলোমিটার ও ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে দুই বিভাগে বাংলার সাঁতারুদের মাথায় উঠল জয়ের শিরোপা। ৮০ তম ঐতিহ্যবাহী এই সন্তরণ প্রতিযোগিতার আয়োজক মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। ৮১ কিমি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন ২ জন মহিলা সহ ২৭ জন পুরুষ সাঁতারু। ৮১ কিলোমিটারে চ্যাম্পিয়ন হয় বর্ধমানের ছেলে প্রত্যয় ভট্টাচার্য। সে সময় নেয় ১০ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড। এই নিয়ে প্রত্যয় ৪ বার জয়ের শিরোপা ছিনিয়ে নিলেন। ফিনিশিং পয়েন্ট ছিল বহরমপুরের গোরাবাজার কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সাঁতারু পলাশ চৌধুরী। সে ১০ ঘণ্টা ৪২ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড সময় নেয়, আর তৃতীয় স্থান হন বাংলাদেশের মহঃ নুরুল ইসলাম। তিনি সময় নেন ১০ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ২৭ সেকেন্ড।

অপরদিকে, ১৯ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয় জিয়াগঞ্জ সদর ঘাটে। এতে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ৫৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। মহিলা বিভাগে প্রথম হন ঐশানী সরকার, তিনি সময় নেন ২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ০৪ সেকেন্ড। দ্বিতীয় হন সোনিয়া আক্তার। তিনি সময় নেন ২ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ৫২ সেকেন্ড। তৃতীয় হন মৌবনী পাত্র। সময় নেন ২ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড। পুরুষ বিভাগে প্রথম হন বাংলাদেশ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের ফয়সাল আহমেদ (২ ঘণ্টা ০৯ মিনিট ১৬ সেকেন্ড) দ্বিতীয় হন গৌরব কাভেরী (২ ঘণ্টা ০৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড), তৃতীয় হন দিতানু ঘোষ (২ ঘণ্টা ১০ মিনিট ১৬ সেকেন্ড)।

দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিদের দেখার জন্য ভাগীরথী তীরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ দাস বলেন, এই গর্ব শুধু বাংলার নয় সারা দেশের। কারণ এই দুই প্রতিযোগী বিশ্বের দরবারে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করল, যা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিধায়ক সুব্রত মৈত্র, ভগবানগোলার প্রাক্তন বিধায়ক চাঁদ মহম্মদ, নবগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দিলীপ সাহা প্রমুখরা।

ডার্বির মহাজয়ে ডুরান্ড জেতার পর রাষ্ট্রপতি ভবনে লাল হলুদের গর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কখনও কখনও একটা ট্রফি, শুধু ট্রফি থাকে না। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দীর্ঘ অপেক্ষা, অসংখ্য না–পাওয়া, গ্যালারির কান্না আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা আবেগ। ইস্টবেঙ্গলের ১৭তম ডুরান্ড কাপ জয়ও ঠিক তেমনই এক গল্প। যুবভারতীর গ্যালারিতে যে রাতে লাল–হলুদ সমর্থকেরা ২২ বছরের অপেক্ষার অবসান উদযাপন করেছিলেন, সেই সাফল্য এবার পৌঁছে গেল রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবারে। সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে 'প্রেসিডেন্ট'স কাপ' গ্রহণ করল ১৩৫তম ডুরান্ড কাপজয়ী ইস্টবেঙ্গল এফসি।

দেশের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে 'প্রেসিডেন্ট'স কাপ' নেওয়ার মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধিত্ব করেন দলের দুই ফুটবলার প্রভসুখন সিং গিল ও আনোয়ার আলি।তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার (নীতু), সৈকত গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রতিম কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল এন. এস. রাজা সুব্রামণি, চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল ধীরাজ শেঠ, চিফ অফ এয়ার স্টাফ এয়ার চিফ মার্শাল এ. পি. সিং এবং চিফ অফ নেভাল স্টাফ অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন। ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভি. এম. ভূবনা কৃষ্ণন, জিওসি–ইন–সি, ইস্টার্ন কমান্ড এবং ডুরান্ড কাপ আয়োজক কমিটির প্যাট্রনও।

উলুবেড়িয়ায় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন ৭০ জন প্রতিযোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উলুবেড়িয়া আমেচার এ্যকুয়াটিক ক্লাবের পরিচালনায় এবং ক্রীড়া ভারতীর হাওড়া জেলা সভাপতি তথা সাঁতারু আশীষ ব্যানার্জীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল সাঁতার প্রতিযোগিতা। ক্লাবের সভাপতি ড. রবিকার পাল ও ক্রীড়া ভারতীর বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের মোট ৭০ জন ছেলে–মেয়ে অংশ নেয়। মোট ১৭টি বিভাগে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। সাফল্য অর্জনকারী ৫১ জন প্রতিযোগীকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া মহিলা থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর সোনাম বাগচী। তিনি প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি সাঁতারের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় তৈরি করে দেশের সুনাম বয়ে আনার আহ্বান জানান। ক্রীড়া ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ সম্পাদিকা জয়ন্তী মণ্ডল ও বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকারও প্রতিযোগীদের উদ্দেশ্যে এদিন বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, সুস্থ ও সক্ষম ভারত গড়ে তুলতে খেলাধুলার প্রসার প্রয়োজন। শরীর ও মনের বিকাশে সাঁতারের মতো খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের স্বার্থে খেলাধুলায় নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও তারা প্রতিযোগীদের আহ্বান জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন ক্রীড়া ভারতীর হাওড়া জেলা সভাপতি আশীষ ব্যানার্জী।

নিজের ওজনের তিন গুণেরও বেশি ওজন তুলে রুপো কেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাত্র ৪৫.৭০ কেজি ওজন। সেই শরীরেই ১৪০ কেজির ডেডলিফ্ট। জলপাইগুড়ির কেয়া কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে আন্তর্জাতিক পাওয়ারলিফটিং মঞ্চে। দক্ষিণ আফ্রিকার সান সিটিতে আয়োজিত আইপিএফ বিশ্ব সাব–জুনিয়র ও জুনিয়র ক্লাসিক পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র মহিলা ৪৭ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন কেয়া। প্রতিযোগিতায় তাঁর ওজন ছিল ৪৫.৭০ কেজি। সেখানেই ডেডলিফ্টে ১৪০ কেজি তুলে নিজের ওজনের তিন গুণেরও বেশি ভার তোলার নজির গড়েন তিনি।

তবে শুধু ডেডলিফ্ট নয়, তিনটি বিভাগেই ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন কেয়া। স্কোয়াটে ৯০ কেজি, বেঞ্চ প্রেসে ৫০ কেজি এবং ডেডলিফ্টে ১৪০ কেজি তুলে তাঁর মোট সংগ্রহ ২৮০ কেজি। ডেডলিফ্ট বিভাগে ১৪০ কেজি তুলে রুপোর পদক পান তিনি। সোনা জেতেন ফ্রান্সের ইনেস হারবক্স, যিনি ১৬৫ কেজি তুলেছিলেন। একই ওজন তুলেও টাই–ব্রেকের বিচারে আয়ারল্যান্ডের ব্লাথনেইড ও'ডায়ারকে পিছনে ফেলে রুপো নিশ্চিত করেন কেয়া।

জাতীয় স্তরেও ইতিমধ্যেই নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন জলপাইগুড়ির এই তরুণী। ২০২৪ সালের জাতীয় পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতার পর ২০২৫ সালেও খেতাব ধরে রাখেন। চলতি বছরে বেঞ্চ প্রেস বিভাগেও জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এ বার সেই সাফল্যের ধারাই বজায় রাখলেন কেয়া।

বাংলার আরও এক প্রতিযোগী মধুরা করও এই প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছেন। সাব–জুনিয়র মহিলা ৫২ কেজি বিভাগে চারটি সোনা জিতেছেন তিনি। ৪৯.৩৫ কেজি ওজনের মধুরা স্কোয়াটে ১০৭.৫, বেঞ্চ প্রেসে ৬০ এবং ডেডলিফ্টে ১২৫ কেজি তুলে মোট ২৯২.৫ কেজি সংগ্রহ করেন। জাতীয় ও এশিয়ান স্তরেও সাফল্য রয়েছে তাঁর। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার মঞ্চে বাংলার দুই পাওয়ারলিফটারের পারফরম্যান্সই নজর কেড়েছে।

ভারত–জাপান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ সেপ্টেম্বর জাপানের তোচিগি প্রিফেকচারের সানো ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্রথম বার টি–২০ আন্তর্জাতিকে মুখোমুখি হবে ভারত ও জাপান। 'সুজুকি কাপ'–এর এই ম্যাচটি এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আগে আয়োজিত হচ্ছে। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তিও স্মরণ করবে ম্যাচটি। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার মতে, জাপানে ক্রিকেটকে নতুন দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের সূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারত। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবরের মধ্যে বেঙ্গালুরু, গোয়া ও কলকাতায় হবে মোট ১৩টি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ। সিনিয়র পুরুষ দল, মহিলা দল এবং বয়সভিত্তিক যুব দলগুলি অংশ নেবে। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ২৫ সেপ্টেম্বর পানামা, ৩ অক্টোবর ব্রাজিল ও ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ। কলকাতায় ৮ ও ১১ অক্টোবর রাশিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে ভারতীয় মহিলা দল। বেঙ্গালুরুতে ইরান ও উজবেকিস্তানের অনূর্ধ্ব–১৫ দলের বিরুদ্ধেও একাধিক ম্যাচ রয়েছে। সরকারি অনুমোদনের পরই চূড়ান্ত হবে পূর্ণ সূচি।

লজেন্স মাসির দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিনি ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া ফুটবলার নন, বা প্রাক্তন কোচ নন, এমনকি ক্লাবের কর্তাও নন, তবু ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের বড় প্রিয় তিনি বেশিরভাগ সমর্থকদের কাছে লজেন্স মাসি, আদর, আবদারের এই ডাকগুলোতে কবেই চাপা পড়ে গেছে, তবে তার আসল নাম যমুনা দাস। পরনে লাল–হলুদ শাড়ি, অথবা শাড়ির উপর ইস্টবেঙ্গল জার্সি। ইস্টবেঙ্গলের খেলা মানেই মাঠে হাজির তিনি। হাতে লজেন্সের বড় প্যাকেট। যুবভারতী হোক বা ইস্টবেঙ্গল মাঠ, জেলার মাঠ হোক বা ভিন্ন রাজ্যে, এক কথায় তিনি যেন ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধি, সমর্থকদের কাছে লজেন্স মাসি বলেই পরিচিত। লজেন্সের কোন ও নির্দিষ্ট দাম নেই, লজেন্স নিয়ে তাই যে যা পারে ভালবেসে টাকা তুলে দেয় তাঁর হাতে। কিছুদিন ধরে ইস্টবেঙ্গল খেলার দিন মাঠে লজেন্স মাসিকে দেখা যাচ্ছিল না। লজেন্স বিক্রি করে একাই সংসার চালান তিনি। বছর খানেক আগে তার স্বামীকে হারিয়েছেন, সন্তানও নেই।

প্রসঙ্গত, কোন্নগর ইস্টবেঙ্গল ফ্যানস ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে ১০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য নিয়ে তাঁর আগরপাড়ার উসমপুর বটতলার শীতলা গলির বাড়িতে পৌঁছান। এমনকি কোন্নগর মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাব ও সমর্থকরা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে মানবিকতার নজির গড়েছে। তাদের পক্ষ থেকেও আরও ২ হাজার টাকা তুলে দেন লজেন্স মাসির হাতে। সব মিলিয়ে ১২ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য পেলেন তিনি। সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর ডান চোখের অস্ত্রপ্রচার হয়েছে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রায় একমাস পর বাম চোখেও অস্ত্রপ্রচার হবে। এদিকে ঘোলা থানার পুলিশ অফিসাররা তাঁর পাশে রয়েছেন বলে জানান।

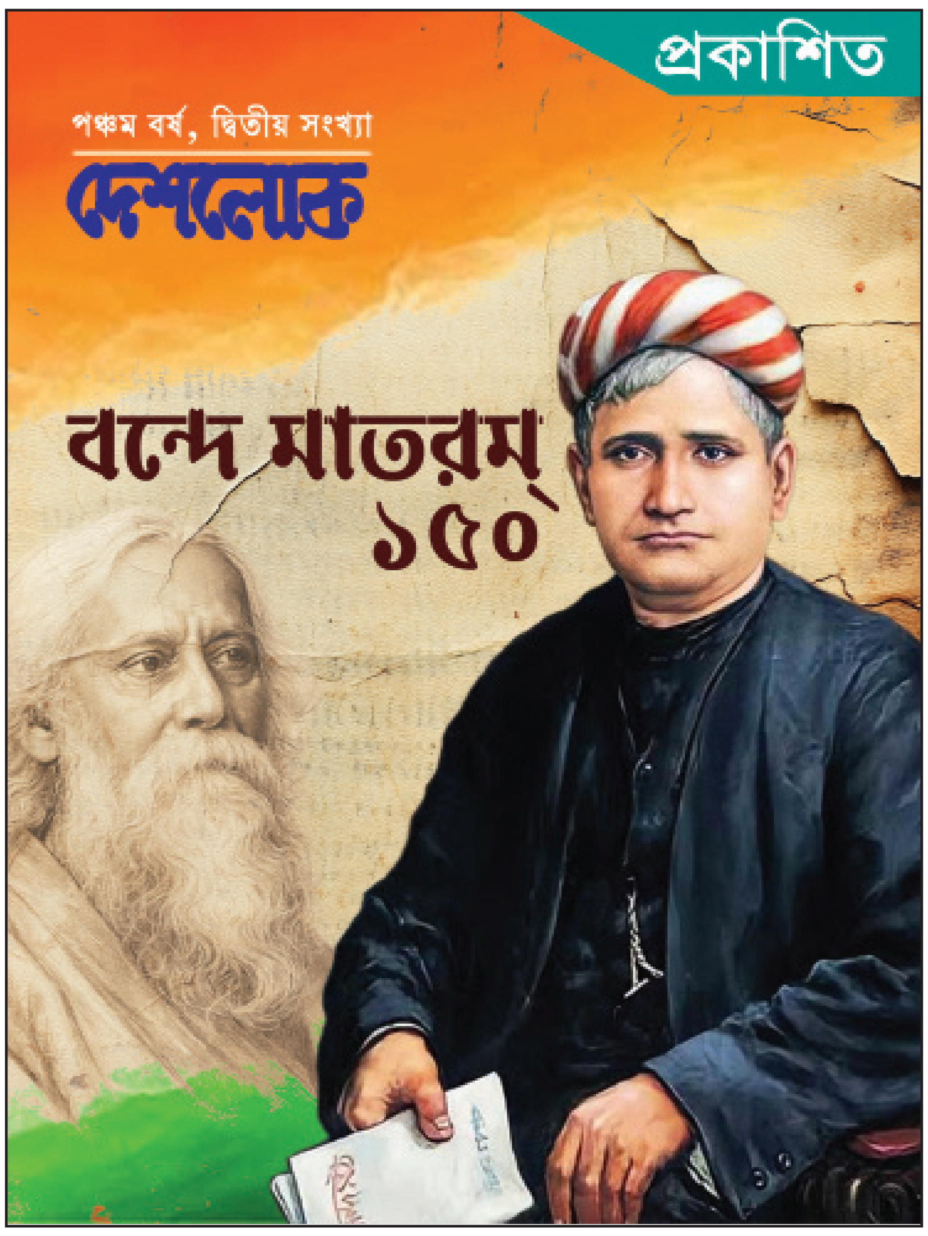

www.alipurbarta.org | facebook.com/alipur.barta.5 | 9088703044 | alipurbarta1966@gmail.com | alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com